



## Textual Paragraph

01

**বঙ্গানুবাদ :**

**খাদ্যে ভেজাল**

খাদ্যে ভেজাল বলতে খাবার বা পানীয়তে অন্য উপাদান মিশিয়ে অথবা যোগ করে কম বিশুদ্ধ করাকে বোঝায়। বর্তমানে খাবারে প্রায়ই ভেজাল মেশানো হয়। হোটেলগুলোতে এবং রেস্টুরেন্টে তাজা/টাটকা খাবারের সঙ্গে বাসি ও পঁচা খাবার মিশিয়ে খরিদদারকে পরিবেশন করা হয়। মাছ এবং শাকসবজিতে রাসায়নিক এবং অন্যান্য সংরক্ষণের বস্তু মিশিয়ে তাদেরকে টাটকা দেখানোর জন্য ভেজাল করা হয়। বেকারী এবং কনফেকশনারী সামগ্রীতেও বিষাক্ত উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা হয় এবং এভাবে এগুলো ভেজাল হয়। খেতে সুস্বাদু অথচ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাবারগুলো বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ধারণ করে। এমনকি ফল, দুধ এবং কোমল পানীয়ও ভেজাল করা হয়। বস্তুত/মূলত সকল ধরনের খাবার এবং খাদ্য উপাদানসমূহে অসৎ ও লোভী ব্যবসায়ীরা এবং দোকানদাররা দূত লাভের জন্য ভেজাল মেশান। ভেজাল খাদ্যের মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে। এগুলো অনেক প্রাণনাশক রোগের সৃষ্টি করে এমনকি মৃত্যুও ঘটায়। হাজার হাজার মানুষের ক্যান্সার, কিডনির সমস্যা, হৃদরোগ ও অন্যান্য রোগের কারণ এগুলো। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রাপ্ত ৮২ ধরনের দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ, ফল ও শাকসবজির মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই ভেজাল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা খাদ্য এবং খাদ্য উপাদান কেনার সময় সতর্ক হয়। তাছাড়া অপরাধীদের সনাক্ত করতে হবে ও সাজা দিতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত এবং তাদের কর্মকাণ্ডের গতি বাড়ানো উচিত।

02

**বঙ্গানুবাদ :**

**নেলসন ম্যান্ডেলা**

নেলসন ম্যান্ডেলা বিশ্ব জুড়ে ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রামের এক মূর্ত পৃথকী। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের মহান নেতা। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদ থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং এটাকে একটি বহুজাতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনি দৃঢ় আফ্রিকায় সংগ্রাম লগ্নি শ্রুতাজ্ঞা শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রায় তিন দশক জুড়ে কারাবাসী ছিলেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসকদের সাথে কখনও আপোস করেননি। তিনি কখনো লড়াই করার দৃঢ়তাও হারাননি। সেই বছরগুলোতে তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতিমান রাজবন্দী। শ্রুতাজ্ঞা শাসিত সরকার সেই আন্দোলন দমনের যথাসাধ্য চেষ্টা চালায় কিন্তু ব্যর্থ হয়। অবশেষে বিশ্ব সম্প্রদায় তাদের আত্মসমর্পণ করতে চাপ দেয়। তারা ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করে দেয় এবং দেশের সংবিধান পাঠাতে রাজি হয়। ১৯৯৩ সালে ম্যান্ডেলাকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয় এবং ১৯৯৪ সালে তিনি দেশটির প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি হন। তিনি ২০০৪ সালে রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেল-বিজয়ী লেখিকা নাদিন গর্দিমার তাঁর সম্পর্কে বলেন, “তিনি আছেন আমাদের সময়ের কেন্দ্রস্থলে, আমাদের মনে দক্ষিণ আফ্রিকানদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে যেখানেই তোমরা থাকো না কেন।” ১৯৬৩ সালে রিভোনিয়া আদালতে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন, “আমি আমার জীবনজুড়ে নিজেকে আফ্রিকান জনগণের সংগ্রামে উৎসর্গ করেছি।” তাঁর নিজ দেশের মানুষ তাঁকে ‘মাদিবা’ বলে। তিনি আর নেই কিন্তু তাঁর মানবতা, দয়া ও মর্যাদাবোধের জন্য আমরা তাকে চিরকাল স্মরণ করব।

03

**বঙ্গানুবাদ :**

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

বঙ্গবন্ধু হিসেবে পরিচিত শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন শুরু করেন। তিনি এই বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন এবং কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করেন। তিনি ভাষা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন এবং ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ গ্রেপ্তার হন। ১৯৭০ সালে তিনি পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেয় এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৫ শে মার্চের হিংস্রাঘাতে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। সকল বাঙালি রক্তাক্ত যুগ্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখে প্রিয় ভূমিতে ফিরে আসেন। এটা পরিতাপের বিষয় যে কিছু বিপৎগামী সেনা কর্মকর্তা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে।

04

**বঙ্গানুবাদ :**

**৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য**

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এদিন জাতির প্রতিষ্ঠাতা পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন যা বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতার সেই দিনগুলোতে পুরো জাতিকে দিকনির্দেশনা দান করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের শোষণ করে আসছিল। বাঙালিরা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ছিল বঞ্চিত শিকার। ২৪ বছরের বিশ্বাসঘাতকতা ও বৈষম্যের পর বাঙালি জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে দেশের সরকার গঠনের সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি সমগ্র বাঙালি জাতিকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। প্রচণ্ড রাগ ও প্রতিবাদের মাঝে ৭ই মার্চ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু এই যুগান্তকারী ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে এবার শৃঙ্খলমুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার সময় এসেছে, আর জাতিকে সেই লক্ষ্যে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে। তিনি জাতিকে পাকিস্তানিদের সাথে সহযোগিতা না করার, তাদেরকে কর না দেওয়ার, এবং কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ জাতির জন্য বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। এটি আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এভাবে জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ অমরত্ব লাভ করেছে।

05

**বঙ্গানুবাদ :****ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা**

ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা একজন বিখ্যাত নভোচারী ও জীবন্ত কিংবদন্তী। তিনি ৬ মার্চ ১৯৩৭ তারিখে মধ্য রাশিয়ার তুতায়ভস্কি জেলার মাসলেনিকোভো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি একটি কারখানার বস্ত্রকর্মী ছিলেন। ১৯৬১ সালে ইউরি গ্যাগারিনের মহাকাশযাত্রার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন একজন নারীকে মহাকাশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। মহাকাশ যাত্রার জন্য ইউরি গ্যাগারিন ছিলেন প্রথম মানব। যা হোক, ১৯৬২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন তেরেসকোভাকে সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করে। তাঁকে কিছু ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। একটি নভোযানের সফল উড্ডয়নের পর তেরেসকোভা তাঁর নিজ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। নির্দিষ্ট তারিখে তিনি তাঁর যোগাযোগ ও লাইফ সাপোর্ট পরীক্ষা শেষ করে নভোযান ভোস্টক-৬ এ চড়ে বসেন। এটি নির্ভুলভাবে নিষ্ক্ষেপ করা হয় এবং মহাশূন্যে প্রায় তিন দিন কাটিয়ে তেরেসকোভা ৪৮ বার পৃথিবী পরিক্রমণ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি জুকোভস্কি এয়ার ফোর্স একাডেমি থেকে প্রকৌশল বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এক সময় তিনি রাজনীতির দিকে ঝুঁকি পড়েন। সোভিয়েত আমলে তিনি সুপ্রীম সোভিয়েতের অন্যতম প্রেসিডিয়াম সদস্য হন। বর্তমানে তিনি রুশ আইনসভার নিম্নকক্ষের একজন সদস্য। তাঁর ৭০ তম জন্মদিনে ভ্লাদিমির পুতিন তাঁকে আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তিনি এখন বৃন্দা, কোনো একদিন মারাও যাবেন, কিন্তু একজন বিখ্যাত নভোচারী হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

06

**বঙ্গানুবাদ :****কল্পনা চাওলা**

কল্পনা চাওলা ছিলেন একজন বিখ্যাত নভোচারী। তিনি নভোযান দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি ১৭ মার্চ, ১৯৬২ সালে ভারতের কার্ণালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম ভারতীয় নারী এবং উপমহাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি মহাকাশে যান। তিনি পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে এআরোনোটিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক করেন এবং ১৯৮২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। তিনি ১৯৮৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস থেকে এআরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর একই বিষয়ের উপর তিনি ১৯৮৮ সালে ইউনিভার্সিটি অব কলারাদো থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯১ সালে তিনি গ্রীন কার্ড পান এবং চার বছরের মধ্যে তিনি NASA নভোচারী হিসেবে তার কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯ নভেম্বর ১৯৯৭ সালে আরো কয়েকজন নভোচারীর সঙ্গে তার প্রথম মহাকাশ অভিযান শুরু হয়। মহাশূন্য যানটির নাম ছিল কলম্বিয়া। ১৬ জানুয়ারি ২০০৩ সালে, চাওলা অভিশপ্ত কলম্বিয়ায় মহাকাশ অভিযানে ছিলেন। অভিযানে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে চাওলা ছিলেন অন্যতম। মাইক্রোগ্রাভিটি পরীক্ষণসহ তাঁর কিছু দায়দায়িত্ব ছিল, যেমন- পৃথিবী ও মহাশূন্য বিষয়ক বিজ্ঞান পর্যালোচনা, অগ্রসর প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা। মহাশূন্যে ১৬ দিনের অভিযানের পরে, কলম্বিয়া এর ফিরতি ভ্রমণে ভূপৃষ্ঠে ভেঙে পড়ে এবং সাহসী নারী চাওলার জীবনাবসান হয়। যা হোক, তিনি ইতিহাসে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

07

**বঙ্গানুবাদ :****ঢাকার যানজট**

ঢাকা শহরে যানজট একটি মারাত্মক সমস্যা। এটি নগরবাসীর সাধারণ জীবনযাপন প্রবাহের ক্ষতি করে। রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে এবং সাধারণ মানুষের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা সময়মত তাদের গন্তব্যস্থলে যেতে পারে না। স্কুলগামী শিশু ও অফিসগামী কর্মজীবীরা খুব ভুক্তভোগী হয়। ঢাকার নিম্নমানের অবকাঠামোই যানজটের মূল কারণ। ঢাকায় মাত্র ৭ শতাংশ রাস্তা রয়েছে যেখানে প্যারিস এবং ভিয়েনার ২৫ শতাংশ। এখানে ৬৫০টি প্রধান সংযোগ সড়কে মোট প্রায় ৬০টি ট্রাফিক লাইট আছে যার অধিকাংশই কাজ করে না। ঢাকা শহরে যানজটের কারণে প্রতিবছর ৩.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়। শহরের অনেক বাসিন্দাই এ সমস্যার জন্য রিক্সাকে দায়ী করে। এখন বাস এবং গাড়ির সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু এই শহরে যানজটের সমাধান অবশ্যই করতে হবে। সরকার এবং সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সুসংবাদ হচ্ছে যে, বর্তমান সরকার যানজট কমাতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মেট্রো রেল প্রকল্প তাদের মধ্যে একটি। কিন্তু এই সব প্রকল্পের সাথে সাথে সরকারকে ফুটপাথে ব্যবসাকারী হকারদের উচ্ছেদ করতে হবে। গণপরিবহন সহজলভ্য করতে হবে। ব্যস্ত সড়ক থেকে ধীর গতির যানবাহন নিষিদ্ধ করতে হবে এবং আরো আভারপাস এবং ওভারপাস নির্মাণ করা উচিত।

08

**বঙ্গানুবাদ :****যান চলাচল সংক্রান্ত শিক্ষা**

ট্রাফিক শিক্ষা বলতে বোঝায় যান চলাচল সংক্রান্ত আইন ও নিয়মকানুন এবং এগুলো ভঙ্গজনিত শাস্তির ওপর প্রশিক্ষণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে গণসচেতনতা তৈরি যা অপ্রত্যাশিত সড়ক দুর্ঘটনা থেকে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। আধুনিক যুগে সবার জন্যেই ট্রাফিক শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এটি যান্ত্রিক যানবাহন ও ভারী পরিবহনের যুগ। যদি কেউ ট্রাফিক পদ্ধতি ও আইন-কানুন না জানে, তার পক্ষে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া কঠিন হবে। ট্রাফিক সচেতনতার অভাবে মানুষ দুর্ঘটনায় পড়ে অকালে মৃত্যুবরণ করে। এমন ক্ষতি অপূরণীয়। ট্রাফিক আইনের মধ্যে আছে বিশেষ কিছু চিহ্নের মাধ্যমে নির্দেশনা। এগুলো কোনোটি নির্দেশ করবে এমন একটি পথ যা দিয়ে কারও যাওয়া আইনানুগ নয়, আবার কোনোটি বেশ কয়েকটি রাস্তার মধ্যে একটি বেছে নিতে নির্দেশ দেবে, আবার কিছু চিহ্ন যানের গতি বৃদ্ধি ব্যাপারে চালকের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। ট্রাফিক আইনের মধ্যে আরও কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেমন- মদ পান করে, সেল ফোন ব্যবহার করা অবস্থায় কিংবা কথা বলা অবস্থায় পাড়ি না চালানো। ট্রাফিক শিক্ষার গুরুত্ব এতোই যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পর্যায়ে এর মূল্য বোধগম্য হয়। নিয়মিত পাঠক্রমে এর স্থান থাকা উচিত। পাশাপাশি গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমগুলোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কেবল তখনই ট্রাফিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্থাৎ জন নিরাপত্তা ও নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য অর্জিত হবে।

09

**বঙ্গানুবাদ :****বাংলাদেশি জনসাধারণের খাদ্যাভ্যাস**

খাদ্যাভ্যাস বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজের বা দেশের জনগণের খাবার গ্রহণের অভ্যাস অথবা চর্চাকে বোঝায়। এই অভ্যাস একটি সমাজ থেকে অন্য সমাজ এবং একটি দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্নতর। বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন জনগণ তাদের নিজস্ব পছন্দ ও স্বাদ অনুযায়ী ভিন্ন ধরনের খাবার পছন্দ করে। কিন্তু জনগণের খাদ্যাভ্যাস প্রায় একই ধরনের। বাংলাদেশি জনগণের কিছু বিশেষ খাদ্যাভ্যাস রয়েছে। ভাতের সঙ্গে ডাল এবং মাছ আমাদের সবচেয়ে সাধারণ ও প্রিয় খাবার/খাদ্য। খিচুড়ি বাংলাদেশিদের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার। তাছাড়া বাংলাদেশিরা মাংসও পছন্দ করে। অধিকন্তু বিভিন্ন আকারের ও ধরনের পিঠা এবং পায়েসও তাদের খুব পছন্দের। জনগণ গম, আলু, অন্যান্য মৌসুমি সবজি, ডিম, পাউরুটি এবং তাদের স্বাদ অনুযায়ী

সকল ধরনের স্থানীয় ফল ও খায়। জনগণ মাঝে মাঝে পোলাও, বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট, খাসি অথবা গরুর মাংসের তরকারী খায়। বাংলাদেশের প্রায় সকল পরিবার প্রতিদিন তিনবার খাবার খায় – সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার ও রাতের খাবার। বৃন্দ লোকেরা আমাদের প্রথাগত/ঐতিহ্যগত খাবার গ্রহণ করে। কিন্তু অনেক যুবক/যুবতীরা দিনে দিনে পাশ্চাত্য খাবারে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনার এখন সময়। অধিক ভাতের পরিবর্তে আমাদের গম ও আলু খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত।

10

**বঙ্গানুবাদ :****বয়ঃসন্ধিকাল**

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পথে শিশুরা কতিপয় পর্যায় অতিক্রম করে। বয়ঃপ্রাপ্তির চার-পাঁচটি পর্যায় রয়েছে: শৈশব, প্রাথমিক শিশুকাল, পরবর্তী শিশুকাল ও বয়ঃসন্ধিকাল। কিছু শিশু রয়েছে যারা তাদের বয়সের তুলনায় বড় মতো কাজ করে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে কিছু ব্যক্তি এসব পর্যায়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। কিশোর বলতে সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সসীমাকে বোঝায়। এ কালপর্বে একজন ব্যক্তি শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্কতা ও যৌন ক্ষমতা অর্জনের মত ক্রান্তিকালের অভিজ্ঞতা লাভ করে। যা হোক, বহু কিশোর মদ্র প, মাদকাসক্ত কিংবা অবিরাম ধূমপায়ী হতে চাপ বোধ করে যা তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এসব অভ্যাস উদ্দেশ্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যহীন আহতাবস্থা, অপরিবর্তিত গর্ভধারণ ও এইচআইভি সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে ফেলে। এগুলো ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। তারা যৌন আচরণগুলো অনুধাবনে পুরোপুরি সক্ষম নয় এবং এই সামর্থ্যহীনতা তাদেরকে যৌন নির্যাতন ও উচ্চ ঝুঁকির আচরণের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল করে তুলতে পারে। তদুপরি, আইন ও রীতি প্রায়ই অবিবাহিত তরুণদের প্রজনন সম্পৃক্ত বিষয়গুলো জানার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এ সমস্যা সমাধানার্থে, বয়স্কদের যা করা উচিত তা হচ্ছে তরুণ ও যুবকদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো, তাদের সাথে সজ্ঞাত আচরণ করা এবং সে সাথে মুক্ত মন নিয়ে তাদের সাথে বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলা। তাদের উচিত দেশের কল্যাণের জন্য তরুণদের গড়তে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

11

**বঙ্গানুবাদ :****শিষ্ঠাচার ও আচার-আচরণ**

আমাদের সামাজিক আচরণ বর্ণনা করার জন্য দু'টি শব্দ রয়েছে- 'etiquette' ও 'manners'. পৃথকটি একটি ফরাসি শব্দ। শিষ্ঠাচার বলতে সমাজে সঠিক আচার-আচরণের নিয়মাবলীকে বোঝায়। যেকোনো সভ্যতার জন্য শিষ্ঠাচার এবং ভালো আদব-কায়দা অত্যাবশ্যক। বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীর মহান ব্যক্তির শিষ্ঠাচার ও ভালো ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে আসছেন। ভালো আচরণ তোমাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত করে, যেখানে শিষ্ঠাচার তোমাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। শিষ্ঠাচার তোমাকে সমাজে ও পরিবারে সম্মান এনে দেয়। শিশুদের জন্য পরিবার হচ্ছে শিষ্ঠাচার শেখার উত্তম প্রতিষ্ঠান। এখানে শিশুরা পরিবারের অন্য সদস্যদের সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করতে শিখে। এখানে তারা সকল সামাজিক শিষ্ঠাচারের ভিত্তিগুলোও অনুশীলন করে। সামাজিক শিষ্ঠাচারের অর্থ হচ্ছে তুমি যেভাবে তোমার বন্ধু, প্রতিবেশী ও অপরিচিতদের সঙ্গে আচরণ কর। তুমি যদি তোমার বন্ধু ও প্রতিবেশীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার বজায় রাখো, তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি তাদের পছন্দের মানুষের তালিকায় থাকবে। তারা তোমাকে বিশ্বাস করবে এবং তোমার ব্যাপারে যত্নবান হবে। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে প্রত্যেকে আমাদের পর্যবেক্ষণ করে। আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের ও আমাদের পরিবারেরই প্রতিনিধিত্ব করি না বরং আমরা প্রতিনিধিত্ব করি আমাদের সমাজের, আমাদের জাতির। তাই ভালো আচরণকারী হওয়া ও শিষ্ঠাচার জ্ঞান থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।

12

**বঙ্গানুবাদ :****বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা**

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বৃদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে দেড়শ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এখানে ৩৫টি সরকারি, ৭৯টি বেসরকারি ও ৩টি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। উচ্চ পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ট কমিশন দ্বারা পরিচালনা করা হয়। কলেজগুলোতে যেখানে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয় তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। যদিও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তির সংখ্যা এখনও খুব কম। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত সংখ্যক আসন সংখ্যার কারণে এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিক খরচের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে প্রবেশ বরং সীমিত হয়ে পড়ছে। ১৯৯০ সালের শেষের দিকে সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের দিকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং লক্ষ্য হিসেবে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম প্রণয়ন করেছে। চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শত শত কলেজ অধিভুক্ত রয়েছে তা আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন সাধন হচ্ছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যুগপৎভাবে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়ে উন্নয়ন সাধন করছে এবং সামগ্রিকভাবে মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করছে।

13

**বঙ্গানুবাদ :****বন্ধুত্ব**

বন্ধু হচ্ছে একজন লোক/ব্যক্তি যাকে অন্য একজন জানে/চেনে অথবা পছন্দ করে। যে সমস্ত লোক বন্ধু তারা একে অন্যের সাথে কথা বলে এবং একসাথে সময় কাটায়। তারা একে অন্যকে সাহায্যও করে যখন তারা বিপদে পড়ে বা আহত হয়। অনেক সময় মানুষ তাদের গোপনীয়তা মা বাবার কাছে বলতে পারে না, যা তারা তাদের বন্ধুদের কাছে বলে। একজন বন্ধু সে, যে একজন লোকের দক্ষতার প্রশংসা করে এবং সঠিক পছন্দ করতে সাহায্য বা উৎসাহ দেয়। দুইজন লোকের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধনের শক্তিমত্তা বিভিন্ন হতে পারে। বন্ধন যদি খুব দৃঢ় হয় তাদেরকে সবচেয়ে ভালো বন্ধু বলা হয়। এটা সচরাচর বন্ধুত্বের উপাদানসমূহের অধিকার, দয়ালু, উপকারী, অনুগত, সং হওয়া এবং মজা করার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। বন্ধুত্বের মাঝে আকাজক্ষা, চাহিদা এবং অভিযোগও আছে/থাকে। বন্ধুরা অন্যকে আর্থিকভাবে ও নৈতিকভাবে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যদি সেগুলো তাদের আশানুরূপ না হয় তাহলে এটার অর্থ এই নয় যে বন্ধুত্ব ভেঙে যাবে। বন্ধুত্ব ভালো এবং উপকারী উভয়ই। মানুষ একাকী বাস করতে পারে না। সে সামাজিক জীব। তার আনন্দ ও বেদনার ভাগাভাগির জন্য কাউকে প্রয়োজন। সমর্থন ও সুখ দুঃখ ভাগাভাগির জন্য বন্ধুত্বের প্রয়োজন। বন্ধুত্ব বলতে কোনো প্রকার স্বার্থপর উদ্দেশ্যবাহীন নৈকট্য বুঝায়। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্ব কদাচিৎ দেখা যায়। বন্ধু নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক বন্ধুত্ব গঠন নির্ভর করে। দুর্দশা বন্ধুত্বের সবচেয়ে ভালো পরীক্ষা। সমৃদ্ধ বন্ধু আনে কিন্তু দুর্দশা তাদের পরীক্ষা করে। কিন্তু একজন সত্যিকারের বন্ধু কোনো অবস্থাতেই তার বন্ধুকে ত্যাগ করে না। সে তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।

14

**বঙ্গানুবাদ :****বুড়িগঙ্গা নদী**

বুড়িগঙ্গা একটি বিখ্যাত নদী যা দেশের রাজধানী শহর ঢাকার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে। এই নদীর রয়েছে চমৎকার অতীত। এক সময় এটি পূমত্তা গঙ্গার শাখানদী ছিল এবং ধলেশ্বরী নদীর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হতো। ধীরে ধীরে এটি গঙ্গা নদীর সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং বুড়িগঙ্গা নাম ধারণ করে। মুঘলরা বুড়িগঙ্গার জোয়ার ভাটার উচ্চতায় বিমিত হন এবং ১৬১০ সালে জাহাজীরনগরে তাদের প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। একসময় নদীটি খাবার পানি সরবরাহ এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়তা করত। পরবর্তীতে জাহাজীরনগর ‘ঢাকা’ নাম ধারণ করে এবং মাত্রাতিরিক্ত জনবহুল শহরে পরিণত হয়। বর্তমানে বুড়িগঙ্গা একটি দূষিত এবং মৃতপ্রায় নদী। বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থ, কলকারখানা, হাসপাতাল এবং বসতবাড়ির বর্জ্য এতে ফেলা হয়। অবস্থা এতটাই ভয়ংকর যেন আমরা আমাদের একটি নদীকে হত্যা করেছি। এ ধরনের মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের অন্য নদীগুলোকে বাঁচাতে অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমাদের অন্য নদীসমূহের জন্য আমাদের কাঁদতে হবে যেমনটা কাঁদি আমাদের বুড়িগঙ্গার জন্য।

15

**বঙ্গানুবাদ :****হাকালুকি হাওর**

বাংলাদেশ নদী-নালা, খাল, বিল এবং হাওরের মতো বিভিন্ন জলাশয়ে পূর্ণ। হাকালুকি হাওর দেশের অন্যতম একটি প্রধান জলাশয়। এটি ২৩৮টিরও বেশি পরস্পর সমন্বয়কারী বিল ও জলমহলের সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল বাস্তুবিদ্যা। হাওরটি মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় অবস্থিত। এই হাওরকে ঘিরে প্রায় ১,৯০,০০০ মানুষ বাস করে। হাওরটি বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের জন্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এখানে কালিবাউস, বোয়াল, রুই, ঘাগট, পাবদা এবং চাপিলাস মতো মাছ পাওয়া যায়। হাওরের বিলগুলো শীতকালে মা মৎস্যদের জন্য আশ্রয়ের যোগান দেয়। এখন বালির স্তর, মাছ ধরার জন্য পানি শুকানোর কৌশল এবং জলজ উদ্ভিদের অভাবের কারণে, এই সমস্ত অনেক বিল এই আশ্রয় যোগানের ক্ষমতা হারিয়েছে। অতিথি পাখিদের জন্য হাওরটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিশ্রামের জায়গা। দুর্ভাগ্যবশত, অবৈধ পাখি শিকার পাখির সংখ্যার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীতকালে গবাদি পশুর বিচরণের জন্য হাকালুকি হাওর পরিচিত। এই হাওর মানুষের জন্য অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়। এসব সুবিধার মধ্যে আছে মাছ ও ধান উৎপাদন, হাঁস, গরু-ছাগল ও মহিষ চরানো, নলখাগড়া, ঘাস, জলজ ও অন্যান্য উদ্ভিদের সমাহার। এ মৌলিক প্রকৃতি বর্ষা এবং অন্যান্য ঋতুতে চতুষ্পার্শ্বের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এর সৌন্দর্য এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহু সংখ্যক পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে।

16

**বঙ্গানুবাদ :****কুয়াকাটা**

কুয়াকাটা, বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত একটি অসাধারণ নৈসর্গিক শোভামণ্ডিত জায়গা। স্থানীয়ভাবে এটি ‘সাগর কন্যা’ নামে পরিচিত যার অর্থ সাগরের মেয়ে। এটি পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়া থানার লতাচাপালি ইউনিয়নের অন্তর্গত। কুয়াকাটার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ কি.মি. এবং প্রস্থ প্রায় ৬ কি.মি.। চিত্রবৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বালুকাময় সৈকত, নীল আকাশ, বঙ্গোপসাগরের ঝিকিমিকি জলরাশি বিস্তার এবং চিরসবুজ বনাঞ্চলের এক চমৎকার মিশ্রণে কুয়াকাটা একটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান। লোককাহিনী মতে মুঘল আক্রমণকারীদের দ্বারা বিতাড়িত আরাকানের রাখাইনরা এখানে বসতি স্থাপন করে। তারা সমুদ্রতীরে একটি কুয়া খনন করে যা এই জায়গার নামের জন্ম দেয়। কুয়াকাটা সৈকত থেকে একজন দর্শনার্থী সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটিই উপভোগ করতে পারে। এটি পৃথিবীর অন্যতম একটি আকর্ষণীয় সৈকত। এটি অতিথি পাখিদের একটি আশ্রয়স্থলও। কুয়াকাটাকে ক্ষুমা সৈকতও বলা হয়। রাখাইন সম্রাটদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ মন্দিরগুলো এই এলাকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। পাশাপাশি হিন্দু এবং বৌদ্ধদের জন্য একটি পবিত্র ভূমি। অনেক শতকের পুরাতন বৌদ্ধ মন্দিরগুলো জায়গাটিকে অলঙ্কৃত করেছে। প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্ত এখানে আসে, পুণ্যস্থান করে এবং রাশপূর্ণিমা এবং মাঘী পূর্ণিমার উৎসব উপভোগ করে।

17

**বঙ্গানুবাদ :****সৌন্দর্য**

সৌন্দর্য হচ্ছে একটি বিমূর্ত ধারণা যা মানুষের অনুভূতিতে বা মনে আনন্দের উদ্বেক করে। আসলে এটি একটি অনুভূতি যা একজনের মনে শান্তি দেয় এবং এটি মানুষভেদে বিভিন্ন হয়। আমাদের চারপাশের অনেক জিনিসের মধ্যেই আমরা সৌন্দর্য খুঁজে পাই। প্রকৃতি, মানুষের চরিত্র, একজন র্ন ক্তির দয়াশীলতা, বাচ্চাদের হাসি ইত্যাদিতে আমরা সৌন্দর্য খুঁজে পাই। আমরা যখন প্রকৃতির দিকে তাকাই, তখন পাহাড়, সমুদ্র, নদী, বন ইত্যাদির স্বাভাবিক সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি। বাচ্চাদের হাসি, একটি মহান মানব চরিত্র, একজন মানুষের দয়াশীলতা ইত্যাদি আমাদের মনে একটি ভালোলাগার অনুভূতি তৈরি করে। প্রত্যেকেই তার জীবনজুড়ে সৌন্দর্যের আশা করে কিন্তু পৃথিবীতে অবিমিশ্র আশীর্বাদ বলে কিছু নেই। যখনই আমরা কুৎসিত কিছুই সম্মুখীন হই, তখনই আমরা জোরালোভাবে সুন্দরের কামনা করে থাকি। সৌন্দর্য আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে কুৎসিত কিছুও আমাদের জীবনের অংশ। মানুষ ব্যাপকভাবে সৌন্দর্যের গুরুত্ব অনুভব করে যখন এটি তাদের জীবনে অনুপস্থিত থাকে। যখন আমরা আমাদের সমাজে ক্ষুধা, অন্যায়, অসদাচরণ, সন্ত্রাস দেখি, তখন আমরা সত্যিকার অর্থেই এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে থাকি। সৌন্দর্যের অনুপস্থিতিই এর গুরুত্ব বড় পরিসরে প্রকাশ করে। সৌন্দর্য এবং সত্য অজ্ঞানভাবে জড়িত। সৌন্দর্য আসলে তারাই কামনা করে যারা সবসময় সত্যের সন্ধান করে।

18

**বঙ্গানুবাদ :****সুন্দরবন এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগার**

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়া সুন্দরবন এক বিস্তীর্ণ উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চল। আমাদের জাতীয় পশু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থলের কারণে এই বনটি বিখ্যাত। কিন্তু এটা একটা সত্যকথা যে ভূমিধসের কারণে বনাঞ্চলের উপকূল রেখার ৭১% প্রতিবছর প্রায় ২০০ মিটার পিছিয়ে যাচ্ছে। এটা যদি হতেই থাকে তাহলে বাঘের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই ক্ষয়সাধনের কারণগুলোর মধ্যে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের বর্ধিত সংঘটন, অন্যান্য চরমমাত্রায় প্রাকৃতিক ঘটনা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বর্ধিত লবণাক্ততা অন্যতম যা উষ্ণমণ্ডলীয় বনভূমির জন্য হুমকিস্বরূপ। সুন্দরবনের নিয়মিত গতিময়তা দ্বারা দ্রুত ক্ষীয়মান উপকূল রেখার ব্যাখ্যা করা যায় না। এভাবে বর্তমানে এই বনাঞ্চলটিতে বাঘের বসবাস প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বনটি বিলীয়মান দ্বীপের জন্ম পরিচিত কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন যে সমুদ্র সৈকতে ম্যানগ্রোভ বনটির প্লাবন স্বাভাবিক নয়। মানবিক উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ায় জোয়ার-ভাটা ও ঝড়-ঝঞ্জা থেকে প্রতিরক্ষা আশঙ্কাজনক হারে কমছে। এটা বিশ্বের এই সমৃদ্ধ জৈববৈচিত্র্যের অঞ্চলে অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটাবে। এই বনাঞ্চলটি কয়েকটি বনের মধ্যে একটি যেখানে বিভিন্ন ধরনের শত শত বাঘকে সংরক্ষণ করা যায়। গৌরবান্বিত বাংলার বাঘকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য এই বনাঞ্চলকে রক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয়।

19

বঙ্গানুবাদ :

মানবাধিকার

বিভিন্ন পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও সমস্ত মানবজাতির অন্তর্নিহিত অধিকারই মানবাধিকার। মানুষের সামাজিক অধিকার, নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার এবং অর্থনৈতিক অধিকার ইত্যাদি মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেরই তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, সম্মান, জাতীয়তা, পরিবার, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘ এবং ভোটাধিকার রক্ষার অধিকার রয়েছে। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশেরই তার মানবাধিকার পালন ও রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য রয়েছে। সারা বিশ্বের মানুষ মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় সংগ্রাম করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জনগণ এখনও মানবাধিকারের বাধাসমূহ অতিক্রম করতে পারেনি। পাকিস্তানীদের বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম/ যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। উন্নতি ও উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ এখনও অবমাননাকর দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এই দুইটি মানবাধিকারের সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রু। ফলে, অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনভাবে কথা বলতে ও চিন্তা করতে অসমর্থ। এটা অপরিহার্য যে অধিকার আদায়ে মানুষের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড দ্বারা তারা প্রায়ই অবহেলিত। তা সত্ত্বেও, মানবাধিকারের অবস্থার উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ আছে।

20

বঙ্গানুবাদ :

গাজী পীর

গাজী পীর একজন কাল্পনিক অথবা পৌরাণিক চরিত্র। লোককাহিনী অনুসারে, তিনি একজন মুসলিম সাধক ছিলেন যিনি সুন্দরবনের নিকটবর্তী বাংলার অংশসমূহে ইসলাম ধর্মের প্রসারে সহায়তা করেন। বলা হয়ে থাকে যে তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। মানুষ বিশ্বাস করে যে তিনি বিপজ্জনক প্রাণী শান্ত করতে এবং তাদের বশ করতে পারতেন। তাকে সাধারণত পাট অথবা স্ক্রল পেইন্টিঙে আঁকা হয় যিনি একটি হিংস্র বাঘের পিঠে চড়ে এবং হাতে একটি সাপ ধরে থাকেন। কিছু গল্প অনুসারে, তিনি কুমিরের সাথেও যুদ্ধ করতেন যা খাল-বিলে ভরা একটি অঞ্চলের মানুষের জন্য ভয়ের কারণ ছিল। জায়গাটি ছিল পানিময় জঙ্গল। মানুষ আরো বিশ্বাস করে যে তিনি মানুষকে বনজঙ্গলের নিকটে বাস করতে এবং তাদের জমি চাষ করতে শিখিয়েছেন। বন্য প্রাণী তাকে ভয় পেত। ঐ অঞ্চলের জনগণ সাহায্যের জন্য তার কাছে প্রার্থনা করত। গাজী পীরের গল্প লোক সাহিত্য এবং দেশীয় সাহিত্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিছু গাজীর পাট ব্রিটিশ জাদুঘরেও রাখা আছে।

21

বঙ্গানুবাদ :

অর্ফিয়াস

অর্ফিয়াস হচ্ছে প্রাচীন গ্রিক পুরাণের একটি চরিত্র। তিনি হচ্ছেন পৌরাণিক দেবতা। তিনি ছিলেন অ্যাপোলো এবং মিউস ক্যালিওপের পুত্র। তাকে তার বাবা একটি বাঁশি উপহার দিয়েছিলেন এবং এটি বাজাতে শিখিয়েছিলেন। তিনি এটি এতো ভালোভাবে বাজাতে পারতেন যে অন্য কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। তার সঙ্গীত শুনে কেবল অন্য মানুষেরা নয় বন্য প্রাণীরাও মুগ্ধ হতো। এমনকি তার সঙ্গীত গাছ এবং পাহাড়কে মুগ্ধ করত। তার চারপাশে ভিড় করা গাছপালাও তার সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হতো। তার সঙ্গীত শুনে পাহাড়ও মুগ্ধ হতো। অর্ফিয়াস ইউরিডিসকে বিবাহ করেছিলেন যার অকালমৃত্যু তাকে পাতালপুরীতে যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছিল তাকে উদ্ধার করার জন্য। তিনি হেডিস এর শাসক এবং পাহারাদারদের তার সঙ্গীত দ্বারা মুগ্ধ করেছিলেন এবং একটি শর্ত সাপেক্ষে তার প্রিয়াকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। শর্তটি ছিল যে তিনি তাকে নিয়ে উপরের পৃথিবীতে না পৌঁছা পর্যন্ত তার দিকে ফিরে তাকাতে পারবেন না। অর্ফিয়াস তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে ইউরিডিস এর দিকে তাকালেন এবং তাকে চিরদিনের জন্য হারালেন।

22

বঙ্গানুবাদ :

হারকিউলিস

হারকিউলিস হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক পুরাণের একটি বিখ্যাত চরিত্র। তিনি ছিলেন দেবতাদের রাজা জুপিটার এবং আলকমিনার পুত্র। মাইসিনির রাজা ইউরিসথিউয়াস এবং তার চাচাত ভাই তাকে কিছু কঠিন কাজ করতে বাধ্য করত। গ্রীক পুরাণে এসব কাজ 'হারকিউলিসের বারোটি শ্রম' নামে পরিচিত। ইউরিসথিউয়াস হারকিউলিসকে আদেশ করেছিল একটি সিংহকে বধ করে তার চামড়া নিয়ে আসার জন্য যা নিমিয়া গ্রামের অধিবাসীদের বিরক্ত করছিল। হারকিউলিস প্রথমে সিংহের সাথে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু ব্রহ্ম হল, পরে এটিকে তার হাত দিয়ে হত্যা করেছিল। তার পরবর্তী কাজ ছিল হাইড্রা নামক দৈত্যকে হত্যা করা। হাইড্রার ছিল নয়টি মাথা, যার একটি ছিল অমরগণীল। হারকিউলিস যখন তার মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করে, তার দুইটি নতুন মাথা গজায়। তার ভৃত্য ইয়োলাসের সহযোগিতায় হারকিউলিস হাইড্রার আটটি মাথা পুড়িয়ে ফেলতে এবং অমরগণীল মাথাটি একটি পাহাড়ে পুঁততে সমর্থ হয়েছিল। হারকিউলিস তার মিশনে একের পর এক সফলতা লাভ করে পৃথিবীর একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ হওয়ার খ্যাতি অর্জন করেন।

23

বঙ্গানুবাদ :

স্বপ্ন

স্বপ্ন হাজার হাজার বছর ধরে দার্শনিকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এর উপর বাস্তবিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়েছে। স্বপ্ন অসাধারণভাবে স্পষ্ট হতে পারে কিংবা খুবই অস্পষ্ট হতে পারে; আনন্দদায়ক আবেগ বা ভীতিকর প্রতিচ্ছবিতে পূর্ণ হতে পারে; কেন্দ্রীভূত ও বোধগম্য বা অপরিষ্কার ও দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে। তথাপি, গবেষকেরা এখনো স্বপ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি। মনোবিশ্লেষক সিগমন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুযায়ী স্বপ্ন হল অবচেতন মনের ইচ্ছা, ভাবনা ও প্রেষণার রূপায়ণ। ফ্রয়েড-এর মতে, যখন মানুষের আগ্রাসী এবং যৌন প্রবৃত্তিগুলো সচেতনভাবে প্রকাশিত হয় না, এগুলো স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের সচেতনতায় তাদের পথ খুঁজে নেয়। সুতরাং স্বপ্ন হল অবদমিত ইচ্ছাগুলোর পরিপূর্ণতা। কিছু গবেষক মনে করেন স্বপ্ন অর্থহীন নয় বরং স্বপ্ন দেখার সময় মানসিক বোধশক্তি বিকাশের উপাদানগুলো আমাদের মস্তিষ্কে নতুন ধারণার জন্ম দেয়। একটি তত্ত্ব অনুযায়ী স্বপ্ন হল ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্কের বাহ্যিক উদ্দীপনাকে রূপদানের চেষ্টার ফল। কোনো কোনো তাত্ত্বিকেরা মনে করেন স্বপ্ন মনকে সতেজ করে আবার কারো কারো মতে, এগুলো মানসিক রোগের প্রতিকার হিসাবে কাজ করে। 'স্বপ্নের' অন্য অর্থও আছে। মহান রোমান্টিক কবি উইলিয়াম ওয়ান্ডারফুল কবিদের স্বাপ্নিক হিসেবে গণ্য করতেন। যা আমরা অর্জন করার ইচ্ছা পোষণ করি, তাকে কবির ভাষায় প্রকাশ করেন। তারা প্রেমিক, কর্মী, দেশপ্রেমিক, সমাজ-সংস্কারক এবং শ্রমিকদের স্বপ্ন নিয়ে লিখেন। মহান নেতারাও স্বপ্নদ্রষ্টা কারণ তারা মানব-মুক্তির জন্য স্বপ্ন দেখেছেন।

24

**বঙ্গানুবাদ :****অভিবাসী**

অভিবাসী বলতে ঐ সমস্ত লোকদেরকে বোঝায় যারা নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে বসতি স্থাপন করে, হোক সেটা তাদেরকে জোরপূর্বক দেশত্যাগে বাধ্য করা অথবা স্বেচ্ছায় নিজেদের পছন্দমতো জায়গা বেছে নেওয়া। অভিবাসী শব্দটি কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা কোনো শ্রেণীর সমষ্টিকে বোঝায়। এই শব্দটি অনেক বড় অভিবাসীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তাদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে ইহুদি জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য যাদেরকে প্রাচীনকালে তাদের নিজ ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। ইতিহাসে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসী হচ্ছে আর্য সম্প্রদায় যারা মধ্য ইউরোপ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করেছিল। কিন্তু এই অভিবাসীদের আগমনের কারণ এখনো অজানা। গত শতাব্দীতে ফিলিস্তিনী অভিবাসীরা অনেকের নজর কেড়েছিল। ফিলিস্তিনীদের দুঃখ দুর্দশা বিশ্বনেতাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ অথবা প্রকৃতির তাড়ব আফ্রিকাতেও ব্যাপক অভিবাসীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে অভিবাসনের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে বিশ্বায়ন।

25

**বঙ্গানুবাদ :****বাংলাটাউন**

বাংলাটাউন পূর্ব লন্ডনের একটি অঞ্চল যেখানে ব্রিটেনের বাংলাদেশি অভিবাসীরা বাস করে। ব্রিটিশ বাঙালি নামেও পরিচিত ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের প্রায় অর্ধেক বাংলাটাউনে বসবাস করেন। ব্রিক লেইন নামের একটি সড়ক এবং টাওয়ার হ্যামলেটসহ এটি পূর্ব লন্ডন নগর নামে পরিচিত ছিল, যা সর্বাধিক মনোযোগ কেড়ে নিত। সম্পূর্ণ অঞ্চলটিতে বাংলাদেশি পরিবেশ বিরাজমান। একজন এখানে দেখতে পাবে বাংলাদেশি রেস্টোরাঁ, বাংলায় রাস্তার নামফলক আর লাল সবুজ ল্যাম্প পোস্ট (যা আমাদের পতাকাকে প্রতিফলিত করে), বাংলাদেশি খাবারের দোকান এবং বাংলাদেশ বিমান ও সোনালী ব্যাংকের বিজ্ঞাপন। এখানে বেশ কিছু সংখ্যক দৃশ্যমান স্থাপনা রয়েছে যেমন আলতাব আলী পার্ক, কবি নজরুল কালচারাল সেন্টার এবং শহিদ মিনার স্মৃতিসৌধ। এই স্থাপনাগুলো ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের গর্বের বিষয়। ২০০১ সালে ব্রিটিশ বাংলাদেশি নেতারা এই অঞ্চলের নাম পরিবর্তনের একটি প্রচেষ্টা চালায় যার ফলে ব্রিটিশ সরকার এটিকে একটি পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচিতি প্রদান করতে স্বীকৃতি দেয়।

26

**দ্বন্দ্ব****বঙ্গানুবাদ :**

দ্বন্দ্ব বলতে শত্রুতা এবং বৈরিতা দ্বারা সৃষ্ট দলীয় মতপার্থক্য অথবা ব্যক্তিগত বিরোধিতাকে বোঝায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে কোনো একদল থেকে ভিন্ন একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কোনো দলের অন্য দলের প্রতি বিরোধিতার ফল। দ্বন্দ্ব জীবনের এক অপরিহার্য অংশ, কেননা আমাদের সকলেরই নিজস্ব মতামত, ধারণা এবং বিশ্বাস রয়েছে। আমাদের চিন্তার নিজস্বতা রয়েছে এবং আমরা সেভাবেই কাজ করি। এর ফলে আমরা নিজেদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে ফেলি। তখন দ্বন্দ্ব আমাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্তসমূহের উপর প্রভাব ফেলে। চিন্তা এবং চেতনার সংঘাত মানুষের অভিজ্ঞতার একটি অংশ। সুতরাং দ্বন্দ্ব আসে প্রাকৃতিকভাবেই। আমাদের মতপার্থক্য বোঝার এবং ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বকে একটি সুযোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে। আবার অর্থনীতি, মূল্যবোধ ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে মানববিশ্বে দ্বন্দ্ব একটি উদ্বেগের কারণ হতে পারে। পারস্পরিক, ব্যক্তিগত, অন্তর্দলীয় অথবা আন্তঃদলীয় দ্বন্দ্ব হতে পারে। আন্তঃব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বলতে দু'জন মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে বোঝায়। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ঘটে ব্যক্তির মধ্যে এবং ব্যক্তির মনোজগতে। দলীয় কোন্দল দেখা দেয় একটি দলের একাধিক ব্যক্তির মধ্যে, আর আন্তঃদলীয় কোন্দল ঘটে একটি সংস্থায় কর্মরত একাধিক দলের মধ্যে। দ্বন্দ্বের বিষয়গুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকা সত্ত্বেও আমরা সবাই শান্তিতে বাস করতে পারি।

27

**শান্তি আন্দোলন****বঙ্গানুবাদ :**

শান্তি আন্দোলন হচ্ছে একটি সামাজিক আন্দোলন। কোনো বিশেষ যুদ্ধের পরিসমাপ্তিকরণ (অথবা সব যুদ্ধ), আন্তঃআণবিক সংঘাত, হ্রাস এবং বিশ্ব শান্তি অর্জনই হচ্ছে শান্তি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এটি হচ্ছে পুরোপুরিভাবে একটি যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন, এটিকে প্রাথমিকভাবে এমন একটি বিশ্বাস দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যে, মানুষের একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অথবা ভাষা, জাতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, ধর্ম অথবা ভাবাদর্শগত সহিংস সংঘাতে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। শান্তি আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্জনে শান্তিবাদের পক্ষপাতিত্ব, অহিংস প্রতিবন্ধকতা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, শান্তি শিবির, যুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক প্রার্থীদের সমর্থন, আগ্নেয়াস্ত্র নিষিদ্ধকরণ, শান্তি কার্যক্রমে সমর্থন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও শান্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত সংস্থাসমূহের বিভিন্ন লক্ষ্য থাকতে পারে তথাপি তাদের সবার একটি সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে শান্তির স্থায়িত্ব। শান্তি আন্দোলন বিপজ্জনক পৃথিবীসমূহের বর্ধন এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রেরও বিরোধিতা করে, বিশেষ করে পারমাণবিক অস্ত্রের। এভাবে হিংসা ও বিদ্বেষমুক্ত পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করাই এর উদ্দেশ্য। সর্বপ্রথম শান্তি আন্দোলন হয় ১৮১৫-১৮১৬ সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরকম প্রথম আন্দোলন ছিল ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্ক পীস সোসাইটি। বহু দেশে শান্তিকামী সংস্থা স্থাপিত হয়। শান্তিরক্ষা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন থেকে বহু জাতির মধ্যে বহু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যেমন- পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি। সকলেই শান্তি চায় এবং অহিংসার মতবাদ পছন্দ করে।

28

**বঙ্গানুবাদ :****বিশ্ব শান্তির গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা**

যুদ্ধ ও শান্তির বিষয় বিশ্বের ইতিহাসে সর্বকালের অগ্রগণ্য বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা বিশ্ব নেতাদের জন্য একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। যুদ্ধের সমাপ্তিকেই শান্তি বোঝায় না, এটি তার থেকেও অধিক। এটি, বরং একটি শর্ত যা বিশ্বের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের জাতিগুলোর শান্তিপূর্ণ, সহযোগিতাপূর্ণ এবং ঐক্যবদ্ধ আচরণের দ্বারা চিত্রায়িত। আমাদের সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সফল করতে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের কোনো বিকল্প নেই। সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার নিশ্চিত করতে শান্তি জরুরি। শান্তি ছাড়া আমরা একটি ভাল জীবন, ভাল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/যোগাযোগ এবং একটি ভাল পৃথিবী চিন্তা করতে পারি না। যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বের মধ্যে ভাল কিছু নাই। এগুলো শুধুমাত্র ধ্বংস ডেকে আনে। বিশ্বে বেঁচে থাকতে এটি এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। শান্তি প্রতিষ্ঠা বিশ্বের শক্তিশালী/উন্নত দেশগুলোর মধ্যে বৈরিতা দূর করবে। আধুনিক যুগে বিভিন্ন শান্তি আন্দোলন দেখেছে যেগুলোর মধ্যে আছে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ, অহিংস প্রতিরোধ, মিছিল, শান্তি ক্যাম্প, যুদ্ধ-বিরোধী রাজনীতিবিদ ও শান্তি কর্মীদের সমর্থন ইত্যাদি লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন। আমাদের মনে রাখা উচিত আমরা বিশ্বের জন্য নয়, কিন্তু বিশ্ব আমাদের জন্য। সুতরাং আমাদের অস্তিত্বের জন্য আমাদের চারপাশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

29

**বঙ্গানুবাদ :****সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক সাফল্য/অর্জন**

আধুনিক যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিগত দেড় শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। প্রথমে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ এর আবিষ্কার। ১৮৭০-এর দশকে প্রথম বাসাবাড়িতে বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করা হয়। এক শতক পূর্বে প্রথম গাড়ি পাওয়া যায়। আটলান্টিক-এর উপর দিয়ে প্রথম বিমান উড্ডয়ন করে ১৯২৭ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, টেলিভিশন জনগণের দৌড়গোড়ায় পৌঁছায়। বিজ্ঞানীরা এখন তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন মানবজাতির দীর্ঘজীবনের উপর। ১৯৮২ সালে ডা. বার্নি কস্টার জারভিক-৭ নামে প্রথম কৃত্রিম হৃদপিণ্ড তৈরি করেন। আশা করা হয়েছিল যে এটি সারা জীবন কাজ করবে এবং এটি ছিল বদরোগ প্রতিস্থাপনের সার্জারির উন্নয়নের দিকে একটি বিরাট পদক্ষেপ। ১৯৯০-এর দশকে মোবাইল ফোনের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানে, সারাপৃথিবী ব্যাপী ৪.৬ বিলিয়নেরও বেশি লোক সেলফোন ব্যবহার করে। ১৯৭৪ সালে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের প্রচলন শুরু হয়। এটি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে ইন্টারনেটে প্রবেশের ক্ষেত্রে, শব্দ প্রক্রিয়াকরণের কাজে, ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে, টেলিভিশন দেখতে, খেলাধুলা করতে এবং অন্যান্য জিনিস করতে। যোগাযোগের উপগ্রহ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগকে সহজ করেছে। মানুষ চাঁদেও পৌঁছেছে। ইন্টারনেট ও মাইক্রোচিপ তথ্য প্রযুক্তিতে বিপ্লব এনেছে। এভাবে মানব সভ্যতা বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মাধ্যমে একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

30

**বঙ্গানুবাদ :****বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সাফল্য/অর্জন**

বিজ্ঞানের সীমাহীন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। ব্যাপক সংখ্যক আবিষ্কারের মাধ্যমে এটা সভ্যতাকে খুব উচ্চতায় নিয়ে গেছে। এটা মোটরগাড়ি, বিদ্যুৎ, বেতার, টিভি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তি দ্বারা মানুষের জীবনকে সৌভাগ্যশালী করেছে। বিজ্ঞানীরা যেহেতু স্বপ্নদ্রষ্টা, তারা সর্বদা নতুন ও নতুনত্ব অর্জনের দিকে লক্ষ রাখে। DNA কম্পিউটার হচ্ছে একটি সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যার ব্যাপক স্মৃতিশক্তি থাকবে এবং যা বিশ্বের সমস্ত মুদ্রিত সামগ্রী ধারণ করবে। বিজ্ঞানীরা বিশেষত NASA, চাঁদে স্থায়ী ভিত্তি স্থাপনের চিন্তা করছেন। তারা পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদনের প্রযুক্তির কথাও চিন্তা করছেন যা বাতাস, সৌর, ভূ-তাপ ঘটিত, জোয়ারভাটা সঞ্চয়ী, পানিশক্তি, আণবিক এবং জৈবজ্বালানী শক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ডাক্তারগণ প্রাণঘাতী ক্যানসার এর প্রতিষেধক এবং উচ্চ প্রযুক্তির ন্যানো মেডিসিনের স্বপ্ন দেখছেন। জ্যোতিষপদার্থবিজ্ঞানীরা মজলগ্রহে ভ্রমণ করতে চান এবং আরও অনেক স্বপ্নবিলাসী আছেন যারা পৃথিবীর কেন্দ্রে ভ্রমণ করতে আগ্রহী। ১৯শ শতক থেকেই মানুষ পৃথিবীর কেন্দ্রে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে আসছে। এ থেকে বোঝা যায় প্রযুক্তি কতোটা অনিশ্চিত হতে পারে। বাস্তবে এটি যেমন মনে হয় তার চেয়ে অনেক কঠিন। বিশেষ করে সেখানকার চাপ প্রচুর। সেখানে এতোটা চাপ সামলানোর জন্য এমনকি কার্বন মনোঅক্সাইডও নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা স্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন। এভাবে বিজ্ঞান মানবজাতিকে একটি উজ্জ্বল এবং গৌরবময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে।

31

**বঙ্গানুবাদ :****লোকসঙ্গীত**

লোকসংগীত হচ্ছে সেই সব ধরনের প্রাচীন সংগীত যা একটি সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে উৎসারিত, অভিব্যক্তি প্রকাশে যা নিজস্ব ধরনের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধ্রুপদী সংগীত এবং আধুনিক জনপ্রিয় গানের রীতির প্রভাবমুক্ত। লোকগীতি, লোকনৃত্য এবং লোকসুর এর সমন্বয়ে লোকসংগীত বলা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ বাউল সংগীত। গ্রামীণ জনতা লোকসংগীত রচনা করে প্রাচীন রীতির উপর ভিত্তি করে যা মানুষের মুখে মুখে চলে এসেছে। লোকসংগীত অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত লোকজন কর্তৃক দলগতভাবে অথবা এককভাবে রচিত এবং গাওয়া হয়। এটি সহজ ভাষা, আঞ্চলিক শব্দ এবং সরল সুরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বাংলাদেশে লোকসংগীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। এই গানগুলো সামাজিক বৈষম্য এবং দারিদ্র্য, পার্থক্য জগৎ এবং অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়েও রচিত। আমাদের লোকসংগীত অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল, মুর্শিদী, মারফতি, কবিগান, লেটো, আলকাপ, গম্ভীরা ইত্যাদি ভাগ রয়েছে। সংস্কৃতি, উৎসব, জীবনদর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদ-নদী এবং গ্রাম্য জীবনের ওপর লোকসঙ্গীত রচিত হয়েছে। কিছু গীতিকার নদ-নদী ও নৌকার উপমা ব্যবহার করে মরমী সঙ্গীত লিখেছেন। এ নদীমাতৃক দেশে ভাটিয়ালি লোকসঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সাঁওতাল, গারো, হাজং, চাকমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা, মারমা প্রভৃতি আদিবাসীগুলোর নিজস্ব লোকসংগীত রয়েছে। সংগীতের এসব রূপ আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

32

**বঙ্গানুবাদ :****বাংলাদেশের শিল্পকর্ম**

একটি শিল্পকর্ম হল শিল্পকলার প্রায়োগিক রূপ। এটি একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পণ্য যাতে লোক কল্পনার সামুদয়িক আচরণের প্রকাশ ঘটে। একটি শিল্পকর্ম যদিও সচরাচর এর প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষর বহন করে না কিন্তু ব্যক্তিগত স্পর্শ বজায় থাকে। ‘নকশিকাঁথা’ বাংলাদেশি শিল্পকর্মের এক চমৎকার উদাহরণ। আমরা ‘নকশিকাঁথার’ শৈল্পিক উদ্ভাবনপটুতা দেখে অবাক হই। একজন শিল্পকর্মের শিল্পীর সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত অজ্ঞতা তার যোগ্যতাকে ধ্বংস করে না। একটি শিল্পকর্মকে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা, সাম্প্রদায়িক নান্দনিকতা, ব্যবহারিক উপযোগিতা ও মানবিক মূল্যবোধের মিথস্ক্রিয়া দ্বারা রূপদান করা হয়ে থাকে। একটি শিল্পকর্ম আরও প্রতিনিধিত্ব করে একটি জীবনধারার এবং একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের। একারণে জীবনযাপনপদ্ধতি ও বাস্তব ক্ষেত্রে পরিবর্তনের প্রভাব শিল্পকর্মের ওপর পড়বে বলে প্রত্যাশা করা হয়। কিন্তু এ যুগে শিল্পকর্ম কিছু সমস্যার মুখে পড়েছে। শিল্পায়ন ও যান্ত্রিকতার কারণে এর ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে। এখন বিলীয়মান শিল্পকর্মগুলো পুনরুদ্ধার করা দরকার। আজকাল যখন বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, সামাজিক নন্দনবোধ শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। পুতুলের মতো শিল্পকর্মগুলো সাম্প্রদায়িক নান্দনিকতাকে এতো বেশি প্রতিফলিত করে যে বাজার এদের প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাত আরোপ করতে পারে না। একটি শিল্পকর্ম এভাবেই একটি প্রাণবন্ত কর্ম যা সর্বদা বিকাশমান এবং পরিবর্তিত স্বাদ ও রুচির সাথে সর্বদা তাল মিলিয়ে চলে। এর ফলে, সারা দেশে এবং দেশের বাইরে তাদের চাহিদা এখনো রয়েছে।

33

**বঙ্গানুবাদ :****শিক্ষা**

শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানার্জনের একটি পদ্ধতি যা বিশেষ করে স্কুল বা কলেজে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষা মনকে আলোকিত করে এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার করে। দুই ধরনের শিক্ষা আছে— অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে মৌলিক শিক্ষা বোঝায়। এটা হচ্ছে অর্জন যা জনগণকে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিকশিত করে। এটা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের সহজাত ও অবচেতন পদ্ধতি। এটা সচরাচর পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে শিখা হয়। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অন্তর্নিহিত শিক্ষা বলা যেতে পারে। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ ও পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তা আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে পুঁথিগত/কেতাবী, বৃত্তিমূলক এবং পেশামূলক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। পুঁথিগত/কেতাবী শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে কলা, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, আইন, ডাক্তারী এবং



প্রকৌশল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদির সাথে জড়িত যা একজনকে নির্দিষ্ট কাজ করতে সাহায্য করে। পেশাগত শিক্ষা এক ধরনের শিক্ষা যা কোনো নির্দিষ্ট কাজে বিশেষ প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। তার ওপর, বর্তমান যুগে শিক্ষার অন্যতম ভূমিকা হওয়া উচিত ২১শ শতাব্দীর কৌশলজ্ঞান প্রদান। গণিত ও বিজ্ঞান শেখানোর পাশাপাশি যুগের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য দক্ষতা শেখানোও প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি যা আমাদের জ্ঞানের ভাডারকে সমৃদ্ধশালী করে।

34

বঙ্গানুবাদ :

বাংলাদেশের পর্যটন স্থানসমূহ

বাংলাদেশ প্রকৃতির অতি আদরের সন্তান। তাই সারাদেশে অসংখ্য সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বারা সে আশীর্বাদপুষ্ট। এসব সুন্দর স্থানগুলো দেশ বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ। গাজীপুরের জাতীয় উদ্যান, কুমিল্লার BARI, রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট, বাগেরহাটের ঘাট গম্বুজ মসজিদ, শ্রীমঙ্গলের চা বাগান বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানসমূহের অন্যতম। তাদের দর্শনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে তারা আকর্ষণীয়। দেশ বিদেশের দর্শনার্থীগণ এ সমস্ত স্থান দর্শন করে এবং মন ভরে তাদের অসাধারণ সৌন্দর্য উপভোগ করে। দর্শনার্থীরা/পর্যটকরা এ সমস্ত স্থানের অসীম সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হয়। বর্তমানে কোনো কোনো পর্যটন স্থান পর্যটকদের জন্য আবাসন স্থানের অভাবে পর্যটক আকর্ষণে পিছিয়ে আছে। কুয়াকাটা প্রকৃতপক্ষে একটি অব্যবহৃত সমুদ্র সৈকত। হিরণ পয়েন্টও এমনি একটি পর্যটন স্থান। পর্যটকদের জন্য আবাসনের বন্দোবস্ত, পর্যটকদের নিরাপত্তা ও স্থানগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এদের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যখন দেশ বিদেশের বহু সংখ্যক পর্যটক এ সকল স্থান দর্শন করবে তখন পর্যটন কর্পোরেশনের অর্থনীতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

35

বঙ্গানুবাদ :

ভ্রমণ

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে একস্থান হতে অন্যস্থানে যাওয়াকে ভ্রমণ বলে। তারা অদেখাকে দেখা ও অজানাকে জানার সম্ভাব্যতাও পরীক্ষা করে। ভ্রমণকারীরা সব সময়ই বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর স্থানগুলো ঘুরে বেড়ান যা প্রকৃতির অস্তিত্বকে সমর্থন করে। অদেখাকে দেখা ও অজানাকে জানার অনেক উপায় আছে কিন্তু ভ্রমণ সবচেয়ে ভালো পন্থা/উপায়। উদাহরণস্বরূপ : বইপড়া আমাদেরকে আক্ষরিক জ্ঞান দেয়, গল্পশোনা আমাদেরকে অনির্দিষ্ট ধারণা দেয় কিন্তু ভ্রমণ আমাদেরকে দৃষ্টিনির্ভর এবং বাস্তব জ্ঞান দেয়। কেউ কেউ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভ্রমণ করে, কেউ কেউ আনন্দের জন্য ভ্রমণ করে, কেউ কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে। ভ্রমণের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে যেমন বিমান, বাস, নৌকা, ট্রেন ভ্রমণ ইত্যাদি। প্রত্যেক ভ্রমণেরই অনেক শিখি গত মূল্য আছে। এটা শিক্ষার একটা অংশ। ভ্রমণ ব্যতীত আমাদের শিক্ষা ও পুথিগত জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে। এ কারণে ভ্রমণ দ্বারা আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। এটা আমাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, রীতিনীতি, কৃষি, ইতিহাস, ভূগোল এবং আরো কত কী শিক্ষা দেয়। সুতরাং ভ্রমণের শিক্ষাগত মূল্য বর্ণনাতীত। তাছাড়া ভ্রমণের কিছু বিশেষ উপকারিতা আছে। ভ্রমণ আমাদের একঘেয়েমি দূর করে এবং আনন্দ দেয়। তদ্রূপ, এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত করে এবং আমাদের মনকে সতেজ করে। একজন ভালো ভ্রমণকারী অন্যদেরকে শিক্ষাদান করতে পারে।

## Non-Textual Paragraph

36

বঙ্গানুবাদ :

পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণ বলতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থা, ভূমি, বায়ু এবং পানি যেখানে মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালা বসবাস করে এগুলোর দূষণকে বোঝায়। পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের দূষণ আছে। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, আর্সেনিক দূষণ এর মধ্যে কিছু দূষণ। ক্ষতিকর ধোয়া নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু দূষিত হয়। কলকারখানা, যানবাহন, কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদন করে। এসব দূষিত বায়ু গ্রহণ করে লোকজন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পানি খুব সহজেই দূষিত হচ্ছে। মনুষ্যবর্জ্য ও শিল্পবর্জ্য পানি দূষণের জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী। কৃষকেরা ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। বন্যা ও বৃষ্টির মাধ্যমে এ সকল পদার্থ পুকুর, নদী ও পানির অন্যান্য উৎসের সাথে মিশে যাচ্ছে এবং এই দূষিত পানি পান করে লোকজন অসুস্থ হচ্ছে। আবার ৭০ ডেসিবলের উপরে শব্দ দূষিত হয়। অধিকাংশ যানবাহনে হাইড্রোলিক বাঁশি থাকে যা অসহনীয় শব্দ সৃষ্টি করে। বর্তমানে আর্সেনিক দূষণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি আমরা এসব দূষণ রোধে পদক্ষেপ না নেই তাহলে পৃথিবীতে আমাদের জীবন নারকীয় হয়ে উঠবে। আমাদের উচিত সকলকে এসব দূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা। শুধু তাই নয়। যেসব মন্দ লোকেরা পরিবেশ দূষণের সাথে সরাসরি জড়িত তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত।

37

বঙ্গানুবাদ :

মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি, আধুনিক জগতের একটা অভিশাপ যা আসক্তদেরকে অসময়ে দুঃখজনক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মাদকাসক্তি হচ্ছে উত্তেজনাময় অনুভূতির জন্য ব্যবস্থাপত্র বহির্ভূত ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস। আফিম, ভাং, হেরোইন, মরফিন, ইয়াবা, ফেনসিডিল ইত্যাদি বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান মাদকদ্রব্য। মাদকাসক্তি হচ্ছে কোনো ব্যাধি ছাড়াই হতাশা এড়াবার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস। মাদকাসক্তির পেছনে বিভিন্ন কারণ আছে। বেকারত্ব, রাজনৈতিক নৈরাজ্য, পারিবারিক বন্ধনের অভাব এবং ভালোবাসা ও স্নেহের অভাব জনিত হতাশা মাদকাসক্তির প্রধান কারণ। মাদক একপ্রকার স্বপ্নালু অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং মাদকাসক্তরা কয়েক মুহূর্তের জন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে এক কাল্পনিক জগতে বাস করে। মাদকাসক্তি কেবলমাত্র আসক্তদের নয়, সমাজ ও সামগ্রিকভাবে জাতিরও প্রভূত ক্ষতি করে। মাদক মানুষের জীবনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আসক্তরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের স্নায়ুতন্ত্র আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে মস্তিষ্কের ক্ষতির কারণে মৃত্যু ঘটায়। মাদক কেনার অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে আসক্তরা বিভিন্নপ্রকার সামাজিক অপরাধ করে এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সরকার এবং মাতাপিতা সহ বেসরকারি সংস্থা সমূহ আসক্তদেরকে সারাতে এবং সমাজে সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে।



38

বঙ্গানুবাদ :

আমার সেরা বন্ধু

দ্রুত পরিবর্তনশীল বর্তমান দিনগুলোতে ভালো বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া খুবই দুর্লভ ব্যাপার। পুরাতন মূল্যবোধ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত নতুনটির আগমন ঘটেনি। অসংখ্য বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য। তাদের মধ্যে আমার বিশেষ একজন আছে এবং আমরা পরস্পরকে খুবই ভালোবাসি। আমার সেরা বন্ধুর নাম শায়ান শারজিল। সে একটা সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছে। আমরা ক্লাস-বন্ধু। সে আমাদের শ্রেণির সেরা ছাত্রদের অন্যতম একজন। সে বিষয়গুলো তাড়াতাড়ি বোঝে। সে একজন মেধাবী ও সক্রিয় ছাত্র। সে খুবই সময়নিষ্ঠ। সে কর্তব্যপরায়ণ ও শ্রদ্ধাশীল। সে মৃদুভাসী। সে অধ্যয়নে ভালো। সে কিছু অতিরিক্ত বই পড়ে এবং সে পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সাম্প্রতিক বিষয়গুলোতে সে আগ্রহ দেখায় এবং দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে সে প্রায়ই আমার সাথে আলোচনা করে। সে সহিষ্ণু, উদারমনা এবং সহযোগী। সে নাট্যশালা/থিয়েটারে সিনেমা দেখতেও ভালোবাসে। নির্দিষ্ট কোনো সিনেমা, যা আমি দেখেছি তা সত্ত্বেও সে মাঝে মাঝে ওটা দেখতে আমাকে সঙ্গী হতে বাধ্য করে অধিকন্তু, কেউই পুরোপুরি ট্রুটিমুক্ত নয়। আমি এক্ষেত্রে তাকে স্বাধীনতা উপভোগে সম্মতি জানাই এবং সে সীমা অতিক্রম করে না। সে একজন ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়। সে একজন আচারনিষ্ঠ ছেলে। আমি সত্যিই তার জন্ম গর্বিত।

39

বঙ্গানুবাদ :

একজন আদর্শ ছাত্র

একজন আদর্শ ছাত্রের অনেক গুণ, যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকে। সে বিদ্যালয় এবং দেশের জন্য সম্পদ। নিয়মানুবর্তিতা সকলের জন্য একটি ভালো গুণ। একজন আদর্শ ছাত্র শ্রেণীতে উপস্থিত ও শ্রেণীর কাজ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা নিয়মিত থাকে। একজন ভালো ছাত্র খুব পড়াশোনা করে। সে পড়াশোনা করে এবং উপার্জন করে এবং তার বিদ্যার্জন সম্পদের মত মূল্যবান। সে আজ যা করতে পারে তা আগামীকালের জন্য ফেলে রাখে না। একজন আদর্শ ছাত্র সর্বদা সত্য কথা বলে। তাই দেখা যায়, একজন আদর্শ ছাত্র সব সময় এগিয়ে থাকে এবং সফলতা সব সময় তাকে আলিঙ্গন করে। এসব গুণাবলী তাকে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের থেকে পৃথক করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের সরলতা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন। একজন আদর্শ ছাত্র আচরণে সরল প্রকৃতির, কাজের প্রতি আন্তরিক এবং দেশের প্রতি নিবেদিত। তাকে আচরণে নম্র হতে হবে যাতে সবাই তাকে ভালোবাসে এবং তার যত্ন নেয়। সে একটি নমুনা প্রদান করে যা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা অনুসরণ করে। সে সর্বদা তার পিতামাতা ও শিক্ষকদের প্রতি অনুগত। বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র জাতি মেধাবী ছাত্র চায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একজন আদর্শ ছাত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সবাই একজন আদর্শ ছাত্রকে ভালবাসে।

40

বঙ্গানুবাদ :

আধুনিক প্রযুক্তি

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান সম্র তার জন্ম আধুনিক প্রযুক্তি এক বিরাট আশীর্বাদ। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা আধুনিক প্রযুক্তির বহর লব্ধ করি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া আমরা আমাদের আধুনিক জীবন কল্পনা করতে পারিনা। শিল্প কারখানা, যোগাযোগ, চিকিৎসা সেবা, গৃহস্থালির কাজকর্ম ইত্যাদিতে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জীবনকে সহজ এবং আরো আরামদায়ক করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি বিশ্বকে একটি বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করেছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, টেলিভিশন, কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্বের অধিকতর দূরবর্তী স্থানে সংঘটিত ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে আমরা জানতে পারি। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে বসবাসরত কারো সাথে আমরা সেকেন্ডের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারি। আধুনিক প্রযুক্তির বিশাল অগ্রগতি হয়েছে। এটি খুবই জটিল রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। উচ্চ প্রযুক্তির বিমান, রকেট, জাহাজ ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তির উপহার। কল-কারখানা বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র অতি দ্রুত উৎপাদন করছে। মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার অবশ্যই বিজ্ঞানের অতি আশ্চর্যজনক আবিষ্কার। এছাড়া ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক এই দুটি চমৎকার ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জিনিস উপভোগ করতে পারি। প্রযুক্তি অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করেছে। এক কথায় এটি আধুনিক সম্র তার পূর্ণ।

41

বঙ্গানুবাদ :

মুঠোফোনের ব্যবহার এবং অপব্যবহার

মুঠোফোন আধুনিক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এটিকে এই নামে ডাকা হয়, কারণ এর ব্যবহারকারী একে যেখানে খুশি সেখানে বহন করতে পারে। এটি পারস্পরিক যোগাযোগকে করেছে অনেক সহজ এবং দ্রুত। মুঠোফোনের মাধ্যমে একজন তার কাজকর্ম ব্যক্তির সাথে অল্প সেকেন্ডের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে। এই যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক যোগাযোগ অনেক সহজতর হয়ে গেছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। এটি শিক্ষার্থীদের জন্যও সহায়ক। তারা পড়াশুনার ব্যাপারে তাদের বন্ধু এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে থাকে। তাই দিনে দিনে মুঠোফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ এবং বিশ্বজুড়ে ৪.৬ বিলিয়নের অধিক লোক মুঠোফোন ব্যবহার করে। এটি এতো দ্রুত ছড়াচ্ছে যে এটিকে বর্তমানে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে গণ্য করা হয়। এটি পৃথিবীকে ক্ষুদ্রতর করে এবং সবাইকে কাছে আনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এর কিছু খারাপ দিকও আছে। সন্দ্রাসীরাও তাদের কাজের জন্য এটি ব্যবহার করে। এর কারণে কিছু স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দেয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এর অদৃশ্য এবং অনিয়ন্ত্রিত তেজস্ক্রিয়তার কারণে মস্তিষ্কে টিউমার হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা এবং ছোট শিশুদের এটি একদম ব্যবহার করা উচিত নয়। তবুও মুঠোফোন আমাদের জন্য আশীর্বাদ।

42

বঙ্গানুবাদ :

ইন্টারনেট

যোগাযোগের সর্বশেষ ও বিচিত্রতম মাধ্যম ইন্টারনেট হচ্ছে একটি কম্পিউটার ভিত্তিক বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যা বিশ্বজুড়ে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এটি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগের সবচেয়ে সস্তা ও দ্রুততম মাধ্যম। ইন্টারনেটের জাদুকরী স্পর্শে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা ডিজিটাল হয়ে উঠেছে। মাকড়সার জালের মত দশ, শত শত কিংবা এমন কি হাজার হাজার কম্পিউটারে ইন্টারনেটের বিস্তৃতি ঘটেছে। ইন্টারনেট সরকারি কাজ কর্ম, শি ্র ও বস-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষকরা প্রতিটি শিক্ষা উপকরণ ও কোর্স প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছবি, উপাত্ত ও অন্য অনেক কিছুও পাঠানো যায়। যদি কেউ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চায়, তাকে জানতে হবে কীভাবে তা চালনা করতে হয়। প্রথমে, কম্পিউটারে ইনস্টল করার জন্য ব্যবহারকারীর একটি বিশেষ সফটওয়্যার দরকার। তারপর, তাকে ব্রাউজিং আইকন বা প্রতীকে ক্লিক করতে হবে যেখানে একটি ওয়েব পেইজ আসবে এবং যাতে ঠিকানা লেখার জন্য একটা জায়গা থাকবে। কোনো বিশেষ ওয়েব পেজ কিংবা তথ্য খুঁজতে চাইলে কেউ সার্চিং ইঞ্জিনে যেতে পারে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ব্যাংকিং পদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার নেই।

43

**বঙ্গানুবাদ :****ইংরেজি শেখার প্রয়োজনীয়তা**

ইংরেজি শেখার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাতীত। ইংরেজি এমন একটি পরিচিত ভাষা যা সারা পৃথিবীব্যাপী ব্যবহৃত হয়। এটা আমাদের দেশের দ্বিতীয় ভাষা। বিভিন্ন কারণে আমাদের এই ভাষা জানা প্রয়োজন। আমরা ভিন্ন দেশের লোকদের সাথে আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি না। আমাদের একটি ভাষা প্রয়োজন যা সকল দেশের লোকদের কাছে পরিচিত। যখন আমরা বাইরে যাই, আমরা প্রবাসীদের সাথে যোগাযোগ করতে ইংরেজি ব্যবহার করি। বিদেশীদের সাথে ব্যবসায়িক আলাপ করার জন্য আমাদের ইংরেজি ব্যবহার করতে হয়। আজকাল ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। তাই তারা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে। পরবর্তীতে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য আমাদের ইংরেজি ভাষা প্রয়োজন কারণ উচ্চতর শ্রেণির বই ইংরেজিতে লেখা হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের বিস্ময় কম্পিউটার এর ভাষা ইংরেজি। ইংরেজি জানা না থাকলে কম্পিউটার চালনা সম্ভব নয়। অধিকন্তু, বৈদেশিক চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রয়োজন। যেসব লোকজন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় কাজ করছে, তাদের অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। ডাকপিয়ন, বিমানবালা, হোটেল অভ্যর্থনাকারী ইত্যাদি পেশার মত আরও অনেক পেশা রয়েছে যেসব ক্ষেত্রে ইংরেজি অবশ্যই প্রয়োজন। সর্বোপরি, ইংরেজি আমাদের জন্য একটি অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য ভাষা। এটির উন্নয়নের সাধারণ উপায় হল প্রতিটি স্কুল ও কলেজে প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত ইংরেজি পাঠ দান।

44

**বঙ্গানুবাদ :****লিঙ্গ বৈষম্য**

সমাজে যেকোনো লিঙ্গের প্রতি অশোভন ব্যবহারের চর্চাই হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য। যখন কোন নির্দিষ্ট লিঙ্গের লোককে তার অধিকার দেওয়া হয় না, তখনই লিঙ্গ বৈষম্য শুরু হয়। আমাদের সমাজের নারীরা সবচেয়ে বেশি লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়। একজন মেয়ে শিশুর জন্ম থেকেই এটা শুরু হয় এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলে। আমাদের সমাজ হচ্ছে পুরুষ শাসিত সমাজ। তারা ভাবে যে ছেলে শিশুরা পরিবারের জন্য টাকা আয় করবে এবং মেয়ে শিশুরা গৃহস্থালির কাজ করবে। তাই ছেলে শিশুকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারা পরিবারের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা পায়। কিন্তু মেয়ে শিশুকে গৃহস্থালির কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহ দেওয়া হয়। তাই তারা তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য সুযোগ পায় না। কিছু মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানো হয়, কিন্তু বিবাহের পরে তারা শুধু সন্তান জন্ম দেয় এবং তাদেরকে লালন-পালন করে। এই অসমতা তাদের মানসিক অবস্থার ব্যাপক ক্ষতি করে। তারা পুরুষদের তুলনায়, নিজেদেরকে হীনতর মনে করে। কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়কে সমানভাবে অবদান রাখা উচিত কারণ নারীরা আমাদের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। নারীদের সাহায্য ছাড়া আর্থ সামাজিক পরিবর্তন করা পুরুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

45

**বঙ্গানুবাদ :****নারী শিক্ষা**

একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। কিছু কম বা বেশি দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই হচ্ছে নারী। নারীদেরকে অশিক্ষিত ও বেকার রেখে কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। আমাদের দেশের ১৪ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ৭ কোটি লোক হচ্ছে নারী। কিন্তু অধিকাংশ নারী শিক্ষা থেকে অনেক দূরে রয়েছে। নারী সাক্ষরতার হার প্রায় শতকরা বিশভাগ। নারীদের এই সাক্ষরতার হার ভীতিকর কারণ তাদের শিক্ষা ছাড়া আমাদের সন্তোষজনক উন্নয়ন অসম্ভব। বিভিন্ন কারণে নারীদের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। দেশের একজন সচেতন নাগরিক হতে হলে, পরিবার এবং সমাজের একজন সক্রিয় কর্মী হতে হলে, একজন ভাল মা বা স্ত্রী হতে হলে এবং আত্মনির্ভরশীল ভাল জীবন যাপন করতে চাইলে একজন নারীকে সঠিকভাবে শিক্ষিত হতে হবে। তাছাড়া অশিক্ষিত নারীদের তুলনায় শিক্ষিত নারীদের উচ্চ আয়ের ক্ষমতা থাকে। একজন শিক্ষিত নারী তার কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে। তাই নারীদেরকে শিক্ষিত করার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পিতামাতাদেরকে তাদের কন্যা সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করতে হবে। নারীদের শিক্ষার জন্য সরকার ও এনজিও গুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত যাতে তারা শিক্ষিত হতে পারে এবং আমাদের দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

46

**বঙ্গানুবাদ :****ভূমিকম্প**

ভূমিকম্প হচ্ছে পৃথিবীতে একটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পৃথিবীর গভীরে শিলা বা আগ্নেয়গিরির অগ্নুপাতের মাধ্যমে পৃথিবী পৃষ্ঠের কোনো অংশের আকস্মিক নড়াচড়াকে ভূমিকম্প বলে। এটা ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় অবস্থিত। বর্তমানে বাংলাদেশে এটা প্রায়ই অনুভূত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের লোকেরা এই ক্ষতিকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিকর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নয়। বাংলাদেশের দালানগুলো যদি ভূমিকম্প প্রতিরোধক নীতিমালা না মেনে তৈরি করা হয় তাহলে দেশের অধিকাংশ দালান ধ্বংস হয়ে যাবে। একদল বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোর ঘন ঘন ভূমিকম্প বড় ধরনের ভূমিকম্পের জন্য সতর্ক বার্তা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। অন্য একদল বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করা উচিত নয়, কারণ বাংলাদেশের কিছু ভৌগোলিক ত্রুটিপূর্ণ স্থান থাকলেও কোনটিই বড় ধরনের ভূমিকম্প সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এই আসন্ন বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য ভূমিকম্পের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ছাড়া আমাদের কোনো দালান তৈরি করা উচিত নয়। এই দুর্যোগের জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারকে ভূমিকম্প প্রতিরোধ নীতিমালার উন্নয়ন করা উচিত যা সকল দালানের মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে।

47

**বঙ্গানুবাদ :****কম্পিউটার**

কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এটি একটি জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা অসংখ্য উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমানে সাধারণভাবে দুই ধরনের কম্পিউটার রয়েছে। সেগুলো হলো ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ। ডেস্কটপ ল্যাপটপের চেয়ে বেশি পরিচিত ও জনপ্রিয় বরং ল্যাপটপই ব্যয়বহুল। যেকোনো কম্পিউটারের দুটি অংশ রয়েছে। সেগুলো হলো হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার। যান্ত্রিক এবং ইলেকট্রনিক অংশগুলোকে হার্ডওয়্যার

বলে। সফটওয়্যার বলতে বোঝায় সে সকল তথ্য ও উপাত্তকে যা আমাদের কাজ করতে আমরা ব্যবহার করি। একটি কম্পিউটার পাঁচটি প্রধান উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত— ইনপুট ইউনিট, মেমোরি ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট, বীজগাণিতিক ইউনিট এবং আউটপুট ইউনিট। মেমোরি ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট এবং বীজগাণিতিক ইউনিট নিয়ে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট গঠিত। যা হোক সকল কম্পিউটারের ক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা দেওয়ার নিজস্ব মেশিনের ভাষা রয়েছে। মেশিন থেকে মেশিনে এই ভাষার ভিন্নতা রয়েছে। যা হোক, কম্পিউটার, বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আধুনিক যন্ত্রটি মানব কার্যাবলির প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবনী কাজে এটি ব্যবহার করছে। ডাক্তাররা রোগ সনাক্তকরণ কাজে এটি ব্যবহার করছে। কম্পিউটার ব্যবহার সমগ্র ব্যর্থকিং পদ্ধতিকে পরিবর্তন করেছে। এমনকি এই যন্ত্র শিক্ষা এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে বর্তমানে কম্পিউটার জীবনের অগ্রগতিতে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নতুন সম্ভাবনা তৈরিতে অবদান রাখছে।

48

বঙ্গানুবাদ :

পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন

আমরা যেভাবে জীবন পরিচালনা করি তাই হচ্ছে সংস্কৃতি। প্রত্যেক জাতিরই তার নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ বাংলা সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যাপক উৎসব ও উদ্দীপনার মাধ্যমে এটা সারা দেশে পালিত হয়। দিনের প্রথম কর্মসূচী শুরু হয় রমনার বটমূলে। বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণীর মানুষ পাঞ্জাবি ও পাজামা পরিধান করে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট সেখানে দিনটি পালন করে। তারা বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে দলীয়ভাবে গান পরিবেশন করে। ফেস্টুন, পোস্টার, ব্যানার এবং প্লার্ড নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। অংশগ্রহণকারীরা মুখোশ পরে গান গায় ও নাচ পরিবেশন করে। শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় প্রেস ক্লাব এবং আরও অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার সরাসরি প্রোগ্রামগুলো সম্প্রচার করে। দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় দৈনিকগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করে। ব্যবসায়ীরা হালখাতা খুলে এবং তাদের ক্রেতাদেরকে মিষ্টি মুখ করায়। লোকজন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। তারা বিশেষ খাবার খায় আর মেলা উপভোগ করে। এদিনের উল্লেখযোগ্য আয়োজন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের বর্ণিল শোভাযাত্রা যা “মঞ্জল-শোভাযাত্রা” নামে পরিচিত। এভাবে সর্বত্রই আনন্দের মাধ্যমে দিনটি চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে, পহেলা বৈশাখের উদ্‌যাপন আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা আমরা হারাতে যাচ্ছি।

49

বঙ্গানুবাদ :

আমার দেশ/বাংলাদেশ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ভারত এই ছোট দেশটির অন্য তিনদিকে অবস্থিত। সে প্রথমবার ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে এবং পরে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন হয়। ঢাকা এদেশের রাজধানী। কর্কটক্রান্তি ও ৯০° দ্রাঘিমা রেখা এদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। এটি একটি নাতিশীতোষ্ণ দেশ। আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু রয়েছে যেমন গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। আমাদের দেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি. এবং এর ভূমি সমতল এবং উর্বর। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বাংলাদেশের প্রধান নদী। বাংলাদেশে লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি এবং অধিকাংশ লোক কৃষক। ধান, পাট, গম, চা, ইক্ষু ইত্যাদি আমাদের প্রধান শস্য। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন আম, কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, নারকেল, কমলা, তাল, পেয়ারা এখানে জন্মে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এদেশের প্রধান আকর্ষণ। কক্সবাজার পৃথিবীব্যাপী ইহার রূপালী বালুর সৈকতের জন্য এবং রাঙামাটি তার চির সবুজ পাহাড় ও হ্রদ এবং বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্য যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে তার জন্য বিখ্যাত।

50

বঙ্গানুবাদ :

মূল্য বৃদ্ধি

মূল্য বৃদ্ধি বা নিতপ্রয়োজনীয় পণ্যাদির মূল্য বৃদ্ধি আজকের দিনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। এখন আমাদের দেশে এটি একটি সচরাচর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নিতপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী হয়ে আমাদের দেশের দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ মূল্য বৃদ্ধির পশ্চাতে বহু কারণ রয়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রয়োজনীয় পণ্যের বিজ্ঞাপন দান মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোকদের দ্বারা পণ্য পাচার ও কালোবাজারিও মূল্য বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। অনেক অসৎ লোক কালোবাজারির মাধ্যমে বিপুল কালো টাকা উপার্জন করেছেন। এটা জনসাধারণের ব্যাপক ভোগান্তির কারণ হয়েছে। স্বল্প উৎপাদনের কারণে কম সরবরাহের কারণেও প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এ দুর্ভোগের সাথে যুক্ত হয়েছে সিডিকেট রু বসা। মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমাদের দেশে মূল্য বৃদ্ধি আরও তীব্র। মূল্য বৃদ্ধি সহনীয় মাত্রায় রাখতে সরকারের কৌশল ত্রুটিপূর্ণ। অনেক দরিদ্র গ্রামবাসী দু'বেলা খাবার যোগাতে পারে না। প্রায়ই তারা অপুষ্টি ও অন্যান্য রোগে ভোগে। পর্যাপ্ত চিকিৎসা না পেয়ে অনেকে মারাও যায়। নিতপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিজ্ঞাপনদাতা, পাচারকারী ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা দেশ থেকে এ অভিযান দূর করতে পারে।

51

বঙ্গানুবাদ :

সুস্বাস্থ্য

সুস্বাস্থ্য বলতে দেহ ও মন উভয়ের প্রশান্তিকে বোঝায়। সুস্বাস্থ্যবান লোকজন যোগ্য, সক্রিয় এবং রোগমুক্ত হয়। নিশ্চিতভাবে সুস্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। কিন্তু, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা সহজ কাজ নয়। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। এজন্য নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম, উপযুক্ত বিশ্রাম ও ঘুম হতে হবে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠা সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুখম খাদ্য এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুখম খাদ্য সেই খাদ্য যার মধ্যে সকল খাদ্য গুণ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকজন দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন তা তারা পায় না। এমনকি শিক্ষিত ও ধনীরাও সুস্বাস্থ্যের নিয়ম কানুন সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা বিভিন্ন রকমের অস্বাস্থ্যকর খাদ্য খায় যা শুধু তাদের ক্ষতিই করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জটিলতা আমাদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এগুলো হতাশা, আশাহীনতা ও আরও অনেক মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব কিছু মানসিক শান্তি ও সুস্বাস্থ্যের প্রতিবন্ধক। এসব জটিলতা এড়িয়ে চলতে হবে কারণ সহজ ও স্বাভাবিক জীবন সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

52

**বঙ্গানুবাদ :****বন উজাড়**

গাছপালা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে উত্তম বন্ধু। যখন নির্বিচারে গাছ কাটা হয় এবং ব্যাপকভাবে গাছ ধ্বংস করা হয় তখন বননিধন সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন কারণে মানুষ গাছপালা কাটে। তাদের ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য এবং আসবাবপত্র তৈরি করার জন্য কাঠ প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বসবাস ও চাষাবাদ করার জল্প বেশি জায়গার প্রয়োজন। তাই মানুষ বননিধন করছে। আবার কাঠের উচ্চমূল্য মানুষদেরকে গাছ কাটতে লোভী করে তোলে। কিন্তু আমরা অবশ্যই জানি যে গাছ ছাড়া পৃথিবীতে কোন জীবের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমরা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি। অপরপক্ষে, গাছ পালা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছ না থাকলে বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতি হবে। পর্যাপ্ত বৃষ্টি পেতে গাছ আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে। বৃষ্টিপাত চারাগাছকে বাড়তে সহায়তা করে। যদি কোথাও কোন গাছপালা না থাকে তাহলে ভূমিগুলো মরুভূমিতে পরিণত হবে। গাছপালা মাটি সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। যেখানে পর্যাপ্ত গাছপালা থাকে না, সেখানে বন্যার সময় মাটি পানিতে ধুয়ে যাবে। তাছাড়া গাছপালা থেকে আমরা কাঠ পাই। এই কাঠ দিয়ে আমরা আসবাবপত্র তৈরি করি। তাই আমাদেরকে গাছপালা কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর যদি আমরা আমাদের প্রয়োজনে একটি গাছ কাটি আমাদেরকে কমপক্ষে দুটি চারাগাছ রোপন করতে হবে। তাই আমাদের দেশ ও বিশ্বের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য অধিক গাছপালা জন্মানোর প্রতি সতর্ক হতে হবে।

53

**২১ শে ফেব্রুয়ারি****বঙ্গানুবাদ :****অথবা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস**

২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ দিবস। ১৯৫২ সালের এ দিনে বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর ও সালাম মাতৃভাষা বাংলার সম্মান রক্ষার্থে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ‘ইউনেস্কো’ এ দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। এখন একুশে ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়। তৎকালীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী জোরপূর্বক উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সরকারের এহেন অন্যায় এবং স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করেছিল এবং এক সময় তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। এভাবে দেশমাতৃকার বীর সন্তানেরা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার জোর দাবিতে জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। অবশেষে পাকিস্তান সরকার দাবি মেনে নিয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। পরিণতিতে এই মহান আত্মোৎসর্গের স্মরণে এবং দিনটিকে স্মরণীয় করতে শহীদ মিনার তৈরি হয়েছিল। তাই এ অবিস্মরণীয় দিনটি আমাদের জন্য জাতীয় অহংকার, সম্মান ও জাতীয় ঐক্য নিয়ে এসেছে। বস্তুতপক্ষে, একুশে ফেব্রুয়ারি পরিশেষে বাংলাদেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

54

**ভিক্ষুকের জীবন****বঙ্গানুবাদ :**

ভিক্ষুক এমন একজন ব্যক্তি যে জীবিকার জল্প অন্যের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। তিনি সাধারণত একজন বৃদ্ধ, অন্ধ, খোঁড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তাকে ছেঁড়া বা নোংরা পোশাকে দেখা যায়। ভিক্ষাবৃত্তি অনুৎপাদনশীল। এটি কিছুই উৎপাদন করে না। এজন্য এটিকে মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের অধিকাংশ লোকজনই ভিক্ষুককে অপছন্দ করে। সমাজে ভিক্ষুকদের কোনো সম্মান নেই। ভিক্ষাবৃত্তি ভিক্ষুকদের মনে এক ধরনের হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। অলসতা, বধিরতা, দেহের অন্যান্য অক্ষমতার মত অক্ষমতা এর কিছু কারণ। এছাড়া বেকারত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ, নীচ জীবন যাত্রা আরও কিছু কারণ। কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রও রয়েছে। মাঝে মাঝে আমরা এমন ভিক্ষুক দেখি যারা অলসও নয় বা অন্ধও নয়। টাকা পাওয়ার জন্য তারা কবুণ গল্প বলে সাধারণ মানুষদের প্রতারিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছু বৃদ্ধ এবং অক্ষম ভিক্ষুক রয়েছে যারা সত্যিই অসহায়। সত্যিকার অসহায় ভিক্ষুকদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির অনেক প্রভাব রয়েছে। আমার মনে হয় দারিদ্র্যবিমোচন, কর্মসংস্থান সুবিধা, শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা সমাজ থেকে এই সমস্যা দূরীভূত করতে পারে। সরকার এবং সমাজকর্মী উভয়ের উচিত সমাজ থেকে এ সমস্যা মুছে ফেলতে এগিয়ে আসা।

55

**লোড শেডিং****বঙ্গানুবাদ :**

লোড-শেডিং আমাদের দেশে একটি সুপরিচিত ধারণা। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকাকে বোঝায়। লোড-শেডিং এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। অপরিপূর্ণ বিদ্যুৎ উৎপাদন এগুলোর একটি। বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারছে না। বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে এটির অপব্যবহার করে এবং এভাবে এটির ঘাটতি সৃষ্টি করে। তাছাড়া অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ লোড-শেডিং ঘটায়। লোড-শেডিং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। বিদ্যুতের ঘাটতি কলকারখানার উৎপাদনের ঘাটতিকে বোঝায়। ফ্রিজে রাখা খাদ্য পঁচে যায়। গ্রামের সময় অবস্থা আরও খারাপ হয়। রাতে লোড-শেডিংয়ের কারণে আশপাশের এলাকা ভুতুড়ে এলাকায় পরিণত হয়। ছিনতাইকারীরা তৎপর হয় এবং মানুষের অর্থ ও মালামাল ছিনিয়ে নেয়। এটি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনারও ব্যাঘাত ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের অর্থনীতি বিদ্যুৎশক্তির উপর নির্ভর করে। বিদ্যুৎ ছাড়া শিখ-কারখানা চালানো কঠিন। লোড শেডিং কৃষিজ পণ্য উৎপাদনকেও বাধাগ্রস্ত করে কারণ পাওয়ার-পাম্প ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র এর মাধ্যমে চলে। তাই লোকজনকে এটির অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। অবৈধ সংযোগ ও যান্ত্রিক ক্ষতি এড়িয়ে চলা উচিত। সরকারের সঠিক পরিকল্পনা করা উচিত এবং এই সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

56

**জলবায়ু পরিবর্তন****বঙ্গানুবাদ :**

তাপমাত্রা, বায়ুর গতিপ্রকৃতি ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনসহ পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে আবহাওয়ার গতি প্রকৃতির দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন। এটি এখন বিশ্ব জুড়ে দুশ্চিন্তার এক প্রধান বিষয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও সিএফসি ধারণ করা গ্রিনহাউজ গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। একটি ওজোন স্তর দ্বারা প্রতিরক্ষা প্রাপ্ত আমাদের বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে আসা অতি বেগুনী রশ্মির প্রবেশকে প্রতিরোধ করে আর এটাই গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টি করে। এসব সমস্যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সবচেয়ে খারাপ কারণ তা পরিবেশের সকল গাছপালা ও পশুপাখির উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। নিম্নভূমি বাংলাদেশ এর কবুণতম শিকারে পরিণত হতে পারে। বহু গাছপালা ও প্রাণী আছে যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কাছে অসহায়। ইতোমধ্যেই গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল প্রলম্বিত হচ্ছে এবং শীতকাল সংকুচিত হচ্ছে। নদীতীর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং চাষের জমি কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি, নদীগুলোতে লোনা পানি মিশ্রিত হয়ে কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতির কারণ হচ্ছে। তার ওপর, দেশ এখন আরও ঘন ঘন বন্যা, খরা ও অন্যান্য দুর্যোগ দ্বারা পীড়িত হয়। গত শতাব্দীতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রসীমা ১০ থেকে ২০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ও ব্যাপক ঝুঁকিতে আছে। এসব দেশে আরও ভূমিহীন লোক ও জলবায়ুগত উসস্তুত সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে।

57

**বঙ্গানুবাদ :****বইমেলা**

বর্তমানে বইমেলা গ্রাম ও শহর উভয় এলাকার মানুষের কাছে সুপরিচিত। বইমেলা হল বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন কৌতূহলসম্পন্ন বইয়ের প্রদর্শনী। প্রতিবছর আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জাতীয় দিবসগুলোতে যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৬ ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ এবং নববর্ষের দিনে বইমেলায় আয়োজন করা হয়। আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত দুটি প্রধান বইমেলা হল একুশে বইমেলা ও ঢাকা বইমেলা। বইমেলা খুবই জনপ্রিয়। পাঠকরা তাদের পছন্দের বই কিনতে পারে। লেখকরাও তাদের প্রিয় পাঠকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। এ বছর বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত ২১ ফেব্রুয়ারি বইমেলা আমি ভ্রমণ করেছি। সেখানে সর্বত্র উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল। বিভিন্ন প্রকাশনী কোম্পানি দোকান ভাড়া করেছিল। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রচনা সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে সকল ধরনের বই যেমন নাটক, উপন্যাস, কবিতা, অভিযান, জীবনী, অনুবাদ ইত্যাদি বই পাওয়া যায়। নতুন লেখকরা তাদের বই সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করে। বইমেলায় সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং বই মেলা আমাদের বিভিন্ন ধরনের বই সংগ্রহের সুযোগ দান করে। যদি আমরা সুশৃঙ্খল বইমেলা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে বইমেলা সফল হবে।

58

**বঙ্গানুবাদ :****সংস্কৃতি**

সংস্কৃতি মানে হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সমাজ অথবা একটি দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রথা এবং বিশ্বাস, শিল্প, জীবন প্রণালী ইত্যাদি। একটি দেশের সংস্কৃতি তার ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। সংস্কৃতির উপাদানগুলো হচ্ছে তার নিজস্ব ভাষা, ভালো ও মন্দ সম্পর্কে ধারণা, কাজের পদ্ধতি। সাহিত্য, সঙ্গীত, খেলাধুলা, রীতিনীতি এবং বস্তুসমূহ যা সমাজের লোকেরা ব্যবহার করে এসবের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা একজন ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করি তার প্রায়শঃ কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে। একইভাবে আমরা একটি সমাজকে মূল্যায়ন করি তার জীবন প্রণালী এবং উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহ পর্যবেক্ষণ করে। পৃথিবীতে বিভিন্ন সমাজ যেমন রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন সংস্কৃতিও রয়েছে। একটি সংস্কৃতিতে প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস এবং আচরণবিধি অন্য সংস্কৃতিতে অনুপযোগী প্রমাণিত হতে পারে। এশিয়ার সামাজিক আচরণ রক্ষণশীল। কিন্তু পশ্চাত্যের দেশগুলোতে এগুলো অনেক অকপট ও সংস্কারমুক্ত। সমাজভেদে সংস্কৃতি ভিন্ন হয়। আমাদের সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেখানে পশ্চিমা সঙ্গীত মূলতঃ বাদ্যযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। যখন কোনো দেশের সংস্কৃতিতে অন্য দেশের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে, তখন তাকে সাংস্কৃতিক অগ্রাসন বলে। আমাদের সংস্কৃতি এখন বিভিন্নভাবে পশ্চাত্যকরণ হচ্ছে; আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকর্ম এমনকি আমাদের জীবনধারাও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে।

59

**বঙ্গানুবাদ :****বাংলা নববর্ষ**

বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন হচ্ছে পহেলা বৈশাখ। এটা বাংলাদেশিদের নিকট একটা জনপ্রিয় সরকারি উৎসবের দিন। আমাদের নিকট দিনটির গুরুত্ব অনেক। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত এই দিনটি প্রত্যেক বছর সারা দেশে উৎসাহ ও আনন্দের সাথে উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশের সকল শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের কাছে এটি একটি একক ও স্বতন্ত্র উৎসব। দিনটি হচ্ছে সরকারি ছুটির দিন। গ্রাম ও শহর উভয় এলাকার লোকদের কাছে এর সমান আবেদন রয়েছে। এই দিনে দোকানদারেরা নতুন হিসাব খুলে এবং হালখাতার মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে থাকে। তারা তাদের ক্রেতা ও খরিদ্দারদেরকে আমন্ত্রণ করে এবং মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার প্রদান করে থাকে। ক্রেতারা সারা বছরে রেখে যাওয়া সকল পাওনা পরিশোধ করে থাকে। গ্রাম্য লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় বৈশাখী মেলারও আয়োজন করে। গ্রামের সকল শ্রেণির লোক এটাকে খুব বেশি উপভোগ করে। রাজধানী শহরে একটি শীর্ষস্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের মাধ্যমে দিন শুরু হয়। তাছাড়া বাংলা একাডেমি, জাতীয় যাদুঘর, জাতীয় প্রেসক্লাব ইত্যাদিও বিভিন্ন সভা ও সমাবেশের আয়োজন করে। বিভিন্ন ধরনের মুখোশ পরিধান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা একটা শোভা যাত্রার আয়োজন করে। বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলো বিশেষভাবে দিনটি উদযাপন করে। এভাবে এ দিনটি হচ্ছে একটি জাতীয় দিন এবং সকল বাংলাদেশির নিকট দিনটি আনন্দ ও সুখের দিন হিসাবে আসে।

60

**বঙ্গানুবাদ :****প্রাকৃতিক দুর্যোগ**

প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি দেশের বাস্তববিদ্যাসংক্রান্ত ভারসাম্যের প্রতি বিরাট হুমকি স্বরূপ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প এবং ক্ষয়সাধনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতিগতভাবে খুব ভয়ংকর/বিপজ্জনক। বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বলা হয়। এটি বর্তমানে আরও ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এটি এক সেকেন্ডের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংসের শিকারে পরিণত করতে পারে। অগ্নিপাত, খরা, ভূমিকম্প, প্রচণ্ড ঝড়, বন্যা, নদী ভাঙন ইত্যাদি প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় আমাদের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করে দেয়, বন্যা সবকিছুকে নদী ও সাগরের গহ্বরে নিয়ে যায়, ভূমিকম্প আমাদের জীবন, বাড়িঘর ধ্বংস করে। শীতল শীত, আর্দ্র ঝড় আমাদের প্রতিদিনের স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত করে এবং মাঝে মাঝে মানুষকে ধ্বংস করে। এটিই শেষ নয়, কার্বন-ডাই অক্সাইড হতে উত্তাপ বৃদ্ধির কারণে প্রকৃতিও এর ভারসাম্য হারাচ্ছে। সুতরাং গ্রীনহাউজ প্রভাব সমুদ্রের স্বাভাবিক জলসীমা স্ফীত করে তুলছে। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর যেসব লোকজন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে তাদেরকে অন্যের ত্রান ও দানশীলতার উপর নির্ভর করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো দুর্যোগে আমরা শোচনীয় হয়ে পড়ি। আমরা এগুলো রোধ করতে পারি না। আমরা শুধুমাত্র অক্লান্ত মানুষের দুঃখ কমাতে পারি। আমরা লোকজনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি এবং কীভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা প্রশিক্ষণ দিতে পারি।

61

**বঙ্গানুবাদ :****স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল : সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি উৎস**

স্যাটেলাইট টিভি হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের এক বড় অর্জন। এখন এটাকে তথ্য, বিনোদন, সম্প্রচার, শিক্ষা এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়। এটা বিশ্বের যেকোনো দূরবর্তী অঞ্চল থেকে সরাসরি প্রোগ্রাম সম্প্রচার করতে পারে। স্যাটেলাইটের সাহায্যে পৃথিবীটা বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে। স্যাটেলাইট টিভি বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক প্রোগ্রাম প্রচার করে আমাদের প্রাচ্য জীবনের সাথে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটা শুধু বিনোদনেরই ভালো মাধ্যম নয়, শিক্ষাগত জ্ঞানের উৎসও বটে। বিভিন্ন ধরনের চ্যানেল বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক নাটক, ছায়াছবি, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক

অনুদান, সংবাদ ও তথ্য-উপাত্ত সম্প্রচার করে থাকে। এটা আমাদেরকে রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রত্নবিদ্যা এবং বিশ্বের প্রত্যেক দেশের শিল্পকর্ম ও সংস্কৃতির তথ্য প্রদান করে। কিন্তু অপরপক্ষে, অনেক লোক বিশেষ করে যুবক লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং আমরা সবাই আমাদের রীতি-নীতি, ঐতিহ্য, সংগীত এবং সংস্কৃতি ভুলে যাচ্ছি। প্রায়ই বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলে অশ্লীল ছবি এবং অমার্জিত ছায়াছবি ও কর্মসূচী দেখানো হয়। যুবক সম্প্রদায় তাদের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছে। অধিকন্তু, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তাদের পোশাকের ধরন, চুলের ধরন, আচার-আচরণ, সংগীত পাশ্চাত্যদের নগ্নতা অনুসরণ করতে চায়। এই মানসিকতা আমাদের যুবক সম্প্রদায়কে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ধাবিত করছে। তাই আমাদের সবাইকে এটা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

62

### পানি দূষণ

#### বঙ্গানুবাদ :

দূষণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা পরিবেশের উপাদানগুলোকে নোংরা করে দেয়। পরিবেশের উপাদান যেমন— পানি, বাতাস, মাটি ইত্যাদি প্রতিদিন দূষিত হচ্ছে। সকল দূষণের মধ্যে পানি দূষণ আমাদের জীবনে সবচেয়ে ভয়ংকর। পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানি বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। মানুষ পানিতে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করে এটাকে দূষিত করে। কৃষকেরা তাদের ফসলের মাঠে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে। যখন বৃষ্টির পানি বা বন্যা এদের কিছু উপাদানকে ধুয়ে নিয়ে যায়, সেগুলো নদী, খাল ও পুকুরের পানিতে গিয়ে মিশে। কলকারখানাগুলোও তাদের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ নদী ও খালের পানিতে ফেলে দিচ্ছে আর এভাবে পানি দূষিত হচ্ছে। জলযানগুলো তেল, খাবার বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য পানিতে ফেলে নদীর পানিকে দূষিত করে। অস্বাস্থ্যকর পায়খানা এবং অনিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন যা নদী এবং খালের তীরে অবস্থিত সেগুলোও দূষণের জন্ম দায়ী। অধিকন্তু, খাল ও নদীতে প্রবাহমান কাচা নালা/ড্রেন পানি দূষণ ঘটায়, পরিষ্কার পানি ব্যবহারের জন্য নিরাপদ কিন্তু দূষিত পানি মানুষের জন্ম দায়ী। পানি দূষণ নানাভাবে প্রতিরোধ করা যায়। দূষিত পানি পান করে আমরা কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয় এবং অন্যান্য অনেক পানিবাহিত রোগে ভুগে থাকি। পানি দূষণ কমানোর জন্য পানিতে বর্জ্য আবর্জনা ফেলা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। যাহোক, উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন যে, পানি হচ্ছে জীবন, কিন্তু দূষিত পানি মৃত্যু ঘটায়।

63

### বিশ্বায়ন

#### বঙ্গানুবাদ :

বর্তমানে বিশ্বায়ন হচ্ছে সারা বিশ্বে একটি পরিচিত শব্দ। বিশ্বায়ন প্রধানত ব্যবসা, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমাহীন বিশ্ব সৃষ্টি করার সাথে সম্পৃক্ত। পৃথিবীটা এখন বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে। উচ্চপৃথিবীর যোগাযোগব্যবস্থা, মিডিয়ার উন্নয়ন ও দ্রুত পরিবহণ সুবিধার সাথে বিশ্বের দেশগুলো বৈশ্বিক গ্রামের পরিবারে পরিণত হয়। কিন্তু সাহায্য ও সহযোগিতার নামে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলোকে শোষণ করছে। তারা উন্নয়নশীল দেশের নিম্নমানের ব্যবস্থাপনায় অল্প শিক্ষিত ও অল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের উপর বিশ্বায়ন চাপিয়ে দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশের শোষিত ও দরিদ্র শ্রমিকরা বিশ্বের শক্তিশালী পুঁজিবাদের সাথে তাল মিলাতে পারে না। ফলে, সম্পদ ও দরিদ্রতার মধ্যে ব্লকধানটা আরও বেশি হচ্ছে। তাছাড়া, বিশ্বায়নের প্রভাবে স্থানীয় সংস্কৃতি বিশ্ব সংস্কৃতির সাথে শক্তভাবে একীভূত হচ্ছে। ভয় হচ্ছে যে বিদেশি সংস্কৃতির সাথে মুখোমুখি হয়ে এবং অনেক বিদেশি রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বকে বসবাসের জন্য ভালো জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সারা বিশ্বে আমাদেরকে একাত্মতা, শান্তি ও ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা সাধন করতে হবে। বিশ্বায়ন হচ্ছে একটা ভালো ধারণা যা প্রত্যেক জাতির জন্য শান্তি নিয়ে আসতে পারে যখন সর্বত্রই সমতা নিশ্চিত করা হবে।

64

### যৌতুক প্রথা

#### বঙ্গানুবাদ :

যৌতুক আমাদের সমাজের একটি অপ্রত্যাশিত প্রথা। অল্প লম্বা সামাজিক পাপের মত, এটি একটি অভিশাপ। বর্তমান শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় পরিবারেই এই প্রথার চর্চা করা হয়। অভিভাবকরা টাকা, অলঙ্কার ও আসবাবপত্র ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে তাদের কন্যাদের জন্য বর বা পাত্র ক্রয় করে। অর্থ সম্পদের লোভ যৌতুকের প্রধান কারণ। অধিকাংশ পাত্র মনে করে যে বিয়ের সময় টাকা নেওয়া তাদের অধিকার কারণ মহিলাদের প্রতি তাদের ভাবনা নেতিবাচক। পাত্ররা মনে করে যে তারা যেমন মেয়েদের সবকিছুর ভরণপোষণ করছে তেমনি তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য টাকা দেওয়া উচিত। এই অপ্রত্যাশিত চর্চা সমাজের অনেক ক্ষতি করে। যেসব অভিভাবকের বিবাহযোগ্য কন্যা আছে এটি তাদের মনে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে। প্রায়ই আমরা সংবাদপত্রে পড়ি যে, যৌতুক না দিতে পারায় মেয়েদের উপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি এই প্রথার তীব্র বিরোধিতা করি। যতদূর সম্ভব এটি নির্মূল করা উচিত। আমাদেরকে এটির নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মেয়েদেরকে তাদের সম্মান ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তাদেরকে শিষ্ট হতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব পরিবারে অবদান রাখতে হবে। এটি করতে পারলে, এই সামাজিক অভিশাপ দূর করা যাবে।

65

### লিঙ্গ সমতা

#### বঙ্গানুবাদ :

লিঙ্গ সমতা বলতে যেকোনো লিঙ্গের সাথে ভালো ব্যবহারকে বুঝায়। এটি সারা বিশ্বে প্রতিটি সমাজেই গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ অনুসারে লিঙ্গ সমতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে লিঙ্গ সমতার অবস্থা ভিন্ন। আমাদের সমাজে আমরা দেখি যে, নারীরা চরমভাবে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়। আমাদের দেশে অনেক বাধা রয়েছে। একজন ছেলে সন্তান জন্ম থেকেই সমাজের অনেক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। অপরপক্ষে, একজন মেয়ে সন্তান জন্ম থেকেই লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয় যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলতে থাকে। আমাদের সমাজ হচ্ছে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। তারা চিন্তা করে যে ছেলে সন্তানরা পরিবারের জন্য টাকা আয় করবে আর মেয়ে সন্তানরা গৃহস্থালির কাজ করবে। তাই ছেলে সন্তানদের সব সময় স্বাগত জানানো হয়। এই বাধাগুলোর অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমত পুরুষ শাসিত সমাজ এর জন্য দায়ী। তারপর দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দৃষ্টিভঙ্গির অসমতাও লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য দায়ী। লিঙ্গ সমতা সামাজিক উন্নয়নের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। লিঙ্গ সমতা ছাড়া পুরুষ লোকদের পক্ষে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। পুরাতন রীতি-নীতি পরিবর্তন করা উচিত। সরকার ও সাধারণ লোকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত। আমাদের দেশকে উন্নত করার জন্য আমাদের সবাইকে এক সাথে কাজ করা উচিত।

66

বঙ্গানুবাদ :

## নারী উত্ত্যক্তকরণ

নারীদের উত্ত্যক্তকরণ যা “যৌন হয়রানি” নামে পরিচিত, যা বাংলাদেশের নারী ও মেয়েদের ক্ষেত্রে একটি সচরাচর ঘটনা। এটা হচ্ছে পুরুষদের একটা বদ অভ্যাস এবং এটা বিভিন্নভাবে খারাপ চিন্তা মাথায় নিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে মহিলাদের উপর প্রদান করা হয়। তাই যদি কোনো পুরুষ লোক কোনো নারীর শালীনতাকে অপমান করার চেষ্টা করে, কোনো নেতিবাচক শব্দ উচ্চারণ করে, কোনো শব্দ বা অজ্ঞাতজি সৃষ্টি করে অথবা শোনানোর উদ্দেশ্যে কোনো আপত্তি প্রদর্শন করে অথবা ঐ অজ্ঞাতজি বা আপত্তি ঐ নারীকে দেখানো যায়, তাকে নারী উত্ত্যক্তকরণ বলা হয়। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ মানসিকতা অথবা যৌনতার উপর মাল্টাতিরিক্ত রক্ষণশীলতা নারী উত্ত্যক্ততায় প্ররোচিত করে। শিক্ষার অভাব নারী উত্ত্যক্ততার একটি কারণ। নৈতিক মূল্যবোধের অভাব এবং অত্যাধুনিক ফ্যাশন জগতের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও নারী উত্ত্যক্তের কারণ। নারী উত্ত্যক্ততার কিছু প্রভাবও রয়েছে। এটি মেয়েদেরকে বিদ্যালয় থেকে ঝেড়ে পড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যে সকল মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা হয়, তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই বিবাহের জন্য চাপ দেওয়া হয়। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, গ্রাম সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা এই সামাজিক অভিযান দূর করার প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বিশেষ করে কিশোর বয়সে।

67

বঙ্গানুবাদ :

## আমি যে পরিবারে বাস করি

আমাদের সমাজে দুই ধরনের পরিবার দেখা যায়, একটি যৌথ পরিবার বা বড় পরিবার এবং অন্যটি হল একক বা ছোট পরিবার। যৌথ পরিবারে লোকজন তাদের পিতামাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, মামা-মামি, ফুফা-ফুফু এবং চাচাতো বা মামাতো ভাইবোনদের সাথে বসবাস করে। ছোট পরিবারে পধুমন্ট স্ত্রী-স্ত্রী তাদের সন্তানদের নিয়ে বসবাস করে। আমি আমার বাবা-মার সাথে একটি ছোট পরিবারে বাস করি। বর্তমানে বিভিন্ন কারণে আমাদের সমাজে ছোট পরিবার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এখন, লোকজন শহরে বাস করতে আগ্রহী কারণ শহর প্রচুর জীবিকার উৎসের সম্পদ দেয়। কিন্তু বর্তমানে শহরে জীবন যাপন সহজ নয়। যদি তারা প্রচুর উপার্জনও করে তথাপি তারা আট বা নয় সদস্যের পরিবারের ভরণ পোষণ করতে পারে না। তাই তারা ছোট পরিবার পছন্দ করে। ছোট পরিবারের সদস্যরা কিছু সুবিধা ভোগ করে। তারা শোরগোলমুক্ত ও ঝামেলামুক্ত জীবন যাপন করে। তারা তাদের কর্মে মনোযোগ দেওয়ার প্রচুর সময় পায়। বাচ্চারা ভাল পরিবেশে বেড়ে ওঠে। কিন্তু এর কিছু অসুবিধাও আছে। ছোট পরিবারের সদস্যরা একাকী বোধ করে যেহেতু তাদের সবাই কাজে ব্যস্ত থাকে। তারা তাদের অনুভূতি অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে পারে না। এটি মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। কিন্তু আধুনিক জীবনের জন্য একক পরিবার প্রয়োজন কারণ বর্তমানে জীবন যাপন খুবই প্রতিযোগিতামূলক ও ক্লান্ত।

68

বঙ্গানুবাদ :

## আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ

স্বাধীনতা মানে হচ্ছে মুক্তি। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধ মানে এমন এক যুদ্ধ যা দেশকে বিদেশি আধিপত্য থেকে মুক্ত করার যুদ্ধ বোঝায়। বাংলাদেশের আবির্ভাব হচ্ছে শোক ও অহংকারের এক ইতিহাস। এটি ১৯৭১ সালের পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক যুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম লাভ করে। বিপ্লবীরা আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সর্বোপরি সামরিকভাবে শোষণ করেছিল। কিন্তু দেশের বীরেরা তাদের শোষণকে সহ্য করতে পারেনি। তারা তাদের অস্ত্র তুলে ধরেছে এবং দখলদার বাহিনীকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সেই যুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে হাজার হাজার লোক মারা যায়। মুক্তি বাহিনীরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে ভূমি, জল এবং এমনকি আকাশ পথে বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রতিহত করেছিল। তারা পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি স্বাধীন দেশ গঠন করে। এটি হচ্ছে বিশ্ব ইতিহাসে একটি দখলদারী শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে দ্রুততম স্বাধীনতা। আমরা প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আমাদের স্বাধীনতাকে উদযাপন করি। আমরা সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের মাথাকে নত করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমরা বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করি।

69

বঙ্গানুবাদ :

## আমার শৈশব স্মৃতি

আমি প্রায়ই আমার শৈশবের কথা মনে করি। কাজলিয়া নদীর তীরে হুলারহাট নামক গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি। এটি ছিল এক মনোরম সৌন্দর্যের জায়গা। এই গ্রামে অনেক গাছপালা, পুকুর, সবুজ মাঠ ছিল। গ্রামের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে খেলাধুলা করে আমি আমার শৈশব অতিক্রম করতাম। তারা সবাই আমার সাথে খুব ভালো আচরণ করত। আমি ৬ বছর বয়সে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু করেছিলাম। আমার শৈশবের অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি রয়েছে। সবুজ মাঠ, নদীর তীর ছিল আমার খেলার মাঠ। আমরা মাঠে খেলে, আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে, জঙ্গলে ঘুরাফেরা করে, গাছ থেকে ফল পেড়ে এবং আরও অনেক কিছু করে আমাদের সময় কাটাতাম। শৈশবকালের একটি ঘটনা এখনও আমাকে তাড়া করে। যারা বাড়ি বাড়ি গান গোয়ে বেড়ায় তাদের অনুসরণ করে একদিন আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমার এক বন্ধু আমাকে কাঁদতে দেখে এবং সে আমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। আমি আমার মাকে জড়িয়ে ধরি এবং তাকে ছেড়ে আর কখনো কোথাও না যেতে প্রতিজ্ঞা করি। কিন্তু আমার সুখের দিন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। আমার বাবাকে চাকুরীর উদ্দেশ্যে শহরে আসতে হয় এবং আমরাও তার সাথে এসেছিলাম। এখন আমি একজন যুবক কিন্তু আমি আমার মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে আমার শৈশবকাল অতিবাহিত করার মধুর স্মৃতিগুলো সব সময়ই লালন করব।

70

বঙ্গানুবাদ :

## কলেজে আমার প্রথম দিন

কলেজে প্রথম দিনের স্মৃতি আমার জীবনের চিরস্মরণীয় স্মৃতিগুলোর একটি। আমি চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম এবং উত্তেজনার সাথে উদ্বোধনী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ২০১৩ সালের ২০ শে জুলাই সকাল ৯ টায় আমি খুবই রোমাঞ্চিত ছিলাম কারণ এ সময়ে আমি কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করি। এটি একটি বিখ্যাত কলেজ। আমি ঐদিন পাঁচটি ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছিলাম। প্রথম ক্লাসটি ছিল ইংরেজি যেটি নিয়েছিলেন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মহিলা শিক্ষক। তিনি খুবই বন্ধুসুলভ ছিলেন। পূর্বে আমি শিক্ষকদের ব্যবহার নিয়ে চিন্তিত ছিলাম কিন্তু তার ক্লাস করার পরে আমার সব চিন্তা দূর হয়ে যায়। অতঃপর আমি বাংলা, পদার্থ, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান কল্প করি। অল্প ক্লা শি করাও খুবই বন্ধু সুলভ



ছিলেন। যেহেতু আমরা সবাই কলেজে নবীন ছিলাম এবং আমরা একে অপরের সাথে কথা বললাম এবং অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বন্ধু হলাম। আমরা সবাই গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, মিলনায়তন ঘুরে দেখলাম। এগুলো বেশ সমৃদ্ধ ছিল। গ্রন্থাগারটি বিখ্যাত বইয়ে পূর্ণ ছিল। ছাত্রদের জন্য সেখানে পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ছিল। গবেষণাগারটি ভালো যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত ছিল। মিলনায়তনটি দেখতে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। তারপর আমরা শিক্ষার্থীদের কমনরুমে এলাম। এটি খেলাধুলার বিভিন্ন জিনিস দ্বারা সজ্জিত একটি বড় কক্ষ। এটি ছিল একটি বড় অভিজ্ঞতা। আমি চিরদিন এই দিনের স্মৃতি মনে ধারণ করব।

71

বঙ্গানুবাদ :

### বাল্যবিবাহ/অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবাহ

বাল্য বিবাহ বলতে ছোট ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বিবাহকে বুঝায় যারা এখন পর্যন্ত বিবাহ বয়সের উপযুক্ত হয়নি। যদিও বাংলাদেশের সরকার নারী ও পুরুষের বিবাহের জন্য যথাক্রমে ১৮ ও ২১ বছর নির্ধারণ করে দিয়েছে, বিশেষত গ্রামের লোকদের মধ্যে তাদের পুত্র ও কন্যাদেরকে প্রত্যাশিত বয়সের পূর্বেই বিবাহ দেওয়ার প্রবণতা আছে। এমন অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ করে বালকেরা অনেক কষ্ট পায় কারণ তাদেরকে পরিবার চালনার জন্য কঠোর কাজ করতে হয়। অপরপক্ষে, মেয়েরা আরও বেশি কষ্ট ভোগ করে থাকে কারণ অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান জন্ম দিয়ে তাদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে হয়। তথাপি ছেলেদের পিতামাতারা তাদের ছেলেদের বিবাহ দেয় শিশুর বাড়ি থেকে যৌতুক গ্রহণ করার জন্য। মেয়ে সন্তানের পিতামাতাদের তাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে কুসংস্কার রয়েছে। তারা ভাবে যে তাদের মেয়েদের যত বেশি শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে, তাদেরকে তত বেশি যৌতুক দিতে হবে। তাদের মধ্যে আবার অনেকে চিন্তা করে যে, মেয়েরা তাদের শিশুর বাড়ির সেবা দেওয়ার জন্য জন্ম গ্রহণ করে থাকে। এভাবে অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ সমাজে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। শিক্ষার অভাব অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহের অন্যতম একটা কারণ। নৈতিকতার অভাবও অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহের কারণ। গণমাধ্যমগুলোকে অপ্রাপ্তবয়সে বিবাহরোধে সক্রিয় থাকতে হবে। এই খারাপ অভ্যাস দূর করার জন্য সরকারকে প্রায়োগিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অবশেষে গণসচেতনতা এই বদ অভ্যাস দূর করার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।

72

বঙ্গানুবাদ :

### ধূমপান : একটি অভ্যাসগত অসুস্থতা

ধূমপান অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। জ্বলন্ত তামাকের ঝোঁয়া গ্রহণ করাকে ধূমপান বলা হয়। পাইপ নামক একটি যন্ত্রের মধ্যেও তামাককে পোড়ানো যায় বা তামাকের পাতা কাগজে মুড়িয়ে ও পৈচিয়েও এটাকে পোড়ানো যায়। এটা একটা জনপ্রিয় বিশ্বাস যে, তামাক গ্রহণ করলে উত্তেজনা বাড়ে যদিও এ বিশ্বাসের কোনো চিকিৎসাগত সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। ধূমপানের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এটি শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি করে যা ব্রংকাইটিস রোগের দিকে ধাবিত করে। একজন ধূমপায়ী ব্যক্তি উচ্চ রক্তচাপ, দুশ্চিন্তা, পরিপাক ক্রিয়ার সমস্যা এবং হৃদরোগে ভোগে। একজন ধূমপায়ী লোক একজন অধূমপায়ী লোকের চেয়ে ৭/৮ গুণ বেশি ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকিতে থাকে। সিম্পান্টটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের জনগণকে স্বাস্থ্যবান ও কর্মজীবী করে রাখার জন্য আমাদের উচিত এই রোগ প্রতিরোধ করা। সরকার ইতোমধ্যেই জনসাধারণের সামনে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে। যেহেতু ধূমপান মানব দেহে কতিপয় রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে, তাই এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। প্রথমে কেউ কয়েকবার ধূমপান করলে তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। সে এই ক্ষতিকর অভ্যাসের দাস হয়ে যায়। ধূমপান বন্ধ করার জন্য আমাদের উচিত মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে এর নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করা।

73

বঙ্গানুবাদ :

### শহিদ মিনার

শহিদ মিনার ভাষার জন্য আমাদের ভালোবাসার, আনুগত্যের এবং সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রতীক। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে অবস্থিত। হামিদুর রহমান নামে একজন বিখ্যাত স্থপতি গুরুত্বপূর্ণ এই স্তম্ভটির নকশা তৈরি করেন। খাড়া এই পাথরের সারিগুলো যারা ভাষার জন্য শহিদ হয়েছেন তাদের চমৎকারিত্ব এবং মহিমা নির্দেশ করে। এটি ভাষার প্রতি মানুষের ভালোবাসা, গৌরব ও আত্মত্যাগের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির গুরুত্ব বহন করে। এটি চিন্তা করে যে কেউ মহানুভব ও সাহসী অনুভব করে। এটি বাঙালী জাতির পরিচিতি এবং জাতীয়তাবাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বহন করে। এটি স্বাধীনতা, শক্তি এবং একতার প্রতীক। আমরা ভাষা শহিদদের সর্বোচ্চ ত্যাগের কথা স্মরণ করি এবং যেকোনো উপায়ে আমাদের উচিত মাতৃভাষার মহামান্যতা ও সর্বশ্রেষ্ঠতা সংরক্ষণ করা। শহিদ মিনার হচ্ছে জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এটি আমাদের সংগ্রাম, ত্যাগ এবং অর্জনের গৌরবময় ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অর্জন ও জাতীয় উদ্দীপনার অংশ। অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব থেকে আমাদের ভাষাকে স্বচ্ছ ও নিরাপদ রাখার উৎসাহ যোগায় এই শহিদ মিনার। এটি আমাদের জাতীয় ভ্রাতৃত্ব এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় রাখতে উৎসাহিত করে। এভাবে শহিদ মিনারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এটা আমাদের জাতীয় মননকে উজ্জীবিত, রূপায়িত এবং সংজ্ঞায়িত করে।

74

বঙ্গানুবাদ :

### সিডর

সিডর একটি ঘূর্ণিঝড়ের নাম। এটি একটি ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সিডর অর্থ চোখ। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থল মানুষের চোখের মত দেখতে। তাই জলবায়ুবিদরা এর নাম দিয়েছেন সিডর। সিডর গতিতে পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ২০০৭ সালের ১৫ই নভেম্বর সিডর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলে আঘাত হানে। এই সিডরে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু, খাদ্যশস্য, গাছপালা, বাড়িঘর ও চাষের জমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লোকজন বিশেষ করে ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট প্রভৃতি এলাকার লোকজন অনেক ভোগান্তিতে পড়েছিল। তারা সবকিছু হারিয়েছে যা এখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। লোকজনকে বাঁচাতে সরকার জরুরী পদক্ষেপ নিয়েছিল। তারা পূর্বেই লোকজনকে সতর্ক করেছিল এবং অনেক আশ্রয়স্থল তৈরি করেছিল। তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে সিডর এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষকে সতর্ক করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। সিডরের মতো এমন বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাতে তারা কিছু করতে পারে। তারা মানবসেবামূলক কাজ করে দুর্যোগ কবলিত মানুষের দুঃখকষ্ট কমাতে পারে। তারা অর্থ তহবিল গঠন করে, অসুস্থদের সেবা করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। সরকারের সাথে তারাও ভুক্তভোগীদের সাহায্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারে। তারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন খাদ্য ও ঔষধ দিয়েও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবা করতে পারে।

75

বঙ্গানুবাদ :

## শিক্ষার গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি। মানুষের মন ও আত্মার উন্নতির জন্য শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যোগ্য করে তোলে। নিঃসন্দেহে শিক্ষা অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি কোনোকিছুর জ্ঞানার্জন করতে অক্ষম। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যেসব উৎস থেকে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম সে সেখান থেকে জ্ঞানার্জন করতে অক্ষম। জ্ঞানের ভাণ্ডার শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকে আলোর সাথে এবং অজ্ঞতাকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করা হয়। শিক্ষা মানুষের মধ্যে সমঝোতা বাড়ায়। এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করে এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে লুকায়িত গুণাবলী সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করে। এটি আমাদেরকে ধৈর্যশীলতা ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। আমরা সমাজ ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। শিক্ষা এমন একটি মাধ্যম যেটি আমাদের মনকে প্রশস্ত করে এবং আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে উন্নত করে। এই বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে আমরা ভালো পরিবর্তনের জন্য অগ্রসর হতে পারি। শিক্ষা একটি প্রশিক্ষণ যেটি আমাদেরকে ভালোর জন্য প্রশিক্ষণ দেয়। কিন্তু আমাদের সঠিক শিক্ষা লাভের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। সুশিক্ষার উপর আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

76

বঙ্গানুবাদ :

## খেলাধুলা

স্বাস্থ্যই সম্পদ। শরীরচর্চা ছাড়া কেউ সুস্থাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না। খেলাধুলা সর্বশ্রেষ্ঠ শরীর চর্চা। উল্লাসকর এবং বিনোদনমূলক খেলাধুলা সকলের কাছে জনপ্রিয়। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, বাস্কেটবল, সাতার, শুটিং প্রভৃতি পরিচিত খেলাধুলা। খেলাধুলার অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শক্ত ও মজবুত করে। চলাচল, হাঁটা ও দৌড়ানোর মাধ্যমে এটি শারীরিক ভারসাম্য ধরে রাখে। এটি মানুষকে চিন্তামুক্ত থাকতে সাহায্য করে। এটি ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এটি মানুষের ব্যক্তিত্ব দৃঢ় অথবা আলগা হবে কিনা তা ঠিক করে। এটি অধ্যবসায়, পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়িত্বশীলতা, শৃঙ্খলা, নৈতিক দৃঢ়তা ও আনুগত্যের মত গুণাবলী অর্জনে সাহায্য করে। এটি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ উন্নত করতে সাহায্য করে এবং একটি দেশকে অন্যদেশগুলোর সাথে পরিচিত করে তোলে। এটি একটি লাভজনক জীবিকা। একজন খেলোয়াড় প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে। এটি সুনাম ও খ্যাতিও বয়ে নিয়ে আসে। একজন পুরুষ বা মহিলা ক্রীড়াবিদ দেশের বাইরে গিয়ে খেলাধুলায় অংশ নিতে পারে। সে সেখানে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা বিশ্বব্যাপী সম্মানিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের খেলাধুলার মান আশানুরূপ নয়। তাই আমাদের সবাইকে খেলাধুলার উপকারিতা নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সকলের জন্য এই সুবিধা সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

77

বঙ্গানুবাদ :

## আমার ট্রেন ভ্রমণ

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি আমার চাচার সাথে ঢাকা থেকে সিলেটে ট্রেন ভ্রমণে গিয়েছিলাম। আমরা সেখানে পাহাড় ও চা বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়েছিলাম। আমরা সময়মত স্টেশনে পৌঁছেছিলাম এবং ট্রেনে উঠলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমি জানালার পাশে আসন পেয়েছিলাম। যখন গার্ড বাঁশি বাঁজাল তখন ট্রেনটি চলা শুরু করল, আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। ট্রেনটি ধানক্ষেত ও অন্যান্য গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি অতিক্রান্ত গ্রামগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটা উপভোগ করেছিলাম যে আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। সবুজ মাঠ, গরু এবং কৃষকের মাঠে কাজ করা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। যখন ট্রেনটি বড় একটি স্টেশনে আসল, আমরা তখন সিন্ধু ডিম খেলাম। আমরা কিছু সাময়িকীও কিনলাম। ট্রেনটি পুনরায় চলা শুরু করল। এই সময় দৃশ্যগুলো আরও বেশি সুন্দর ছিল। এটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলাচল করে। পাহাড়গুলো সবুজ চা বাগান দ্বারা ঘেরা ছিল। পাহাড় এবং চা-বাগানের দৃশ্য দেখে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। শীঘ্রই সন্ধ্যা নেমে এল। সবকিছু রহস্যময়ী হয়ে উঠল এবং সন্ধ্যার সাথে সাথে সবকিছু সুন্দর হয়ে উঠল। সন্ধ্যা সাতটার সময় আমরা স্টেশনে পৌঁছলাম এবং দেখলাম আমার চাচার বন্ধুরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা স্বস্তিবোধ করলাম এবং বাকি দিনগুলো বেশ উপভোগ করলাম। এটি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক ভ্রমণ। আমি চিরদিন এই ভ্রমণটি মনে রাখব।

78

বঙ্গানুবাদ :

## পরিবেশ এবং বাস্তুবিদ্যা

পরিবেশ বলতে বায়ু, পানি এবং যে জমিতে মানুষ, জীবজন্তু এবং গাছপালা বসবাস করে তাকে বোঝায়। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, বায়ু, পানি এবং মাটি পরিবেশ তৈরি করেছে। আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, ঘূর্ণিঝড় এবং ভূমিকম্প সবই পরিবেশের অংশ। এসব উপাদানসমূহ এবং প্রাকৃতিক শক্তি পারস্পরিকভাবে জড়িত। চারপাশের বস্তুর সাথে এবং এই উপাদানগুলোর একে অপরের সাথে সম্পর্কে বাস্তুবিদ্যা বলে যেটি খুবই নিয়মতান্ত্রিক, গতিশীলভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। এটি একটি জটিল জাল বুনট যেটি জীবজন্তু, গাছপালা এবং অন্যান্য জীবকে সম্পর্কযুক্ত করেছে। যদি এই সম্পর্কের কোনোভাবে ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে সমগ্র পরিবেশ ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনের মুখোমুখি হবে। উদাহরণস্বরূপ বনাঞ্চল ধ্বংস, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটতে পারে। আবার, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ক্লোরো-ফ্লুরো কার্বন পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই জরুরী। কিন্তু আমরা এই ভারসাম্য বজায় রাখতে যথেষ্ট সচেতন নই। একটি ভালো পৃথিবীর জন্য আমাদেরকে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে, কারণ পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য গাছপালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, আমাদেরকে বন্য জীবজন্তুও রক্ষা করতে হবে। তারা আমাদের পরিবেশের সরাসরি প্রতিনিধি। উপরন্তু, আমাদেরকে ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তাই পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

79

বঙ্গানুবাদ :

## সবজি বাগান

পরিবারের ব্যবহারের জন্য আমরা যেখানে বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফলমূল জন্মাই তাকে সবজি বাগান বলে। বাসগৃহের খুব নিকটে সবজি বাগান তৈরি করে একটি পরিবার খুবই উপকৃত হয়। আমাদের চমৎকার একটি সবজি বাগান আছে। এটি আমাদের বিশাল ফুল বাগানের একটি অংশ যেটি আমাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। সাধারণত প্রতিদিন সকালে ও বিকালে আমি বাগানে ব্যস্ত থাকি। সকালে আমি পাশের পুকুর থেকে পানি নিয়ে চারাগাছগুলোতে ভালোভাবে পানি দেই। বিকালে আমি দুর্বল ও ক্ষতিকর চারাগুলো উঠিয়ে ফেলি। আমি বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফল চাষ করি। আলু,

টমেটো, কুমড়া, গোলমরিচ, শসা, শিম ইত্যাদি আমার বাগানের প্রধান শস্য। আমার বাবা কিছু ফলগাছ রোপণ করেছেন যা এখনো জন্মায়নি। আমরা প্রয়োজনীয় সবজি সংগ্রহ করি এবং আনন্দের সাথে তা খাই। আমরা প্রায়ই আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সবজি দেই। তারা খুবই খুশি হন এবং এভাবে আমরা তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করেছি। প্রকৃতপক্ষে, সবজি বাগানটি আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সরবরাহ করে এবং টাকা বাঁচায়। তাছাড়া, সেখানে কাজ করে আমরা সঠিক শরীর চর্চার সুযোগ পাই এবং মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টিও পাই।

80

বঙ্গানুবাদ :

## আমার ভ্রমণ করা একটি চিড়িয়াখানা

আমি যে চিড়িয়াখানাটি ভ্রমণ করেছিলাম তার নাম মিরপুর চিড়িয়াখানা। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত মিরপুর চিড়িয়াখানাটি আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় চিড়িয়াখানা। কিছুদিন আগে, আমি আমার কয়েকজন বন্ধুদের সাথে চিড়িয়াখানাটিতে বেড়াতে যাই। সকালে আমরা চিড়িয়াখানাতে প্রবেশ করি এবং সেখানে পাঁচ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করি। চিড়িয়াখানাটি ৩১৩ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত এবং এই বিশাল জায়গায় প্রায় ২৫০০ প্রজাতির পশু-পাখি আছে। ভ্রমণের সময় আমরা অনেক পাখি এবং জন্তু দেখেছি। খাঁচায় সুরেলাভাবে কিচিরমিচির করা পাখিগুলো বিভিন্ন আকার ও ধরনের। ময়ূর, বুলবুলি, ময়না, দোয়েল দেখতে খুবই সুন্দর। তারপর আমরা জীবজন্তু দেখা শুরু করলাম। বাঘ, সিংহ, জিরাফ, হাতি, বানর প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সকালে তারা সকলেই সতেজ ছিল। যখন আমরা তাদের নিকটে গেলাম তারা সামনে এগিয়ে এল এবং আমরা তাদেরকে নিকট থেকে দেখলাম। আমি ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি, যদিও অনেক সময় মনে হয়েছে এ সকল পাখি ও জন্তুরা খাঁচায় বন্দি। তারা স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারছে না যা তারা বনে থাকলে পেতে পারতো। আমরা আনন্দ পেয়েছিলাম কিন্তু তারা অসহায় ছিল। পাঁচ ঘণ্টা সেখানে কাটানোর পর আমরা ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করলাম। আমরা নিরাপদে বাড়ি ফিরলাম। এটি ছিল একটি স্মরণীয় ভ্রমণ।

81

বঙ্গানুবাদ :

## অবসর/অবসর সময়

অবসর বলতে সেই সময়কে বোঝানো হয় যে সময় একজন তার নিজের ইচ্ছামতো কাটায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদেরকে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হয় এবং যদি আমরা কিছু সময় পাই তাহলে সহজ-স্বাধীনভাবে অতিবাহিত করতে চাই। অবসরে আমরা মারাত্মক কিছু করি না। শহর ও গ্রামের বাসিন্দারা বিভিন্নভাবে তাদের অবসর সময় অতিবাহিত করে। গ্রামের অধিকাংশ পুরুষরা চায়ের দোকানে নিজেদের মধ্যে কথা বলে সময় কাটায়। মহিলারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে কথা বলে এবং একে অন্যকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। কিন্তু শহরে অবসরে লোকজন সাধারণত টিভি দেখে সময় অতিবাহিত করে। তারা চিড়িয়াখানা, উদ্যান এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো ভ্রমণ করে। মাঝে মাঝে লোকজন খেলাধুলা করে ও অবকাশ যাপন করে সময় অতিবাহিত করে। নৌকা বাইচ, সাঁতার, খেলাধুলা এবং বিভিন্ন ধরনের খুবই পরিচিত খেলাধুলা যেমন ফুটবল, ক্রিকেট উপভোগ করে। আবার, কম্পিউটার ব্যবহার, গান শোনা, কনসার্টে যোগদান, আলোচনা সভা, বাগান করা খুবই পরিচিত অবকাশ। সর্বোপরি শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলের লোকজনই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে। তারা মনকে সতেজ করার জন্য প্রকৃতির নিকট আসে। শীতের শেষের মনোরম সৌন্দর্য লোকজনকে জাগিয়ে তোলে। তারা বিভিন্ন সুগন্ধি ফুলের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে। আমি সাধারণত আমার বন্ধুদের সাথে আমার অবসর সময় কাটাই। আমরা বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কাজ করি। প্রকৃতপক্ষে, অবসর সময় আমাদের মনকে সতেজ করে এবং আমাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রশমিত করে।

82

বঙ্গানুবাদ :

## পরীক্ষায় অসদুপায়

সভ্য জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেকের সঠিক শিক্ষা প্রয়োজন। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন সুশিক্ষার পথে একটি বাধা। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় হলো অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে। একজন ছাত্র হিসেবে আমি এই ন্যাকারজনক কাজের ঘোর বিরোধী কারণ ইহা ভবিষ্যৎ জীবনের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ছাত্রজীবনে শিক্ষা ধারাবাহিক উন্নতির নির্দেশ করে যেটি একজনকে জীবনে আসন্ন ঝুঁকিকে মোকাবেলা করতে সক্ষম করে তোলে। কিন্তু নকল অদক্ষ জনশক্তি তৈরি করে এবং দুর্নীতি ঘটায়। বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা অসদুপায় অবলম্বন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের পাঠ্যসূচি এখনও মুখস্থবিদ্যার উপর নির্ভরশীল এবং শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতার চেষ্টা করে না। তারা মুখস্থ করতে চেষ্টা করে। যখন তারা ব্যর্থ হয় তখন তারা পরীক্ষায় নকল করা শুরু করে। অনেক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ক্লাস না নিয়ে ব্যক্তিগত টিউশন করে সময় অতিবাহিত করে। তাছাড়া অবিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েরা ঠিকমত স্কুলে যাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক নয়। কিন্তু আশার কথা এই যে, সম্প্রতি সরকার পরীক্ষায় নকল এড়াতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। বর্তমানে পাঠ্যক্রম নতুন করে সাজানো হচ্ছে এবং এটিকে সৃজনশীল ও বাস্তবমুখী করে তোলা হয়েছে। শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। উপরন্তু, বর্তমানে নকল করার অপরাধে শাস্তির বিধান আছে। নিশ্চিতভাবে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগুলো খুবই উত্তম। এখন আমরা একটি শিক্ষিত জাতি আশা করতে পারি।

83

বঙ্গানুবাদ :

## সামাজিক মূল্যবোধ

সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, বিশ্বাস, সামাজিক অনুশীলন, আদর্শ, আচরণগত ধরন এবং দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ। সামাজিক মূল্যবোধ একজন ব্যক্তির জীবন গঠন করে। অতীতে লোকেরা সামাজিক মূল্যবোধ কঠোরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করত। সততা, নমস্কার, সত্যবাদিতা, করুণা, সহপাঠীর প্রতি সমবেদনা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাকে সামাজিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই দিনের মূলমন্ত্র ছিল “সততাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট পন্থা”। অসৎ ও অপরাধী ব্যক্তির ঘৃণিত হত। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে মানুষ অন্যান্য সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হচ্ছে। তারা শিক্ষিত হচ্ছে— এই সব কিছুই তাদের ধারণা, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে ছোটরা বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে না, মানুষের মধ্যে কোনো সহমর্মিতা নেই, তারা অপরাধ, সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হচ্ছে ও মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। এসব কিছুই মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্ন যা সামাজিক অধঃপতনের ফলে এসেছে। যদি এটা চলতে থাকে, শীঘ্রই সবচেয়ে খারাপ দিন আসবে। তাই এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ অবস্থা ত্যাগ করে সামাজিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে আমাদের সবাইকে সতর্ক হতে হবে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে, ভালো কাজের অভ্যাসের মাধ্যমে, নৈতিক নীতিমালা সংরক্ষণের মাধ্যমে, পাপ ও দুর্নীতিকে প্রবল ঘৃণার মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি।

84

বঙ্গানুবাদ :

ভূমি যে শহরে বাস কর

অনেক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পেরে আমি যথেষ্ট সুখী ও ভাগ্যবান। কারণ আমি একজন শহরবাসী। যে শহরে আমি বসবাস করি সেটি আমার মাতৃভূমির সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত শহর। এটি বাংলাদেশের রাজধানীও বটে। এই শহরের নাম হচ্ছে ঢাকা। ঢাকা বুড়িগঞ্জার তীরে এবং দেশের কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত। বিখ্যাত ও সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো, বিপণী বিতানগুলো, বিমান বন্দর ইত্যাদি এই শহরের লোকদেরকে খুব বেশি সেবা দিয়ে থাকে। ঢাকাকে মসজিদের শহর বলা হয়। সকল ধর্ম, পেশা ও সকল অঞ্চলের লোক এখানে বসবাস করে। তাদেরকে সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ইউরোপিয়ানদের নিকট এটা-একটা জনপ্রিয় ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। ঢাকা এখন অনেক সমস্যায় ভরপুর হিসেবে পরিচিত। এই ছোট অঞ্চলে বিশাল জনসংখ্যার সামাল দিতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। ট্রাফিক জ্যাম শহরের লোকদেরকে ভীত করে তোলে। মাঝে মাঝে শহরের মানুষের মনের শান্তি কেড়ে নেওয়ার জন্য সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পায়। শহরটি দিনের পর দিন বেশি বেশি দূষিত হচ্ছে। এখানে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জন্য কোনো খোলা মাঠ নেই বললেই চলে। কিন্তু, আমার জানামতে এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো শহর।

85

বঙ্গানুবাদ :

কিভাবে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়

স্বাস্থ্য হচ্ছে একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব খুব বেশি। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে তাকে সুস্বাস্থ্য খাবার খেতে হবে ও পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে। তাকে নির্দিষ্ট সময়ে খেতে হবে। অতিরিক্ত খাবার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারে না। একজনের উচিত তার প্রয়োজন মতো খাওয়া। একজনের সর্বোচ্চ সতেজ ও ফরমালিন মুক্ত খাবার খাওয়া উচিত। তাকে অবশ্যই ঋতুবিশেষ ফল ও সবজি খেতে হবে। তাকে সকাল সকাল বিছানায় যেতে হবে এবং তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে। এছাড়া, শারীরিক ব্যায়াম স্বাস্থ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি সে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ না করে তাহলে তার স্বাস্থ্য ভালো হবে না। এরপর, একজনের মনে রাখা উচিত সুস্বাস্থ্য বলতে শুধুমাত্র শারীরিক স্বাস্থ্যকে বোঝায় না। স্বাস্থ্য বলতে দেহের সুস্থতার সাথে সাথে মনের সুস্থতাকে বোঝায়। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া ছাড়া সে তার কাজে মনোযোগ দিতে পারে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সুস্বাস্থ্য গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। সাবান দিয়ে প্রতিদিন শরীরকে অবশ্যই স্নান করতে হবে এবং পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে। অপরের তোয়ালে বা কাপড় তার ব্যবহার করা উচিত নয়। যেকোনো কিছু খাওয়ার পূর্বে তাকে হাত ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

86

বঙ্গানুবাদ :

ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন

ঈদ-উল ফিতর হচ্ছে মুসলিম ধর্মের দুটি ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে অন্যতম একটি। ত্রিশ দিন রোজার পর আমরা এই দিনটির জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। এই দিনটি মুসলমানরা যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদযাপন করে থাকে। যা হোক, অন্যান্য মুসলমানদের মতই আমি দিনটি উদযাপন করেছিলাম। আমি খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম, আমি গোসল করেছিলাম, পাজামা-পাঞ্জাবী ও টুপি পরিধান করেছিলাম। ঈদের জামাত শেষ হওয়ার পর আমি ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু ও পরিচিত লোকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছিলাম। সকালে আমি মা ও বোনকে পিঠা, সেমাই এবং জর্দা বানাতে ব্যস্ত দেখেছিলাম। সকালে আমি গরিবদের মধ্যে টাকা ও বস্ত্রবিতরণ করেছিলাম। যখন আমি ঈদগাহের পথে যাত্রা করি, তখন অনেক পুরাতন বন্ধুকে দেখতে পাই যারা দীর্ঘদিন দূরে ছিল। আমরা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করি। সেই দিনে দরিদ্রদেরকে খাওয়ানোর জন্য এক বিরাট খাবারের আয়োজন করেছিলাম। এটা ছিল আমাদের পরিবারে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। প্রার্থনার শেষে আমি বাসায় ফিরে আসলাম। বিকেল বেলায় আমি আমার বন্ধুদের সাথে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে আমরা নিকটবর্তী নদীতে গিয়েছিলাম এবং কয়েক ঘণ্টা সেখানে অতিবাহিত করেছিলাম। এভাবে আমি ঈদ-উল ফিতর উপভোগ করেছিলাম।

87

বঙ্গানুবাদ :

জ্যোৎস্নারাত

জ্যোৎস্নারাত প্রকৃতির একটি চমৎকার ও উপভোগ্য উপস্থাপনা। জ্যোৎস্নারাত প্রায় সব বয়সি, রুচি ও মেজাজি লোকদের এক বিরাট আনন্দ ও বিনোদনের উৎস। যে রাতে চাঁদ মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে উজ্জ্বলভাবে কিরণ দেয় তাকে সাধারণত জ্যোৎস্নারাত বলা হয়। এটি তার কর্মপ্রেরণাদায়ক ও জাঁকজমকপূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে আগমন করে। জ্যোৎস্নারাতে চাঁদ রূপার থালার মত দেখায় এবং প্রকৃতি চাঁদের এই রূপালী আলোতে সিক্ত হয়। সকল বয়সের লোকেরা ইহার সৌন্দর্যে মোহিত হয়। এমনকি, নবজাতক চাঁদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চাঁদ নিয়ে অনেক কবিতা, গান, গথ, পরীরগল্প ইত্যাদি রয়েছে। আবার কিছু পাখি ও পশু তাদের বাসা ছেড়ে বেরিয়ে আসে এ রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। শহর ও গ্রামের উভয় বাসিন্দারা গল্প করে, এখানে সেখানে হাঁটা হাঁটি করে এই রাতটি উপভোগ করে। বাচ্চারা খেলাধুলা করে রাতটি উপভোগ করে। আমার শিশুকালে আমি আমার বন্ধুদের সাথে গল্প করে ও খেলাধুলা করে এই রাতটি উপভোগ করতাম যেটি ছিল খুবই মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় এবং যা আমাকে এখনও তাড়া করে। পরিশেষে বলা যায়, জ্যোৎস্নারাত প্রকৃতির একটি সুন্দর উপহার এবং এটি এর সৌন্দর্য দিয়ে সবাইকে সম্মোহিত করে।

88

বঙ্গানুবাদ :

যৌথ পরিবার

আমি আমার মা-বাবা, দুই ভাই, দাদা-দাদি ও আমার চাচাদের সাথে একটি যৌথ পরিবারে থাকি। এটি এমন একটি পরিবার যেখানে সকল সদস্য একে অন্যের আবেগ-অনুভূতির অংশীদার। ঘরের কাজগুলোও একত্রে করা হয়। আমার দাদা-দাদি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক। তাই আমি শুধু মা-বাবাকে নয়, বরং আমার দাদা-দাদি ও চাচাদেরও অভিভাবক হিসেবে পাই। আমি কখনোই একা থাকি না। কখনও কখনও অতিথিরা আসে আর আমাকে আমার নিজের ঘর ভাগাভাগি করে নিতে হয় এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদের জন্মদিন উদযাপন ও শুভ উপলক্ষ উদযাপনের মতো অনুষ্ঠান ও উদযাপন থাকে। যৌথ পরিবারে থাকার কিছু সমস্যাও আমি অনুভব করি। আমার পরীক্ষার সময় আমি কোনো অতিথির আগমন প্রত্যাশা করি না। সেই সাথে, ঘর ভাগাভাগি

করতে গেলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রাখা যায় না। কখনও কখনও আমার মনে হয় আমি একটি খাঁচায় আছি, কারণ আমার অনেক অভিভাবক আছে এবং কোনো ব্যাপারেই আমার নিজের ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকে না। আমি মনে করি যৌথ পরিবারে এটি একটি সত্যিকার জটিল সমস্যা কারণ একটি শিশু নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারাতে পারে। তা সত্ত্বেও আমি সবকিছু ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রবণতা ও সহানুভূতির জন্য যৌথ পরিবার পছন্দ করি। আমি জানি যে একক পরিবারে জীবন মাঝে মাঝে একাকিত্বপূর্ণ ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে। তাই যদি আমি একা একা কাটাবার কিছু সময় পাই আর আমার জীবন নিজের মতো করে কাটাতে কোনো বাধাবিঘ্ন না থাকে তাহলে আমি যৌথ পরিবার সমর্থন করবো।

89

বঙ্গানুবাদ :

## আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি

ভাষা হল চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ ও উৎসাহ প্রকাশের মাধ্যম। ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয় কারণ বিভিন্ন দেশে দীর্ঘ সময় যাবত আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। যেহেতু ইংরেজি আমাদের প্রথম ভাষা নয় সেহেতু আবিষ্কৃত মনোযোগ দিয়ে আমাদের ইংরেজি শেখা উচিত। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যে বর্তমানে চাকুরির বিজ্ঞপ্তিগুলোতে ভালো ইংরেজি জানা লোক চাওয়া হয়। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে ইংরেজি জানা অনিবার্য কারণ কম্পিউটারে উচ্চ শিক্ষার সকল তথ্য ইংরেজিতে। ইংরেজি ব্যবসায়ী জগতকে জাতীয় সীমার বাইরে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। তাই আমরা যদি ইংরেজি শিখতে ব্যর্থ হই, তাহলে বর্তমানের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমরা পিছিয়ে পড়ব। ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য আমাদেরকে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে কারণ যেকোনো ভাষার ব্যাকরণ আমাদের এটির সঠিক গঠনপ্রণালী ও সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। ব্যাকরণ ছাড়া আমাদের ইংরেজির ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ থাকবে। ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য, বিদেশ যাওয়ার জন্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা এর উপর উচ্চতর পড়াশোনার জন্য আমাদের ইংরেজি জানা দরকার। যেহেতু ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা আমাদের শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা এই চারটি দক্ষতা শেখা দরকার। আমরা যদি ইংরেজি না শিখি আমরা আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারব না। বর্তমান পাঠ্যবই ইংরেজি শিখতে সাহায্য করে।

90

বঙ্গানুবাদ :

## বিজয় দিবস

বাংলাদেশ খুব পুরোনো দেশ নয় যদিও এই স্মৃতি সময়ে এর ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস। বাংলাদেশের জীবন ইতিহাসে ১৬ ডিসেম্বর একটা স্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এইদিনে আমরা একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে বিজয় অর্জন করেছিলাম এবং বাংলাদেশের জন্ম সূচিত হয়েছিল। দুই লক্ষ অধিক নারীসহ প্রায় তিন মিলিয়ন লোক আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। দিনটি আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মোৎসর্গের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে সমস্ত বীর সন্তানেরা দেশের জন্য মারা গিয়েছিলেন আমরা তাদের চরম আত্মত্যাগ স্মরণ করি এবং তাঁদের মৃত আত্মার প্রতি আবেগভরা প্রশংসাস্বপ্ন উচ্চারণ করি। কামানের তোপধ্বনির মাধ্যমে দিনটি শুরু হয় এবং সারাদেশ একটি উৎসবমুখর চেহারা ধারণ করে। প্রত্যেক বাড়ির উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনেক সভা, সেমিনার, সমাবেশ এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল স্তরের মানুষ জাতীয় স্মৃতি সৌধে যায় এবং শহীদ বীর সৈনিকদের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এই দিনটি হচ্ছে ব্যাপক আনন্দ, আশা এবং আকাঙ্ক্ষার দিন। এই বিজয় অসমতা, নির্যাতন এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বিজয় নিদর্শন করে। এই দিনটা প্রত্যেক বাংলাদেশির অন্তরে চির সতেজ ও চিরসবুজ হয়ে থাকবে।

91

বঙ্গানুবাদ :

## আমার দেখা একটি বইমেলা

গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমি একুশে বই মেলায় গিয়েছিলাম যা ছিল ঘটনাবহুল ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ। মেলাটি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি দেশের সবচেয়ে বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ মেলা। আমি আমার বন্ধুদের সাথে মেলায় গিয়েছিলাম। বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর পরিবেশের রূপ নিয়েছিল। সেখানে অনেক বইয়ের স্টল সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। দর্শনার্থীরা পিপিড়ার সারির মত এক সারি থেকে অন্য সারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। লোকজন তাদের প্রিয় ও পছন্দের বই খুঁজছিল। কিছু পরিদর্শক নতুন প্রকাশনার খোঁজ করছিল। আমরা অনেক স্টলে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম এবং বহু সংগ্রহ ক বই কিনেছিলাম। সেসব বইয়ের মধ্যে ছিল গল্পের বই, কল্পবিজ্ঞান কাহিনী ও জীবনীগ্রন্থ। যখন আমরা আমাদের ক্রমণ প্রায় শেষ করলাম, তখন আমি একটি স্টলের সামনে চেয়ারে বসা অবস্থায় বিখ্যাত লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে দেখতে পেলাম। তার পাশে বসা বিখ্যাত কবি আল মাহমুদকেও লক্ষ্য করলাম। দুই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন এবং আগ্রহী লোকজন তাদের অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য তাদের চারদিকে জমা হচ্ছিল। অবশেষে আমরা মেলায় ঘোরাঘুরি শেষ করলাম এবং আমি অনেক অভিজ্ঞতা ও আমার মনের উপর মেলার একটি স্থায়ী অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

92

বঙ্গানুবাদ :

## বাংলাদেশি সংস্কৃতি

বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন, সমৃদ্ধশালী ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। আমাদের নিজস্ব ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, খাওয়ার ধরন, কথা বলার ধরন, আচরণের রীতি, খেলাধুলা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং প্রথা, ধর্ম, পেশা, সংগীত, কলা, সাহিত্য প্রভৃতি আছে। আমাদের গ্রামীণ এবং সরল ও মনোহর জীবনের ছবি ভিত্তিক সংগীত আছে। আমাদের পল্লীগান/গীতি এবং স্থানীয় যাত্রাপালা আছে। ধর্মীয় এবং সামাজিক নিয়ম ভিত্তিক আমাদের বৈবাহিক ব্যবস্থা আছে। আমরা বাংলা নববর্ষ হিসেবে পহেলা বৈশাখ পালন/উদযাপন করি। আমাদের মাছও ভাত খাওয়ার খাদ্যাভ্যাস আছে। পুরুষেরা লুঙ্গি এবং শার্ট এবং মহিলারা শাড়ি ও ব্লাউজ জাতীয় পোশাক পরিধান করে। আমরা আমাদের নিজস্ব খেলা যেমন হা-ডু-ডু, গোলাছুট, দাড়িয়াবাঁ, বউচি, কানামাছি এবং আরো অন্যান্য খেলা খেলি। যা হোক, যদিও আমাদের একটি উন্নত নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, এটা এখন অন্যান্য দেশের বিশেষ করে ভারত ও পশ্চিমা দেশগুলোর সংস্কৃতির সংগে মিশে যাচ্ছে। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনগণ এখন আর পল্লীগীতি বা সরল ও মনোহর সংগীত পছন্দ করে না। তারা হিন্দি এবং ইংরেজি সংগীতে অধিকতর আগ্রহী। বৈবাহিক পদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানগুলোও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। খাদ্যাভ্যাস এবং পোশাকের ব্যাপারে জনগণ অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তাই আমরা দেখতে পাই যে যদিও বাংলাদেশের নিজস্ব উন্নত সংস্কৃতি আছে, এটা অন্যান্য

সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

93

**বঙ্গানুবাদ :**

### আত্মকর্মসংস্থান

আত্মকর্মসংস্থান সবচেয়ে ভালো কর্মসংস্থান যা একজন মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে শক্তিশালী করে। এটা নিয়োগকর্তার জন্য কাজ করা নয় কিন্তু নিজের জন্য কাজ খোঁজা বা নিজের ব্যবসা নিজে করাকে নির্দেশ করে। তার অর্থ, যখন একজন পুরুষ বা মহিলা নিজেই কাজের উৎস খুঁজে নেয় তাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। বাংলাদেশে আত্মকর্মে নিয়োজিত হওয়ার অনেক উপায় আছে যেমন সে একজন মেকানিক/ মিস্ত্রী, ড্রাইভার/ গাড়িচালক, চিল্ট্রকর, মাছচাষী, হাঁসমুরগির খামারী ইত্যাদি হতে পারে। সারা বাংলাদেশে অনেক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। বেকার যুবকেরা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে স্বনিয়োজিত হওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে পারে। তারা কম খরচে সরকার পরিচালিত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা কথিত ব্যবসায়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারে ও কাজ শুরু করতে পারে। দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সফল হয়। স্বনিয়োজিত হওয়া বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। এ চেষ্টার দ্বারা গরিব, অশিক্ষিত এবং সর্বোপরি সকল শিক্ষিত অথচ বেকার লোকেরা কর্মযজ্ঞে স্থান করে নিতে পারে এবং তাদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন করতে পারে। তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে এবং দারিদ্র্য জয় করতে পারে। এটা সত্য যে, তার কাজ ছোট হতে পারে তবে লজ্জাকর বা নিচ নয়। বরং এটা সরকারি বা বেসরকারি বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের অধীনের সমস্ত কাজ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, আত্মবিশ্বাস সবচেয়ে ভালো বিশ্বাস।

94

**বঙ্গানুবাদ :**

### বাংলাদেশে শিশুশ্রম

যদিও শিশুশ্রম আইন দ্বারা মারাত্মকভাবে/ ভীষণভাবে নিষিদ্ধ, বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এটা এখনো বর্তমান। ৮ হতে ১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের শারীরিক/ কায়িক শ্রমকে শিশুশ্রম বলা হয়। এ সমস্ত শিশু শ্রমিকদের অবস্থা বড়ই করুণ। এদেরকে কারখানায় কর্মরত বা চাকর হিসেবে গৃহস্থালির কাজ করতে দেখা যায়। এরা মাঠে, দোকানে, রেস্টোরাতেও নিয়োজিত থাকে। এদেরকে ইট ও পাথর ভাঙতে হয়। তারা রাস্তার ফেরিওয়ালার কাজ করে। এদের অধিকাংশ প্রায়ই পকেটমার হয়। তারা বাস কন্ডাক্টর, হেলপার, জুতা পালিশ এর মত কাজও করে। বালাই কারখানার কাজের মত কোন কোন কাজ তাদের জন্য মাঝে মাঝে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। যদিও এদেরকে অনেক কাজ করতে হয়, অধিকাংশ সময়েই এরা কম মজুরী পেয়ে থাকে। বিভিন্ন গৃহে কর্মরত শিশুরা মাঝে মাঝে মারাত্মকভাবে নিগৃহীত হয় যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তারা সঠিক যত্ন, খাদ্য ও চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা উচিত এবং সরকার ও জনগণকে বিকল্প সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। জীবনের সকল স্তরের মানুষ ও সরকারকে একত্রে আমাদের সমাজ থেকে এ সমস্যা দূর করতে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায়, এ শিশুশ্রম আমাদেরকে চরম পতনের দিকে নিয়ে যাবে।

95

**বঙ্গানুবাদ :**

### ফেসবুক

'ফেসবুক' একটি অতি পরিচিত সামাজিক নেটওয়ার্ক সাইট যার সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই আছে। দূরে বসবাসরত তোমার পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সংযোগ রাখার এটা এক বিরাট উপায়। তাৎক্ষণিক ক্ষুদে বার্তা আদান প্রদান এবং এমনকি ভিডিও আলাপচারিতার মাধ্যমে ফেসবুক যোগাযোগ বন্ধুর এক নিখুঁত পরিবেশ। স্ট্যাটাস আপডেটস, ফটোস এবং প্রোফাইল তথ্যের মাধ্যমে এটা আমাদের সকল নিকট জনের ঘটনাদি সম্পর্কে অবহিত রাখে। ফেসবুক ব্যবহার করে একজন সহজে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে। ফেসবুকের কিছু অসুবিধাও আছে। সাইবার বুলীদের বেঁচে/টিকে থাকা খুব সহজ। তারা একজন লোককে নাকাল করতে এবং তার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে। জনগণ একে অন্যকে কী বলে তা মনিটর/পরীক্ষা করার মত সমন্বয়কারী তারা নয়। তাছাড়া, যে সমস্ত কিশোর ফেসবুকে প্রচুর সময় ব্যয় করে তারা পরিণামে কষ্ট ভোগ করে যেহেতু তারা তাদের মূল্যবান সময় লেখাপড়ায় যথাযথভাবে ব্যবহার করে না। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখেনা যে কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ফেসবুকের অনেক সুবিধা আছে। সক্রিয় কিন্তু প্রকাশ্য পর্যবেক্ষণ ও খোলাখুলি যোগাযোগের যথাযথ প্রয়োগ এ সকল সমস্যার সমাধান। এ ধরনের সক্রিয় ভূমিকা হতাশা, উৎকর্ষ বা আত্মহননের মত মারাত্মক পরিণতিকে প্রতিহত করতে পারে। অনলাইনের মাধ্যমে কিশোর-তরুণদের বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রবণতা এবং সর্বশেষ প্রযুক্তি, ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনগুলো সম্পর্কে মা-বাবাদের জ্ঞাত থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

96

**বঙ্গানুবাদ :**

### ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ এর অর্থ ICT ভিত্তিক সমাজ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিজিটালাইজ করা, যেখানে অন-লাইনে তথ্যাদি পাওয়া যাবে এবং যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারী এবং অন্যান্য বেসরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল কাজ সম্পন্ন করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের উপকারিতা অনেক। যদি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হবে। এটা মানুষের সময় এবং অর্থ রক্ষা করবে এবং মানুষকে আরও উদ্যমী করবে। এটা জনগণকে সারা বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নীতিগত এবং এমনকি সাংস্কৃতিকভাবে সংযুক্ত করবে। এটা ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে আধুনিকায়ন করবে। বাংলাদেশকে ডিজিটাল করার মাধ্যমে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিশু, বাণিজ্য - এসব শাখাগুলো খুবই উপকৃত হবে। এ স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সরকারকে কিছু ভূমিকা রাখতে হবে। প্রথমত অবিস্তৃত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। দেশব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্কের অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে। আমাদের জনগণকে ICT দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল শাসন সেবা পৌছানোর নিরপেক্ষ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এটা বললে অতীত হবে না যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন আমাদের দেশকে সকল শাখায় দ্রুত গতিতে উন্নতি করতে সাহায্য করবে। আশা করা যায় যে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল হবে।

97

**বঙ্গানুবাদ :**

### সংবাদপত্র পাঠের গুরুত্ব

সংবাদপত্র পাঠ একটি ভালো অস্ত্র যা আমাদেরকে দেশ বিদেশের অসংখ্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে সাহায্য করে। জনগণ আনন্দ ও তথ্যের জন্য তা পাঠ করে। একজন রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারে। একজন অর্থনীতিবিদ এবং একজন ব্যবসায়ী অর্থনীতি ও ব্যবসা সম্পর্কে

সচেতন হতে পারে। ক্রীড়া ও খেলাধুলায় আগ্রহী লোকেরা ক্রীড়া জগৎ সম্বন্ধে জানতে পারে। শিশু খাঁরীরাও সংবাদপত্রের পাতা থেকে অনেক কিছু জানতে পারে যা তাদের জ্ঞান তৃষ্ণা সম্পূর্ণ করে। চলচ্চিত্রানুরাগীরা সিনেমার পাতা পড়ে চিত্র বিনোদনের রোমাঞ্চ উপভোগ করে। বিজ্ঞাপনের কলাম হতে চাকুরি প্রার্থী এবং ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় ইজ্জাত ও বিশদ তথ্য পায়। প্রকৃতপক্ষে, সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে আমরা হাল নাগাদ হতে পারি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবর্তনশীল বিশ্ব মোকাবেলায় এটা আমাদের প্রয়োজন। যা হোক সংবাদপত্র মাঝে মাঝে জনগনকে বিভ্রান্ত করে। কোনো কোনো সংবাদপত্র রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সংবাদ পরিবেশন করে। মাঝে মাঝে তারা ক্ষমতাসীন দলের নিকট সুবিধা অর্জনের জন্য সংবাদ পরিবেশন করে। এ কারণে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। তাই আমরা বলতে পারি যে কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের অনেক সুবিধাও আছে। মোটের উপর, সংবাদপত্র পড়া একটি খুব ভালো অভ্যাস। চলতি সংবাদ ও মতামতের সাথে আমাদের নিজেদের অবগত রাখতে আমাদের প্রত্যেকদিন সংবাদপত্র পড়া উচিত।

98

বঙ্গানুবাদ :

শীতের সকাল

শীতের সকাল উপভোগ্য ও কষ্টদায়ক উভয়ই। এটি প্রাকৃতিকভাবে খুব ঠাণ্ডা একটি সকাল। চারিদিকে ঘন কুয়াশা বিরাজ করে। মাঝে মাঝে কুয়াশা এতো ঘন হয় যে সূর্যের আলো এটা ভেদ করতে পারেনা। এমনকি সামান্য দূরের কোনো কিছুও দেখা যায় না। সবকিছুই কুয়াশাচ্ছন্ন দেখায়। সূর্য দেরিতে উঠে বলে মনে হয়। রাতে শিশির পড়ে। সকালে যখন সূর্য উঠে দেয় তখন শিশির বিন্দুগুলোকে ঘাস এবং পাতার উপর চকচক করা স্বর্ণের মতো দেখায়। এটি ধনীদেবের জন্য আনন্দদায়ক কিন্তু দরিদ্রদের জন্য অভিশাপ স্বরূপ। গ্রামের দরিদ্র লোকজন এবং শহরের বসতিবাসীরা গরম কাপড়ের অভাবে খুবই যন্ত্রণা ভোগ করে। কৃষকদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে মাঠে যেতে হয়। নিম্নশ্রেণির শ্রমিকদেরকে সকালে তাদের কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়। গ্রামে শিশুরা এবং বৃন্দ লোকেরা খড় একত্র করে নিজেদেরকে উষ্ণ করার জন্য আগুন জ্বালায়। বৃন্দ লোকেরা রোদ পোহায় কিংবা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে নিজেদের উষ্ণ করে। গ্রামের বাজারে কিছু লোক 'খেজুরের রস' বিক্রি করতে আসে। শহরের দৃশ্য গ্রামের দৃশ্যপট থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। শহরের লোকেরা কিছুটা দেরিতে বিছানা থেকে উঠে। তারাও শীতের সকাল উপভোগ করে। তাই শীতের সকাল লোকজনের নিকট শুধুমাত্র আনন্দদায়কই নয় কষ্টদায়কও বটে।

99

বঙ্গানুবাদ :

একটি ঝড়ের রাত

একটি ঝড়ের রাত আমাদের দেশের গ্রাম্য লোকদের বিশেষ করে যারা খড়ের কুঁড়েঘরে বাস করে তাদের জন্য খুবই ভয়াবহ। গত বছর আমার একটি ঝড়ের রাতের ভয়াবহ এবং বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এটা ছিল বাংলা বৈশাখ মাস। একদিন বিকেলে আমি আমার চাচার সাথে মাছ এবং অন্যান্য জিনিস কিনতে স্থানীয় একটি বাজারে গিয়েছিলাম। দিনটি খুব উষ্ণ ছিল। হঠাৎ বাতাসের গতি কমে গেল এবং আবহাওয়া ভূতুড়ে মনে হল। উত্তরের আকাশ অন্ধকার হয়ে উঠতে শুরু করল এবং একটি বড় ধরনের মেঘ দক্ষিণ দিকে খুব দ্রুত যেতে শুরু করল। আমার চাচা দ্রুত তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। কিছু সময়ের মধ্যে বিজলী চমকাতে শুরু করল এবং বজ্রস্রব তীব্র হতে শুরু হল। সেই সময় সমস্ত এলাকা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার হয়ে উঠল এবং কোনো কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ঘন ঘন বিজলীর আলোতে সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। আমার চোখের সামনে দেখলাম একটি বড় কাঁঠাল গাছ উপড়ে ফেলেছে। এটি খুব তীব্র আওয়াজ করেছিল। কিছুক্ষণ পর আমরা বাড়ি পৌঁছলাম এবং আমাদের বসার ঘরে আশ্রয় নিলাম। বড় দুঘণ্টা যাবৎ চলেছিল। কিছু সময়ের প্রকাণ্ড ধ্বংসযজ্ঞের পর ঝড় থেমেছিল। অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু সে রাতের ঝড়ের স্মৃতি কখনো ভুলতে পারি না।

100

বঙ্গানুবাদ :

একটি বৃষ্টির দিন

বৃষ্টির দিন হচ্ছে এমন একটি দিন যেদিন অনবরত প্রবলধারায় বৃষ্টিপাত হয়। দিনটি মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকার থাকে। সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। আকাশ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ভারী বর্ষণ হয়, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া প্রবাহিত হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের সাথে বজ্রপাতের গর্জন, বিজলীর বলকানি ও ঝড়ো হাওয়াও যুক্ত হয়। ছাতা ছাড়া কেউ বাইরে যেতে পারে না। রাস্তায় পানি জমে যায় এবং রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে লোকেরা পা পিছলে কর্দমাক্ত রাস্তায় পড়ে যায়। নদী, পুকুর, খাল পানিতে ভরে যায়, রাস্তাঘাট এবং পথ কর্দমাক্ত হয় এবং পার হওয়া দুর্বহ হয়ে পড়ে। অনেক লোক জুতা হাতে নিয়ে এবং কাপড় ভাঁজ করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। বৃষ্টির দিন গরিব লোকদের জন্য দুরবস্থার। দিনমজুরেরা কাজে যেতে পারে না। তাই তারা অর্থ উপার্জন করতে পারে না, ফলে তাদেরকে অভুক্ত থাকতে হয়। শিশু খাঁরীরা বাড়িতে ছুটির দিন হিসেবে দিনটিকে উপভোগ করে। ধনী লোকেরা যাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে না তারা বাড়িতে থেকে দিনটি উপভোগ করে। তারা ব্যয়বহুল খাবার যেমন ভুনা খিচুড়ি, পোলাও ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের পরিতৃপ্ত করে। বৃষ্টি ময়লা আবর্জনা ধুয়ে নিয়ে যায় এবং মাটি নরম করে। কৃষকেরা বীজ বপনের জন্য মাঠ প্রস্তুত করতে পারে। তাই, যদিও বৃষ্টির দিনের কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে, এর ইতিবাচক দিকও আছে। যা হোক, বৃষ্টির দিন মোটেও সুখকর নয়।

101

বঙ্গানুবাদ :

একটি বনভোজন যা আমি উপভোগ করেছিলাম

গত শীতে আমি বনভোজনে গিয়েছিলাম যা ছিল আনন্দে ভরা। আমরা জাতীয় উদ্যানে গিয়েছিলাম। আমার কিছু সহপাঠী বনভোজনের ব্যবস্থা করেছিল। আমরা সংখ্যায পনেরো জন ছিলাম। আমরা আগেই একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিলাম। আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নগর পেরিয়ে গেলাম। আমরা সবাই মাইক্রোবাসের মধ্যে গান গাচ্ছিলাম। অবশেষে আমরা সকাল ১০ টায় গন্তব্যে পৌঁছলাম। পৌঁছে আমরা সকালের নাস্তা শেষ করলাম। আমরা সাথে কোনো বাবুর্চি নেইনি। রানা ও কামাল নামে আমাদের দুইজন সহপাঠী রান্নার দায়িত্ব নিয়েছিল। একটি অস্থায়ী চুলা তৈরি করতে সোহেল এবং আমি একটি ছোট গর্ত খুঁড়েছিলাম। রানা ও কামালকে আমরা সাহায্য করা শুরু করেছিলাম। আমার কিছু বন্ধু নিকটস্থ উৎস থেকে পানি এনেছিল। অত্র রা পঁয়াজ, রসুন এবং অন্যান্য মশলা তৈরিতে সাহায্য করেছিল। প্রায় ১:৩০ মিনিটে খাবার প্রস্তুত হয়েছিল। প্রত্যেকে খুব ক্ষুধার্ত ছিল। তাই আমি প্রস্তুতকৃত খাবার পরিবেশন করা শুরু করলাম। পোলাও, রোস্ট, গরুর মাংস, সালাদ প্রভৃতি ছিল। আমরা ভোজ শেষ করলাম এবং প্রায় আধা ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নিলাম। আমাদের একজন বন্ধু জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিল। রিপন একজন পেটুকের ওপর একটি কৌতুক উপস্থাপন করেছিল। সুমন যে



কিনা একজন ভালো গায়ক সে নজরুলের দুটি গান গেয়েছিল। চা খেয়ে আমরা পাঁচটায় বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা বনভোজন খুব উপভোগ করেছিলাম এবং এটি সত্যিই আমার জন্ম একটি স্মরণীয় দিন ছিল।

102

বঙ্গানুবাদ :

সদাচরণ

'Manners' শব্দটির অর্থ হচ্ছে একটি বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতিতে যে ব্যবহারকে ভদ্র বলে বিবেচনা করা হয়। আচার-আচরণ ভালো কিংবা খারাপ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মুখে খাবার নিয়ে কথা বলাটা একটা খারাপ আচরণ। আচার-আচরণ এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্ন হয়। সদাচরণ হচ্ছে একজনের অন্তর্নিহিত সদগুণের এবং শিক্ষার বাহ্যিক অভিব্যক্তি। এটি অন্যের প্রতি একজন রক্ত্রিত্ব ইতিবাচক আচরণের একটি নিশ্চিত উপায়। একজন মানুষকে তার আচরণ দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। সদাচরণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করে। ভালো আদবকায়দা বিশিষ্ট লোককে সবাই পছন্দ করে এবং সে জীবনে উন্নতি করতে পারে। সদাচরণ তার মান বৃদ্ধি করে এবং যোগ্য মানুষ হিসেবে তাকে তৈরি করে। ভালো আদবকায়দা বিশিষ্ট লোক হচ্ছে বিনয়ী ও নম্র। সে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামতকে শ্রদ্ধা করে যদিও তারা তার থেকে ভিন্নমত পোষণ করে। অন্যরা যা বলে সে ঈর্ষাসহকারে তা শুনবে। সে অন্যের প্রতি কটুক্তি কিংবা অন্যের ক্ষতি করে এমন আচরণ করে না। একজন বদমেজাজী লোক রুঢ় ও অমার্জিত হয়। অন্যের অনুভূতির প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই। বিভিন্নভাবে সে তার খারাপ আচরণ দেখায়/ প্রকাশ করে। রুচিহীন লোককে কেউ পছন্দ করে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে। সদাচরণ জীবনকে মনোরম, মসৃণ ও সহজ করে। সদাচরণে কোনো খরচ হয় না কিন্তু তা আমাদের জন্য ভালোবাসা এবং সম্মান অর্জন করে।

103

বঙ্গানুবাদ :

আমার শখ

শখ একটা মনোরম অবকাশ যাপন। এটা একজন লোকের প্রিয় পেশা। কিন্তু এটা তার প্রধান পেশা/ব্যবসা নয়। বাগান করা আমার প্রিয় শখ যা আমাকে অবসর সময়ে অনেক আনন্দ দেয়। আমাদের বাড়ির সামনে আমার একটি ছোট বাগান আছে। আমি সেখানে সকালে ও সন্ধ্যায় কাজ করি। আমি আমার বাগানে অনেক প্রকারের ফুলের চারা লাগিয়েছি। আমি সেখানে শাকসবজিও উৎপাদন করি। সকালে আমি চারাগুলোতে পানি দেই, মাটি আলগা করি এবং আমার বাগানের ঘাস তুলে ফেলি। প্রত্যেক অপরাহ্ন বা সন্ধ্যায় আমি আধাঘণ্টা বাগানে কাটিই। আমি চারাগুলোর যত্ন নেই, বারবার তাদের পানি দেই এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে বেড়া মেরামত করি। আমার বাগানে গোলাপ, বেলী, শিউলী, ডালিয়া প্রভৃতি ফুল ফোটে/জন্মে। ফুল ফোটেলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না। ছুটির দিনে আমি বাগানে অধিকতর সময় কাজ করি। মাঝে মাঝে আমার বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা আমার বাগান দেখতে আসে। তারা আমার বাগান দেখে খুব খুশি হয় এবং আমার কাজের খুব প্রশংসা করে। বাগান করা আমাকে বিনোদন ও আনন্দ দেয়। এটা আমার দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেয়। এটা আমার ছক বাঁধা কাজ থেকে আমাকে প্রশান্তি দেয়। এভাবে আমি আমার শখ হতে আনন্দ পাই যা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস।

104

বঙ্গানুবাদ :

ট্রাফিক জ্যাম/যানজট

ট্রাফিক জ্যাম বা যানজট বলতে রাস্তায় চলমান যানবাহনের দীর্ঘ লাইনকে বুঝায় যা তীব্র যানজট সৃষ্টি করে। এখন এটা আমাদের দেশের বড় বড় শহর ও নগরীর রাস্তায় এক ধরনের দৃশ্য পরিণত হয়েছে। এভাবে এটা লোকজনের জন্য একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ যানজটের জন্য অনেক কারণ দায়ী। প্রথমত, অধিকাংশ রাস্তাঘাটই সংকীর্ণ ও অপরিষ্কৃত। দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যার অনুপাতে রাস্তাঘাট খুবই অপ্রতুল/অপর্যাপ্ত। তৃতীয়ত, প্রচুর লাইসেন্স বিহীন যানবাহন রাস্তায় চলাচল করে। তারপর অনেক ড্রাইভার ড্রাইভিং এর নিয়ম কানুন সম্বন্ধে সচেতন নয়। আবার অনেকে যান চলাচলের আইন মানতে রাজি নয়। আবার, অনেকের বেপরোয়া গাড়ী চালানোর এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও ভারটেক করার প্রবণতা থাকে। অধিকন্তু, রিকশা, অটোরিকশা, প্রাইভেট গাড়ী, ঠেলাগাড়ীর মত ছোট ছোট যানবাহন ও অসহনীয় যানজট ঘটায়। সর্বোপরি, এটা পরিচালনায় ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। যানজট আমাদের মূল্যবান সময় ধ্বংসকারী অনেক সমস্যা ঘটায়। যানজটের কারণে অফিসে গমনকারী, শিক্ষার্থী, রোগী এবং সাধারণ লোকজনকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু লোকজনের মজল ও সহজ চলাচলের জন্য এ অবস্থাকে কঠোর হাতে পরিচালনা/দমন করতে হবে। রাস্তাঘাট চওড়াকরণ, যানবাহনের একমুখী যাতায়াতের সূচনা, লাইসেন্স বিহীন যানবাহন দূরীকরণ এবং কঠোর যানবাহন আইন প্রয়োগ লোকজনের অধিকতর ভালো ও মসৃণ সমাজ জীবন যাপনে সহায়ক হবে।

105

বঙ্গানুবাদ :

বায়ু দূষণ

আমাদের পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বায়ু অনবরত দূষিত হয়ে আমাদের অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বায়ু ছাড়া কোনো মানুষ বা জীবজন্তু বাঁচতে পারে না। আমাদের পরিবেশের এই অপরিহার্য উপাদান বিভিন্ন উপায়ে দূষিত হচ্ছে। সব ধরনের ধোঁয়া বায়ু দূষণের সবচেয়ে সাধারণ উৎস। খাবার রান্না করতে, আবর্জনা পোড়াতে এবং রাস্তা নির্মাণের জন্য পিচ গলাতে মানুষ আগুন জ্বালায়। এসব কিছুই প্রচুর ধোঁয়া সৃষ্টি করে এবং বায়ু দূষিত করে। কলকারখানা, ইটভাটা এবং শিল্প হতে নির্গত ধোঁয়া বায়ু দূষণ ঘটায়। উপরন্তু রাস্তাঘাটে চলমান বিভিন্ন মোটরযান যেমন গাড়ী, বাস এবং ট্রাক প্রচুর ধোঁয়া উদগীরণ করে বায়ু দূষণ ঘটায়। উপরন্তু কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল ও তেল পুড়িয়ে রেলওয়ে ইঞ্জিন এবং পাওয়ার হাউজগুলো ধোঁয়া সৃষ্টি করে বায়ু দূষিত করে। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক বায়ু দূষণ বড় বড় নগর ও শিল্পাঞ্চলে ঘটে থাকে। বায়ু দূষণ পরিশেষে বিভিন্ন প্রকার বায়ুবাহিত রোগ যেমন রক্তের অস্বাভাবিক উচ্চচাপ, ক্যান্সার ইত্যাদি ঘটায়। মাঝে মাঝে মারাত্মক বায়ু দূষণ মৃত্যুও ঘটায়। পৃথিবীকে একটি বাসযোগ্য জায়গা রাখতে আমাদেরকে অবশ্যই বায়ু দূষণ বন্ধ করতে হবে। একমাত্র মানুষই অধিকতর স্বাস্থ্যকর ও সুখী জীবনের জন্য অনেক অনেক গাছপালা লাগিয়ে বায়ু দূষণ বন্ধ করতে পারে।

106

বঙ্গানুবাদ :

নিরক্ষরতা

নিরু রতা নিঃসন্দেহে একটা জাতির জন্য অভিশাপ যা দেশের সব রকম উন্নয়নমূলক কাজ বাধাগ্রস্ত করে। দেশের লোকজনকে নিরু র রেখে দেশের উন্নতির কথা ভাবা/চিন্তা করা যায় না। নিরু রতা হচ্ছে লিখতে ও পড়তে অপারগতার অবস্থা যা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে বাধা হয়ে

পড়ে। নিব্ব র লোকজন দেশের কথা দূরে থাক, নিজ সম্প্রদায়ের মজল ও উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশের জনগণ সবধরনের উন্নয়নে পিছিয়ে রয়েছে কারণ এখানে এক বিরাট সংখ্যক নিব্ব র লোকজন বসবাস করে। তারা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, অপুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান হতে বঞ্চিত। কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনে এখনো পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করতে পারেনি। ফলে, দারিদ্র্য সব সময়েই তার উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। পুনরায়, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও পুষ্টি জ্ঞানের অভাবে জনগণ ক্ষতি ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। উপরন্তু, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞানের অভাবের কারণে দেশের জনসংখ্যা আশংকাজনক হারে বাড়ছে। যা হোক, দেশ থেকে নিব্ব রতা অবশ্যই দূর করতে হবে যাতে বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে আমরা সম্মানের সাথে দাঁড়াতে পারি। বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়সহ অধিক সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন, পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, কৃষির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শুরুর এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের মাধ্যমে নিব্ব রতা সমস্যা সমাধান করা যায়।

107

বঙ্গানুবাদ :

ইমেইলের উপকারিতা

ইলেকট্রনিক মেইল যা ইমেইল হিসেবে সমধিক পরিচিত তার মাধ্যমে লিখিত তথ্য বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রেরণ করা হয়। ইমেইলের জন্য একটা ব্যক্তিগত কম্পিউটার, একটা মডেম এবং একটা টেলিফোন যোগাযোগ প্রয়োজন। এটা পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের সংগে সম্পর্ক রক্ষার কেবলমাত্র একটি দ্রুত, সহজ এবং তুলনামূলক সস্তা উপায় নয়, এটা ব্যবসায়ের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণও বটে। ইমেইলের অনেক সুবিধা বা উপকারিতা আছে। প্রথমত, এটা অফিস আদালত এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাগজের ব্যবহার কমিয়ে ফেলে। কাগজের ব্যবহার ছাড়া শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক উপায়ে অভ্যন্তরীণ মেমো এবং রিপোর্টগুলো আদান প্রদান করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এটা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা, তাই টেলিফোন আলাপের চেয়ে অধিকতর সস্তা বিকল্পে পরিণত হয়েছে। তৃতীয়ত, এটা ফোন কল স্থাপনে যে সময় পণ হয় তা দূর করে। চতুর্থত, ইমেইল একই সাথে দুপক্ষের বা দু ব্যক্তির কেউই উপস্থিত না থাকলেও তাদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়। তারপর ব্যক্তিগত মেইল বাস্তবে বার্তা সরবরাহ করা হয় বিধায় এতে গোপনীয়তা নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া, স্বশরীরে কোথাও না যেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, ডকুমেন্ট এবং ফটো প্রভৃতি এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করা খুবই সহজ। সুতরাং ইমেইল সেবা আমাদের আধুনিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা। এটা শক্তিশালী ও কার্যকর উপায়ে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অফিস সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক রক্ষা করে। এক কথায় ই-মেইল ব্যবহার ব্যতীত আমরা আধুনিক জীবন চিন্তাই করতে পারি না।

108

বঙ্গানুবাদ :

বৃক্ষ/বৃক্ষরোপণ

সবুজ তার উম্মালগ্ন থেকে প্রকৃতির সাথে মানুষের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ গাছের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করেছে। গাছ আমাদের জীবন এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃক্ষরোপণ এক মহৎ কাজ যেহেতু গাছপালা অক্সিজেন সরবরাহ করে যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এছাড়া তারা খাদ্য ও ভিটামিনের বড় উৎস। গাছ আমাদের ফল, ফুল এবং আসবাবপত্রের জন্য কাঠ দেয়। তারা অনেক লোককে ছায়া ও আশ্রয় দেয়। তারা ভূমি উর্বর করে এবং ক্ষয় হওয়া থেকে জমি রক্ষা করে। তারা বৃষ্টি ঘটায় ও খরা প্রতিরোধ করে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বৃদ্ধি করে। এই সবকিছু ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যদি যথেষ্ট পরিমাণ গাছের অভাব থাকে। বর্তমানে প্রচুর বন ঘাটতির কারণে বাংলাদেশ খরা, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই আমাদের গাছ কাটার চাইতে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। রাস্তার উভয় পাশে এবং পুকুর পাড়ের প্রধান পথে এবং আমাদের বাড়ির চারপাশে অব্যবহৃত অনূর্বর জমিতে প্রচুর চারা ও চারাগাছ রোপণ করতে হবে। গাছের গুরুত্ব ও ব্যবহার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। তারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিশেষে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ অত্যাৱশ্যক।

109

বঙ্গানুবাদ :

পথশিশু

পথশিশু বা টোকাই বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রাস্তায় পরিচিত চেহারা। তাদের অধিকাংশই তাদের পিতামাতার পরিত্যক্ত সন্তান। তারা ছিন্নমূল। তারা একটি দেশের ভাসমান শিশু। তারা তাদের পিতামাতার অবস্থান, জন্মস্থান এবং তারিখ সম্পর্কে জানে না। তাদের অনেকেই এতিম। সাধারণত তারা ভিক্ষা করে, চুরি করে, প্রতারণা করে, ফুল বিক্রি করে এবং দিন মজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু গ্রামীণ পিতামাতা তাদের ছেলেমেয়েকে রাস্তায় কাজে প্রবৃত্ত করে। এইসব পথশিশু নোংরা বসতিতে, রাস্তার ধারে অনিয়ন্ত্রিত খারাপ আবহাওয়ায় বাস করে। তারা খোলা আকাশের নিচে ঘুমায়। তারা উচ্ছিষ্ট সংগ্রাহক, কুলি এবং রিকশাচালকের কাজ করে। মাঝে মাঝে তারা খাদ্যের জন্য ভিক্ষা করে। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি থেকে বঞ্চিত। যদিও তারা পরিত্যক্ত শিশু, তারা মানুষ। তারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাদের বাস করার, উপভোগ করার, শান্তিতে টিকে থাকার এবং শিক্ষা গ্রহণের কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। তাদের অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য। তাদের জন্য সরকার ও সাধারণ মানুষের কিছু করা উচিত যাতে এইসব অসহায় এবং গৃহহীন শিশুরা জীবনের মাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

110

বঙ্গানুবাদ :

আমাদের কলেজ পাঠাগার

লাইব্রেরি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের কলেজে একটি খুবই সমৃদ্ধ পাঠাগার থাকায় আমরা খুবই গর্বিত। আমাদের কলেজ পাঠাগার আমাদের জন্য এক বিরাট আকর্ষণ। পাঠাগারকে জ্ঞানভান্ডার বলা হয়ে থাকে যা একজন লোককে তার অজানাকে জানার ইচ্ছা/ আগ্রহ মেটানোয় সাহায্য করে। আমাদের কলেজ পাঠাগারেও বিভিন্ন বিষয়ের যেমন উপন্যাস, অলীক কাহিনী, গল্পের বই, কবিতার বই, নাটক, জীবনকাহিনী এবং ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বইয়ের এক বিশাল সম্ভার আছে। আমাদের সুসজ্জিত পাঠাগারে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সজ্জিত সাময়িক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও পেরিওডিক্যালসও আছে। এখানে ধর্মীয় ও খেলাধুলার বইও পাওয়া যায়। আমাদের একাডেমিক ভবনের ২য় তলায় আমাদের কলেজ পাঠাগারটি অবস্থিত। শ্রী ঐশী এবং শিক্ষকদের জন্য পাঠাগারের সঙ্গে সংযুক্ত একটি সুসজ্জিত পড়ার ঘর আছে। পড়ার ঘরটিতে পিনপতন নিস্তত্বতা

বিরাজ করে। একজন দক্ষ ও সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক/লাইব্রেরিয়ান পাঠাগারের কার্যাবলী পরিচালনা করেন। পাঠকদের নিকট বই খুঁজে পেতে তিন জন অত্যন্ত দক্ষ পিয়ন তাকে সাহায্য করে। আমাদের পাঠাগারে শান্ত, নির্বাকুটি ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশ বিরাজমান। লাইব্রেরি কার্ডের বরাবরে বই ইস্যু করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের কলেজ পাঠাগার আমাদের কলেজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

111

**বঙ্গানুবাদ :****দেশপ্রেম**

দেশপ্রেম, যা মানুষের একটি সহজাত গুণ, তা মহত্তম গুণাবলীর অন্যতম। এর মানে নিজ দেশের প্রতি কারও ভালোবাসা ও ভক্তি। এটি একজন মানুষকে দেশের কল্যাণে সবকিছু ন্যায়সঙ্গতভাবে ও স্বচ্ছরূপে করতে অনুপ্রাণিত করে। নিজ দেশের জন্য ভালোবাসা কারও মনকে নির্মল করে, হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করে এবং কাউকে নিঃস্বার্থভাবে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করে। দেশপ্রেমের উদ্দীপনা মানুষকে দায়িত্বশীল, কর্মশক্তিসম্পন্ন ও উৎসাহী করে তোলে। দেশপ্রেম একজন মানুষকে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা ও সহানুভূতি শেখায়। একজন দেশপ্রেমিক তার দেশের জল্প এমনকি তার নিজ জীবন উৎসর্গ করতেও ইতস্তত করে না। সত্যিকার দেশপ্রেমিক তার দেশের একজন নিঃস্বার্থ প্রেমিক। তাই তিনি তার দেশবাসী সরা পৃথংসিত ও সম্মানিত হন। অন্যদিকে, একজন দেশপ্রেমবর্জিত লোক আত্মকেন্দ্রিক হয়। তাই সে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়। তার উচ্চ খেতাব, প্রচুর ধন-সম্পদ, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও উচ্চ বংশ থাকতে পারে কিন্তু তার জাগতিক অর্জন সত্ত্বেও সে মূল্যহীন রু ক্তিই থেকে যায়। দেশপ্রেমবর্জিত লোকের দু'বার মৃত্যু হয়। বিপরীতে, একজন দেশপ্রেমিক অমর এবং এমনকি মৃত্যুর পরও তিনি মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তিতুমীর, টিপু সুলতান, ঈশা খাঁ, দুদরাম, সূর্যসেন, প্রীতিলতা এ উপমহাদেশে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

112

**বঙ্গানুবাদ :****জাতীয় পতাকা**

জাতীয় পতাকা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। বিশ্বের প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নিজস্ব জাতীয় পতাকা রয়েছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশেরও জাতীয় পতাকা আছে কারণ এটি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। দখলদার পাকিস্তানী সেনাদের সাথে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নয় মাসের পী বীরত্বসূচী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ এই জাতীয় পতাকা লাভ করে। পতাকাটি আয়তাকার যার অনুপাত ১০ : ৬। আমাদের জাতীয় পতাকায় দু'টি রং আছে- গাঢ় সবুজ ও লাল। আমাদের পতাকার সবুজ রঙ জাতির চির যৌবন, সতেজতা ও উদ্দীপনাকে ইঙ্গিত করে। এটি বাংলাদেশের সবুজ শ্যামলিমারও প্রতীক। গাঢ় লাল বৃত্তাংশটি স্বাধীনতার উদীয়মান সূর্যের প্রতীক। এটি আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা, যারা মাতৃভূমির জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকেও বোঝায়। পতাকাটি সরকারী ভবন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন কার্যালয়ের ছাদে প্রতিদিন উড়ানো হয়। স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে এটি সর্বত্র উত্তোলন করা হয়। পাশাপাশি, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক শোক দিবস গুলোতে এটি অর্ধনমিত রাখা হয়। যখনই আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা উড়তে দেখি, আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে এবং হৃদয় গর্বে ফুলে ওঠে। আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা নিয়ে গর্ববোধ করি।

113

**বঙ্গানুবাদ :****ভোরে ওঠা**

ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাসটি যারা সকাল সকাল ঘুম হতে ওঠে তাদের জন্য অনেক সুবিধার কারণ হয়। এটি সত্যিই একজন মানুষের জল্প খুব ভালো একটি অভ্যাস। একজন ব্যক্তি যে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে, অন্যান্য ভালো অভ্যাস গঠন করতে পারে। এই সকল ভালো অভ্যাস তাকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে। বিভিন্নভাবে এ অভ্যাস একজন মানুষের বিশেষ কাজে লাগে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জল্প এটি আবশ্যিক। প্রথমত, ভোরে ওঠা একজন লোক নদীতীরে কিংবা ফাঁকা মাঠে সকালের মুক্ত বাতাসে রোজ ব্যায়াম করতে কিংবা হাঁটতে পারে। অক্সিজেনপূর্ণ সকালের বাতাস তার শরীর ও মনকে সতেজ করে। দ্বিতীয়ত, সে সর্বত্র শান্ত পরিবেশ উপভোগ করতে পারে। তৃতীয়ত, সে রঙিন ফুল, সবুজ মাঠ ও পাখির ডাকে ভরা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। এসবকিছু ভোরে ওঠা একজন লোককে পুলকিত ও স্বাস্থ্যবান করে তোলে। চতুর্থত, সে কোনো দুশ্চিন্তা কিংবা দ্বিধা ছাড়াই তার দিনের কাজ আরও তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারে। এভাবে সে কাজের যথেষ্ট সময় পায়, অধিক অর্থ উপার্জন করে এবং সম্পদশালী হয়ে ওঠে। ভোরে ওঠার অভ্যাস প্রত্যেককে সৃষ্টিকর্তার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং একজন ব্যক্তি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে আগ্রহবোধ করে। এভাবে সে জ্ঞানী হয়ে ওঠে। তাই ভোরে ওঠার অভ্যাস স্বাস্থ্য, সম্পদ ও জ্ঞানের উৎস।

114

**বঙ্গানুবাদ :****শব্দ দূষণ**

শব্দ দূষণের অনেক কারণ রয়েছে যা মানুষের মন ও শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শব্দের কম্পন যখন শুনতে শ্রুতিকটু, কর্কশ এবং অসন্তোষজনক হয় তখনই শব্দ দূষণ ঘটে থাকে। তীব্র শব্দ দূষণ শহর, নগর ও শিল্প এলাকায় সংঘটিত হয়ে থাকে। শব্দ দূষণের অনেক কারণ রয়েছে। জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি, শিল্পাঞ্চলে যন্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবহার শব্দ দূষণের প্রধান কারণ। রাস্তায় চালিত বিভিন্ন মোটর গাড়ির হাইড্রোলিক হর্ন ও হুইসেলও শব্দ দূষণের কারণ। কল-কারখানা থেকে সৃষ্ট শব্দ শব্দ দূষণের পেছনে বহুল পরিমাণে দায়ী। মাইক্রোফোন ও লাউডস্পিকারে গান শোনা, বিভিন্ন ধরনের ড্রাম বাজানো, শ্লোগানের চিৎকার ইত্যাদিও শব্দ দূষণের তিকর কারণ হয়ে থাকে। শব্দ দূষণ হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ, বধিরতা ইত্যাদির মত মারাত্মক রোগের কারণ হয়ে থাকে। শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও হাসপাতালে রোগীরা শব্দ দূষণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। শ্রুতিকটু ও অসন্তোষজনক শব্দ প্রায়ই শিশু াখীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। মানুষ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বাস্থ্যকর ও সুখী জীবন যাপনের জল্প শব্দ দূষণ নিবারণ করতে পারে। সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের উচিত শব্দ দূষণ সহ্য সীমায় নামিয়ে আনতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

115

**বঙ্গানুবাদ :****ই-লার্নিং**

ই-লার্নিং অথবা ইলেকট্রনিক লার্নিং বলতে শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনস ও প্রসেস সমূহের ব্যবহারকে বোঝায়। ই-লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনস ও প্রসেসসমূহ ওয়েব-ভিত্তিক শিক্ষা, কম্পিউটার-ভিত্তিক শিক্ষা, ভার্চুয়াল শ্রেণীকক্ষসমূহ ও ডিজিটাল সহযোগিতায় শিক্ষাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষার বিষয়বস্তু ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট/ এক্সট্রানেট, অডিও অথবা ভিডিও টেপ, স্যাটেলাইট টিভি এবং CD-ROM এর সাহায্যে বিস্তৃত। ই-লার্নিংকে প্রথমে “ইন্টারনেট ভিত্তিক অনুশীলন” ও পরে “ওয়েব-ভিত্তিক অনুশীলন” বলা হতো। আজও আমরা এই সমস্ত ব্যবহৃত টার্মের খোঁজ করে থাকি। ই-লার্নিং CD-ROM-ভিত্তিক, নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক, ইন্ট্রানেট-ভিত্তিক অথবা ইন্টারনেট-ভিত্তিক হতে পারে। এটা টেক্সট, ভিডিও, অডিও, অ্যানিমেশন এবং ভার্চুয়াল পরিবেশসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটা হতে পারে অনেক উন্নত মানের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা যা আমাদের জনবহুল শ্রেণীকক্ষসমূহের প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতার পর্যায়কে অতিক্রম করতে পারে। এর আছে নিজস্ব-গতিময়তা, হাতের মুঠোয় শিক্ষা। ইলেকট্রনিক-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মান যেন সমস্ত প্রশিক্ষণের গঠন ও বিষয়বস্তুর মানকে তুলে ধরে। ই-লার্নিং শ্রেণীকক্ষে প্রশিক্ষণের মত একই বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত হতে পারে, তার মধ্যে বিরক্তিকর, ইডসমূহ, একঘেয়েমিপূর্ণ বক্তৃতা এবং সামান্য মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ অন্যতম। যা হোক ই-লার্নিং এর সৌন্দর্য হচ্ছে নতুন নতুন সফটওয়্যার যা আমাদেরকে খুবই কার্যকর শিক্ষণ পরিবেশের সৃষ্টির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যা আমাদেরকে শিক্ষার সমস্ত উপাদান মিশ্রিত করে পূর্ণতা দেয়। এই প্রক্রিয়াটি কিভাবে কাজ করে তা আমরা যাচাই করার জন্য কোনো পরীক্ষিত সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেখবো। ই-লার্নিং এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা ঘরে বসে অনেক কিছু শিখতে পারি। তাই আমাদের এই পদ্ধতির আশীর্বাদ গ্রহণ করা উচিত।

116

**বঙ্গানুবাদ :****সময়ানুবর্তিতা**

সময়ানুবর্তিতা বলতে সঠিক সময়ে কাজ করাকে বোঝায়। এটি জীবনের একটি প্রয়োজনীয় গুণ। এটিকে সকল গুণের মধ্যে মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি মানুষের সভ্যতা ও কৃষ্টির নিদর্শন। এটি হলো সঠিক সময়ে কাজ করার অঙ্কাস। সঠিক সময়ে কাজ করলে আমরা অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু বিদ্যা অনন্ত। সুতরাং সীমিত সময়ের মধ্যে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব সঠিক সময়ে পালন করি, আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। কিন্তু আমরা যদি আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখি, এটি এমনও হতে পারে যে, সেটি করার জন্য সময় নাও থাকতে পারে এবং অবশেষে ভোগান্তিতে ভুগতে হয়। সময়ানুবর্তিতার বহু সুবিধা রয়েছে। এটি জীবনে নিয়মানুবর্তিতা বয়ে আনে। পরবর্তীতে এটি আলস্য দূর করে এবং সহজে মনে নেওয়ার পূর্বণতা দূর করে। একজন সময়নিদ ব্যক্তি সর্বদা স্বীকৃতি ও সমর্থন পায়। এভাবে সময়ানুবর্তিতা আমাদেরকে সমাজে একজন স্বীকৃত ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করে। এটি আমাদের কাজ সঠিক ও উপযোগী করে করতে প্রচুর সময় যোগান দেয়। দ্রুততর ও এলোমেলোভাবে কাজের দুর্দশাজনক ফলাফল থাকতে পারে। জীবনে পূর্ণ সফলতা পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো সময়ানুবর্তিতা। সময়ানুবর্তিতার অভাব প্রকাশ করে সভ্যতার অভাব। আমরা সকলে সময়ানুবর্তিতার গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। আমাদের এটি যত্নশীলভাবে ধারণ/লালন পালন করতে হবে। একমাত্র স্থির, সতর্কতা এবং অনুশীলন এই গুণ দৃঢ়মূল করতে পারে।

117

**বঙ্গানুবাদ :****বৈশ্বিক উষ্ণতা**

বৈশ্বিক উষ্ণতা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়গুলোর একটি। সারাবিশ্বে বৈশ্বিক উষ্ণতার অনেক কারণ রয়েছে এবং আমাদের উপর এর সর্বনাশা ফলাফল রয়েছে। গ্রীনহাউজ প্রভাব বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রধান কারণ। বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত তাপমাত্রার বৃদ্ধিই গ্রীনহাউজ প্রভাব নামে পরিচিত। আমাদের বায়ুমণ্ডল ওজোনস্তর দ্বারা সুরক্ষিত যা সূর্যের আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির প্রবেশে প্রতিরোধ করে। কিন্তু আমাদের চারপাশের বৃক্ষনিধন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বনের বৃদ্ধি সেই স্তরকে প্রভাবিত করে। সূর্যের তাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সরাসরি প্রবেশ করে। বিজ্ঞানীরা এই তাপ বৃদ্ধির কারণে উদ্ভিদ কারণ এটি মেরু অঞ্চলের বরফকে গলিয়ে ফেলেছে। যদি এই প্রক্রিয়া বহুদিন চলতে থাকে তাহলে সাগরের পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকা ও কৃষি জমি প্লাবিত হবে। তাছাড়া এটি মানুষের খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষমতাকে হ্রাস করবে, বন্য জীবের মারাত্মক ধ্বংস ও তি করবে। সুতরাং গ্রীনহাউজ প্রভাব বৃক্ষনিধন ও সিএফসি গ্যাসের বৃদ্ধির সাথে সাথে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রধান কারণ। সুতরাং এই সমস্যা সমাধান কল্পে আমাদের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন প্রতিরোধ করতে বা কমাতে হবে। পৃথিবীকে রক্ষার জন্য আমাদের উচিত এটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।

118

**বঙ্গানুবাদ :****নারীদের পরিবর্তনশীল ভূমিকা**

কোনো জাতিই সমাজে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যতীত সফলতা অর্জন করতে পারে না। নারীরা তাদের পরিবারে ও সমাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তারা মা, স্ত্রী, গৃহকর্তা ইত্যাদি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এটি একটি সাধারণ বিশ্বাস যে নারীদের এ সকল প্রথাগত দায়িত্বসমূহ পালন করা উচিত। এটি খুবই উৎসাহের জ্ঞক যে নারীরা এখন আর তাদের গৃহে বন্দি নয়। তারা আর শুধুমাত্র মা এবং গৃহকর্তা নয়, তারা আর পুরুষদের উপর নির্ভরশীল নয়। তাদের ভূমিকা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। এটি আনন্দের সহিত লক্ষণীয় যে মহিলারা শুধু বাচ্চা লালন/জন্মদান এবং পুরুষেরা শুধু মাঠে কাজ করার জ্ঞ - সেই পুরাতন ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। নারীরা শিক্ষিত হচ্ছে। তারা আয় করা শুরু করেছে এবং পরিবারের আয়ে অবদান রাখছে। তারা দাপ্তরিক ও অদাপ্তরিক উভয় কঠিন কাজেও অংশগ্রহণ করছে। তারা সশস্ত্র বাহিনীতে অংশগ্রহণ করছে। নারীরা পাইলট হচ্ছে এবং তারা ব্যবসাও করছে। সুতরাং নারীদের অবদান অবহেলার যোগ্য নয়। এই পরিস্থিতি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের খুব আশাবাদী করছে। সুতরাং আমাদের নারীদের যথাযথ শ্রি া নেওয়া ও দক্ষতা অর্জন করা উচিত। সকল স্তরের জনগণের নারীদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং তাদের প্রথাগত ভূমিকা পরিবর্তনে উৎসাহিত করা উচিত যাতে তারা দারিদ্র্য দূর করে নিজেদের ও নিজ জাতির ভাগ্যের উন্নয়ন করতে পারে।

119

**বঙ্গানুবাদ :****সড়ক দুর্ঘটনা**

সড়ক দুর্ঘটনা হচ্ছে মানুষের জীবনে সবচেয়ে অপূরণীয়, অপ্ৰত্যাশিত, অসহনীয় ঘটনা। এটি সাধারণত কোনো সুখী সময়ে ঘটে এবং এই সুখকে দুঃখ এবং দুর্দশায় পরিণত করে। বর্তমানে বাংলাদেশ দুর্ঘটনাপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম, যেখানে সবচেয়ে বেশি এই অশুভ ঘটনা ঘটে থাকে। এটি

সাধারণত মহাসড়কগুলোতে সংঘটিত হয়, যেখানে সকল প্রকার যানবাহন সবসময় দ্রুতগতিতে চলে থাকে। হঠাৎ এই সড়ক কিছু মৃত এবং আহতদের করুণ স্থানে পরিণত হয়। সড়ক দুর্ঘটনা এই রকম অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণ। কিন্তু আমরা যদি এর কারণ খুঁজে দেখতে যাই তখন প্রথমেই পাবো ট্রাফিক এর অজ্ঞতা। সবসময় আমরা ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করি যেন আমরা এটা করতে ভালোবাসি এবং এর কারণেই দুর্ঘটনা ঘটে। বেশিরভাগ যানবাহনই প্রায় ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা সড়কেই আছে, চালকগণ সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয় এবং তারা তাদের কাজের প্রতি মনোযোগী নয়। সাধারণত উপরে উল্লেখিত কারণগুলোর কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। তাই মানুষ তাদের প্রাণ, মূল্যবান জিনিস, সম্পদ এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস হারায়। এর সমাধানের জন্য সরকার এবং ব্যক্তিগতভাবে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। ট্রাফিক আইন কঠোর করে আমরা জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে পারি এবং সর্বোপরি, প্রত্যেকের এ আইনগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং মেনে চলতে হবে।

120

বঙ্গানুবাদ :

## আমার দেখা একটি বৈশাখী মেলা

গত বছর রমনাতে আমি একটি বৈশাখী মেলায় গিয়েছিলাম। আমি আমার সহপাঠীদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। যখন আমরা মেলায় প্রবেশ করলাম তখন সন্ধ্যা ছিল। মেলার সাজ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সমস্ত অঞ্চল বিভিন্ন রঙিন বাতি ও ফেস্টুন দ্বারা সাজানো হয়েছিল। মেলার পরিবেশ আমাকে অত্যন্ত বিমোহিত করে। সেখানে মাটির পাটের, কসমেটিকস/সাজসজ্জার, মিষ্টির, বাঁশের বাঁশির, খেলনার, ঐতিহ্যবাহি হস্তজাত পণ্য ও আরও অনেক কিছুর দোকান ছিল। আমি পান্তা ভাত এবং আমাদের জাতীয় মাছের কিছু দোকানও দেখলাম। তরুণীরা সাদা ও লাল রঙ মিশ্রিত শাড়ী পরে সেখানে গ্রাহকদের কিছু কিনতে সাহায্য করছিল। সার্কাস, নাগরদোলা, পুতুল নাচ, ম্লা জিক শো ইত্যাদি ছিল মেলার প্রধান আকর্ষণ। সেখানে বাংলা লোকগীতি যেমন জারি, সারি, পল্লিগীতি ইত্যাদিরও আয়োজন করা হয়েছিল। ক্ষুদ্র শিল্পের বাজার হিসেবেও মেলাটি কাজ করেছিল। শিখীরা, কুমাররা এবং তাতীরা ইহাতে উৎসাহিত হয়েছিল। মেলার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত পৃথকস্বীয় ছিল। বহু সংখ্যক পুলিশ ও সেচ্ছাসেবক কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার বন্ধুদের সাথে সমস্ত স্থান ঘুরে সবকিছু দেখলাম। আমরা অনেক দুর্লভ মিষ্টান্ন খেয়েছিলাম। মেলায় গিয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। সেখানে আমি সকল বয়সের ও ধর্মের জনসাধারণকে দেখেছিলাম। আমি মেলাটিকে আমাদের জাতীয় ঐক্য হিসেবে গণ্য করি।

121

বঙ্গানুবাদ :

## আমার প্রিয় শিক্ষক

জনাব কে রহমান আমার সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়ান। তার ইংরেজি পড়ানোর এক অপূর্ব ধরন রয়েছে। তিনি তার পাঠকে শ্রেণীকক্ষে এতো চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন যা তার সকল শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করে। তার সুন্দর উচ্চারণ এবং কথা বলার ভঙ্গি শিক্ষার্থীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তার শিক্ষাদানে পূর্ণ মনোযোগ দিতে। কিন্তু তিনি তার অভিব্যক্তিতে খুবই সরল ও স্বচ্ছ। তিনি শ্রেণীকক্ষে তার চলাফেরা ও বাচনভঙ্গিতে পরিপূর্ণরূপে সক্রিয়। তিনি আমাদেরকে অনেক মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। শিক্ষার্থীরা সর্বদা তার ক্লাসে অংশগ্রহণে সক্রিয় থাকে। তিনি সাধারণত তার নিজস্ব ধারণা ও মতামত নির্দেশনা ও প্রশ্ন জেরার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেন। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত পুতিভা বিকাশ সাধনে তার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। এটি তার সবচেয়ে অসাধারণ গুণ যা তার শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে প্রশংসা করে। তিনি তার শ্রেণীকক্ষে সর্বদা নিয়মিত ও সময়ানুবর্তি। তিনি তার পাঠকে খুবই সহজ ও মজার তৈরি করেন। তিনি তার বিষয়ের জ্ঞানের এক বিস্ময়কর গভীরতা নিয়ে একজন উৎকৃষ্ট শিক্ষকরূপে পরিচিত। সং, অকৃত্রিম এবং দায়িত্বশীল প্রভৃতি সকল ভালো গুণাবলীর জন্য তিনি আমাদের কলেজের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। মূলত, তার মহতত্ত্ব আমার মাঝে এক ধরনের উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। এখন আমি প্রায়ই ভবিষ্যতে তার মতো একজন শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখি। সত্যিকার অর্থে আমি আমার শিক্ষককে খুব ভালোবাসি।

122

বঙ্গানুবাদ :

## বাংলাদেশের উৎসবসমাহ

বাংলাদেশে পৃথক কিছু জনপ্রিয় উৎসব রয়েছে। বাংলাদেশ মূলত একটি মুসলিম দেশ। কিন্তু এখানে অন্যান্য ধর্মীয় জনসাধারণও বসবাস করে। তারা হলো হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ। অবশ্য কিছু সংখ্যক আদিবাসী দেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে। এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক দলের লোকজনই একই ধরনের সামাজিক এবং জাতীয় পরিচয় উপভোগ করে, যা হলো বাংলাদেশি। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধায় তাদের সমান অধিকার রয়েছে। সকল সম্প্রদায়ের জনগণের জীবনধারা তাদের ধর্মীয় পরিচিতি অনুযায়ী একই। এই অপূর্ব সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে কীভাবে তারা স্ব স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন করে। এক ধর্মীয় দল অন্যান্য ধর্মীয় দলের ধর্মীয় অনুষ্ঠান/উৎসবে অংশগ্রহণ করে এবং উপভোগ করে। এমনকি প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক সম্প্রদায়ের জনগণ অল্প সম্প্রদায়ের জনগণের উৎসব আয়োজন করায় সাহায্য বা সহযোগিতা করে। এটি ঘটে বিশেষত যখন ক্ষুদ্র ধর্মীয় দলীয় জনগণ তাদের ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন হিন্দু সম্প্রদায় তাদের পূজা উৎসব আয়োজন করে অনেক মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মীয় দলীয় লোক তাদের সঙ্গে যোগদান করে। হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় লোক ও মুসলিমদের ঈদ উৎসব উপভোগ করে। যখন খ্রিস্টানরা তাদের ক্রিস্টমাস আয়োজন করে, অন্যান্য ধর্মীয় লোক/জনগণ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে এবং একে অন্যের সাথে শূভেচ্ছা বিনিময় করে। সুতরাং, উৎসবগুলো বাংলাদেশে সাধারণভাবে জনপ্রিয়।

123

বঙ্গানুবাদ :

## একজন ভালো শিক্ষক

একজন শি ক তিনি যিনি তার শিক্ষার্থীদের নিকট নিজেকে খুবই প্রয়োজনীয় এবং আদর্শ হিসেবে প্রকাশ করেন। মূলত একজন ভালো শি ক ভালো গুণাবলী ধারণ করেন। তিনি বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অপরিস্রোত জ্ঞানের একজন মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিকট আবির্ভূত হন। শিক্ষার্থীরা তাকে বিশেষ সম্মান ও আস্থার সহিত গ্রহণ করে। যেহেতু তিনি যুব সম্প্রদায়ের জীবিকার্জনের ধারা তৈরি করেন, সেহেতু তাদের সবার কাছে তার প্রিয়/গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। একজন ভালো শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীদের বিষয়ে/সম্পর্কে উৎসুক। তিনি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল দিকগুলি খুঁজে বের করেন এবং তাদের সম্ভাবনাময় দিকগুলিকে উত্তেজিত করেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে কখনো নিষ্ক্রিয় শিক্ষার্থী পছন্দ করেন না। তিনি সর্বদা শি কীদের উদ্বীপ্ত করতে চেষ্টা করেন, যাতে তারা শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলীর উন্নয়নকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারে। একজন ভালো শি ক তার

শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের যোগ্য ও খুশি করে তিনি তার যোগ্যতার প্রতি তাদের আস্থাবান করে তোলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের তার অধ্যায়ে বাস্তব ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে চান। তিনি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং নিজেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও দক্ষতায় সুসজ্জিত করেন। একজন ভাল শিক্ষক সমাজের একটি সম্পদ। তিনি জাতি গঠনে অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং একজন ভালো শ্রী ক পরিপূর্ণরূপে সম্মানিত এবং তাদেরকে সমাজের সঠিক/নির্ধারিত স্থানে বসাতে হবে।

124

বঙ্গানুবাদ :

## গ্রীনহাউজের প্রভাব

গ্রীনহাউজের প্রভাব হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতার অভিধাপ। বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বৃদ্ধিই গ্রীনহাউজ প্রভাব নামে পরিচিত। আমাদের বায়ুমণ্ডল ওজোনস্তর সরা সূর্য ত, যা সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির অনুপ্রবেশ প্রতিহত করে। অতিবেগুনী রশ্মি পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু আমাদের আশেপাশে বননিধন এবং বর্ধিত পরিমাণ কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ঐ স্তরকে প্রভাবিত করে। ফলে সূর্যের তাপ সরাসরি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এই পরিস্থিতি পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেছে এবং বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। বিজ্ঞানীরা এই বর্ধিত তাপের ব্যাপারে শঙ্কিত কারণ এটি মেরু অঞ্চলের বরফ গলিয়ে দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়া যদি দীর্ঘকাল ব্যাপী চলতে থাকে তবে সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং কৃষিজমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এছাড়াও এটি মানবজাতির খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দিবে, বনপ্রাণী এবং উপবনের ধ্বংস এবং গুরুতরভাবে ক্ষতি করবে। তাই আমাদের প্রিয় পৃথিবীকে নিরাপদ বানানোর জন্য যত বেশি সম্ভব আমাদের গাছ রোপণ করা উচিত। আমাদের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন প্রতিরোধ করতে ও কমাতে হবে। প্রত্যেককে নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য অংশগ্রহণ করা উচিত। এই বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিত প্রয়াস অপরিহার্য।

125

বঙ্গানুবাদ :

## ফেরিওয়ালা

একজন ফেরিওয়ালা হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি, যে এক রাস্তা হতে অন্য রাস্তায় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য ফেরি করে বেড়ায়। সে শহর এবং মফস্বলের একটি পরিচিত মুখ; এমনকি তাকে গ্রামেও দেখা যায়। সে তার পণ্যদ্রব্য মাথায়, হাতে অথবা ছোটো ঠেলাগাড়িতে বহন করে। একজন ফেরিওয়ালা সাধারণত খেলনা, মিষ্টি এবং আরো অনেক কিছু বিক্রয় করে। সে মহিলাদের জন্য হাতের চুড়ি, ফিতা, কাপড়, শৌখিন পণ্যদ্রব্য এবং সাংসারিক অনেক কিছুও বিক্রয় করে। তাদের প্রধান ক্রেতা হচ্ছে শিশু এবং মহিলারা। সে খুব চতুর। সে তার কৌশলী কথাবার্তা দিয়ে ক্রেতাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। সে সস্তায় তার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে অধিক মুনাফায় তা বিক্রয় করে। সে খুব ভালো করে জানে যে কখন তাকে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার জন্য বের হতে হবে। সে বের হয় যখন পুরুষ সদস্যরা তাদের ঘরের বাইরে থাকে এবং মহিলারা তাদের ঘরের কাজকর্ম শেষ করে অবসর হয়। সে শিশু এবং মহিলাদের কাছে তার পণ্যদ্রব্য ব্যাপক মুনাফায় বিক্রয় করতে পারে কারণ সে খুব সহজেই তাদের ঝোঁক দিতে পারে। সে বিভিন্নভাবে কথা বলে তার ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সে চতুর হতে পারে কিন্তু শিশু এবং মহিলাদের কাছে তার অপরিহার্যতা এড়ানোর মতো নয়। যদিও সে তাদের জন্য দরকারী এবং কঠোর পরিশ্রম করে, তবুও সে দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করে। সে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের দ্বারে নিয়ে আসে।

126

বঙ্গানুবাদ :

## বাংলাদেশে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহ

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হচ্ছে ১৯৭২ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশনের আলোকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্বারা স্বীকৃত একটি স্থান (প্রাকৃতিক কিংবা সাংস্কৃতিক)। এটি ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর পৃথিবীব্যাপী মূল্য আছে এবং একে রক্ষা করা পুরো বিশ্বের মানুষের সামগ্রিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। ক্ষুদ্র দেশ হলেও বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে : বাগেরহাটের ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহার এবং সুন্দরবন। ষাটগম্বুজ মসজিদ হচ্ছে ১৫শ শতকের ইসলামিক অট্টালিকা। এটি একটি ব্যাপক জায়গা বিস্তৃত মুঘল স্থাপত্য শিল্পের বৃহদাকার নিদর্শন। এর ষাটটি স্তম্ভ আছে, যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাতাশটি বাঁকানো গম্বুজের ভার বহন করে। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার সপ্তম শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। ধর্মীয় কাজের কথা মাথায় রেখে এর স্থাপনা পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটি ভারত উপমহাদেশে অবস্থিত একমাত্র এবং সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মঠ। এটি ১৯৮৬ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষিত হয়। সুন্দরবন বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহের মধ্যে ৫২ তম। এটি একটি ম্যানগ্রোভ বন এবং এটি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে বিখ্যাত। বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এই বনে বাস করে। এর পরিবেশ খুবই শান্তিপূর্ণ। এটি বনপ্রাণীর বৈচিত্র্যতার কারণে প্রসিদ্ধ। এগুলো আমাদের গর্ব। বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

127

বঙ্গানুবাদ :

## মে দিবস

১লা মে হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। এই দিনটি শ্রমিকদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের স্মৃতি রক্ষা করে। ৩মে ১৮৮৬ সালে শিকাগোতে পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করে যারা ৮ ঘণ্টার কর্মদিবস, নূনতম মজুরি এবং নিরাপত্তা আইন-এসব দাবিতে অবরোধ পালন করছিল। তখন থেকে, প্রায় সমগ্র বিশ্বেই মে দিবস পালন করা হয়। এই দিনটি বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। দিবসটি একটি জাতীয় ছুটির দিন। ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং সাধারণ শ্রমিকরা আলোচনা সভা, সম্মেলন বা আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। তারা মে দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যারা শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টিকে অনুধাবন করে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। দিবসটির তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করে সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার দিবসটিকে ঘিরে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। বিভিন্ন

শ্রমজীবী সংগঠন দিনটিকে পালন করার জন্য দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ মে দিবস পালন করে এবং ১৮৮৬ সালে শ্রমিকদের আত্মত্যাগের বিষয়টিকে স্মরণ করে। আমরা আমাদের শ্রমিকদের দেশকে গঠন করার জন্য উৎসাহিত করি। সারাবিশ্বের সকল মেহনতি মানুষের সাথে আমরা সংহতি ও একাত্মতা প্রকাশ করি।